

উদ্ভট-সমুদ্র ।



(কাণ্দিদাস, বররুচি, ভবভূতি, বেতালভট, ঘটকর্পূর, রুদ্রট, হলায়ুধ,
অৰ্ভক, কবিভট্ট, কবিচন্দ্র, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, বাণেশ্বর
বিজ্ঞানকার, অবিলম্ব-সরস্বতী, নায়ক-গোপাল প্রভৃতি
পুরুষ-কবি এবং নিবিড়-নিতম্বা, বিকট-নিতম্বা,
বিজ্জকা, মারুলা, শীলাভট্টারিকা প্রভৃতি
স্ত্রী-কবি-গণের কবিতাবলী)

কবিশূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র)দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি, এ
সংগৃহীত ও অনূদিত



কাগজে সোণার জলে সুন্দর বাধাই ২৮ টাকা কাগজে বাধাই ১৥০ টাকা

লালগোলা “রাজ-প্রেসে”

শ্রীবৈষ্ণবনাথ কুণ্ডু দ্বারা

মুদ্রিত ।

নৈয়ায়িকনায়কায় পরমপূজ্যপাদায়

মহামহোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রাখালদাস ঝায়রত্ন

মহোদয়ায় উৎসৃষ্টোৎসবঃ গ্রন্থঃ

(১)

ধন্যং ভারতভূতলং প্রিয়তমং সারস্বতং মন্দিরং
ধন্যা পণ্ডিতমণ্ডিতা সুবিদিতা শ্রীভট্টপল্লীস্থলী ।
ধন্যোহধ্যাপনধন্যকর্মনিরতো রাখালদাসঃ সুধী-
বন্দে তং বুধবৃন্দবন্দ্যচরণং ভূদেবভূনামগিম্ ॥

(২)

সুনয়বিনয়ভাষণং শাস্ত্রসন্দেহ-
নিখিলস্বকৃতিবাসং বিপ্রনিষ্ঠং সত্যবান্ ।
পরিহৃতনিজবাসং শ্রীলরাখালদাসং
কৃতপরমপদাশং নোমি কাশীনিবাসম্ ॥

(৩)

একা কৰ্কশবক্রবাক্যানিকরা কোলীশসারান্তরা
নানাভাবভরাহপরা তনুতরা পীযুষধারাধরা ।
সা নৈয়ায়িকতা তথা সুকবিতা সাপত্যশূন্যা সতী
শ্রীরাখালহৃদি স্মতোহভিরমতে চিত্রং কিমস্মাৎ পরম্ ॥

(৪)

চন্দ্রে কৈরবিণীব কোকরমণীবাস্তোজিনীবল্লভে
মেঘে চাতকমণ্ডলীব মধুপশ্রেণীব পুষ্পাকরে ।
মাকন্দে পিককামিনীব তরুণীবাত্মশ্বরে সঙ্গতে
সা নৈয়ায়িকতা তথা সুকবিতা স্বয্যেব রংরমাতে ॥

(৫)

ষড়কায়তনিন্দ্যমন্দমধুনা মুগ্ধাঃ সুধীষট্‌পদা
যস্মিন্ রাজতি রাজহংসনিকরঃ সম্পূর্ণমুগ্ধান্তরঃ ।

(৪)

দস্তামোদিসুধীষু মোহরজনীশেষং সদা সূচয়ৎ
রম্যং বিশ্বসরোবরে লসতু তৎ রাখালদাসোহম্মুজম্ ॥

(৬)

মুক্তাভ্রে নভসীব শারদশশী সপ্তাশ্ববভেজসা
বিশ্বব্যাপিবিণালকীর্ত্বিকিরণৈর্যো ভাতি ভূমণ্ডলে ।
হেলাখর্ষিতসর্বগর্ষিতবধুপ্রোন্মভচিত্ত্রম-
শ্রীবাশিষ্ঠকুলাভ্রপূর্ণশশভৃদ্ রাখালদাসঃ সুধীঃ ॥

(৭)

অনৃতহরিণহারী তর্ককান্তারচারী
কুমতিহয়বিদারী মোহমাতঙ্গমারী ।
বিবুধগিরিবিহারী কেশরী কামচারী
বিতরতু ময়ি দাসে মোহিত কারুণ্যবারি ॥

(যুগ্মকম্)

(৮)

প্ৰীতং যস্য গুণেন কোবিদকুলং গীতং যশো দিঙ্মুখৈঃ
পীতং যেন চ তর্করূপমমৃতং নীতং বয়োহধ্যাপনৈঃ ।
ভূপালাবলিমৌলিমণ্ডনমণিপ্রোদ্যম্মুখার্চিত্তে
পাদ্যং পদ্যমিদং পদে লসতু তৎ রাখালদাসস্য মে ॥

তদীয়শ্রীচরণাবনতেন

বি, এ-কাব্যরত্নোক্তসাগরোপাধিকেন

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে দাসেন

বিজ্ঞাপন ।

প্রাতঃস্মরণীয় “ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও পরম-ভাক্তি-ভাজন” ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানসাগর মহাশয় আমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ প্রকাশ করিতেম। তাঁহাদিগের নিকট হইতেই প্রথমভঃ প্রায় ২৫০০টি “উদ্ধৃট”-কবিতা সংগ্রহ কবিয়াছিলাম। তৎপরে মহাবাজ বাগদুর শ্রীর শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কে, সি, এস, আই মহোদয়েব স্বর্গীয়া জননীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে সমাগত অধ্যাপক-গণের নিকট হইতে প্রায় ২৫০০ “উদ্ধৃট”-শ্লোক সংগ্রহ করি। অত্যাধি প্রায় ৪২০০০ (বিয়াল্লিশ সহস্র “উদ্ধৃট”-কবিতা ও প্রায় ১৫০০ (সতর শত) নানা দেব-দেবীর স্তব আমাব হস্তগত হইয়াছে। এই সমস্ত “উদ্ধৃট”-কবিতা ও “স্তব” লইয়া “উদ্ধৃট-সমুদ্র “স্তব-সমুদ্র” নামক দুইখানি স্মৃতি-গ্রন্থ বাতির কবিতাব জগৎ কৃত-সংকলন হইয়াছি। এখন “যদ্বিধেগনসি সিতম্!” এই “উদ্ধৃট-শ্লোকমালা”য় প্রায় ৪০০টি মাত্র শ্লোক প্রকাশিত হইল। মদীয় পরম-ভাক্তি-ভাজন, পরম-হিতৈষী সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যাবিশারদ মহোদয় তাঁহার সুবিখ্যাত “হিতবাদি”-পত্রে ও পরম-পূজ্য-পাদ মদীয় মঙ্গল-কামী শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার এডুকেশন গেজেটে” এই সমস্ত শ্লোকের অধিকাংশই প্রকাশিত কবিয়াছিলেন। “হিন্দু-পত্রিকা” “নব্য-ভাবত”, “ভ্রমভূমি”, বঙ্গভূমি “অনুসন্ধান”, “দৈনিক-চন্দ্রিকা” প্রভৃতি পত্রেও কিয়দংশ শ্লোক প্রকাশিত হইয়াছিল। “উদ্ধৃট”-কবিতা কাহাকে বলে, তৎসম্বন্ধে অনেক বিষয় বক্তব্য থাকায় স্থানান্তরে এই গ্রন্থে কিছুই লিখিতে পারিলাম না। মৎস্য গীত “উদ্ধৃট-সমুদ্র” গ্রন্থে “প্রথম প্রবাহে” ইহার অর্থ-নির্ণয় করিবার বাসনা বোধিল। “নিবিড়-নিতম্বা” “নিকট-নিতম্বা” “বিজ্ঞক” প্রভৃতি স্ত্রী-কবি ও অন্যান্য পুরুষ কবি-গণেরও সংশ্লিষ্ট পবিচয় ঐ গ্রন্থে লিপ্যই সন্নিবেশিত করিব।

ভাবত-ভূমিমির এক একটা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এক একটা রজাকর এবং তাঁহার বিবর্তন এক একটা “উদ্ধৃট”-কবিতা এক একটা অমূল্য রত্ন। বহুদিন ধরিয়া প্রাণপণে এই সকল লুপ্ত বস্তুর উদ্ধাব-সাধন করিতেছি। এক্ষণে যদি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহাশয়-গণের বঙ্গগুলি তাঁহাদিগেরই করে সমর্পণ কবিয়া

নিশ্চিন্ত-ভাবে দেহত্যাগ করিতে পারি, তবেই আমার জীবন সার্থক হয়। এই গ্রন্থ শ্লোকগুলির ব্যাকরণ ছন্দঃ ও অলঙ্কার-শুদ্ধি যথাশক্তি রক্ষিত হইয়াছে। এত একটী ছন্দে শ্লোকের যথার্থ পাঠ ও অর্থ নিরূপণ করিবার জন্য আমাকে অংশে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। পরম-পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ঞায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত-গোবিন্দ শাস্ত্রী ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ঞায়পঞ্চানন মহাশয় এ বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এতদ্বিধ সুপণ্ডিত শ্রীকালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ঞায় শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি এল; শ্রীমহেন্দ্র লাল মিত্র শ্রীসখারাম গণেশ দেউকর, শ্রীপার্বতী চরণ তর্কতীর্থ, শ্রীভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, শ্রীগুরুনাথ কাব্যতীর্থ - শ্রীরাম শাস্ত্রী, শ্রীভগবতীচরণ স্মৃতিতীর্থ, কবিরাজ শ্রীতারাপ্রসন্ন সেন ও শুভ প্রভৃতি পণ্ডিত মহাশয়-গণও আমার যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছেন এজন্য তাঁহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

যিনি সাংসারিক লুখে বিগত-স্পৃহ হইয়া ও স্বীয় প্রিয় জন্মভূমি “ভট্টগল্লী” পরিত্যাগ করিয়া কালীধামে গমনপূর্বক হর-পার্বতীব শ্রীচরণ-কমলে আত্মমর্পণ করিয়া রহিয়াছেন; যিনি সেই পুণ্যধামে ধর্মালোচনা ও শাস্ত্রাধ্যাপনায় স্ত্রী-ব্রাহ্মণোচিত জীবন সার্থক করিতেছেন; যঁহার কুশাগ্রীয়-বুদ্ধি, বহুল চিন্তা শীলতা যুক্তি-বাদের প্রাথর্য্য এবং কবিত্ব-শক্তির কথা শুনিতে বিস্মিত হইয়া থাকিতে হয়; যঁহার নিশ্চল-হৃদয়-গত স্নেহ ও বাৎসল্য-রসে সংস্কৃত ও পরিপুষ্ট হইয়া আসিতেছি, সেই নৈরায়িক-কুল-পতি পরম-পূজা-পাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত-রাখালদাস ঞায়রত্ন মহাশয়ের পবিত্র নামে, আমার অতি আদরের ধন, এই “উত্তট-শ্লোক-মালা”-গ্রন্থখানি ভক্তিভরে উৎসর্গ করিয়া জীবন সার্থক করিলাম।

ভদ্রকালী
১০ আশ্বিন, বুধবার, ১৩২৯ সাল

} সংগ্রাহক ও অনুবাদক
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে

মঙ্গলাচরণম্

(১)

সঃ স্থাণুঃ স্বয়মেব পর্বতগতো মূলেন হীনশ্চ যঃ
সাপর্ণা স্বয়মেব যন্ত লতিকা পুত্রো বিশাখস্তথা ।
যো নিত্যঞ্চ পরোপনীতকুসুমোহভীষ্টঃ প্রসূতে ফলং
স স্থিত্বা মম ভূরিপঙ্কিলহৃদি প্রাপ্নোতু পুষ্টিং পরাম্ ॥

(২)

নিৰ্বাণদানগীৰ্বাণসৰ্বগৰ্বাপারিণি ।
কৰ্মনিৰ্মূলনে চিত্তে বস মে বিক্ষ্যবাসিনি ॥

(৩)

নমোহস্ত বিষ্ণবে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়হেতবে ।
থগেন্দ্রকেতবেহপারসংসারপারসেতবে ॥

(৪)

মাতঃ কম্পাং গুরুমপি কমলে সংত্যজ ত্বং বিষাদং
মা যাহি ত্বং বলভিদময়ি সংজুস্তমত্রৈব তিষ্ঠ ।
মা গা ত্বং বা শ্বসনমুরুরয়ং মন্থমুন্ধঃ সমুদ্র
উত্থ্যক্ত্বা যাং প্রশমনমনয়ং পাতু মা লোকমাতা ॥

(৫)

যদগর্ভে স্তখদে স্থিতশ্চ ন পুনর্গর্ভাগতিদুঃখদা
গর্ভক্লেশনিবেদনায় মুনিনা গর্ভে ধৃত্য যৈকদা ।

(୮)

ନା ସେବ୍ୟାପି ଚ ସେବକୌପପଦଗା ପୁତ୍ରସ୍ତ୍ରା ଯା କ୍ରୋଡ଼ଦ
ସା ସୁନ୍ଦାରକସୁନ୍ଦବନ୍ଦିତପଦା ମାତାର୍ଚ୍ଚ୍ୟାତେ ସର୍ବଦା ॥

(୯)

ବାଣୀଂ କଠେ ବହତି ନିତାରଂ ପ୍ରେମତଃ ସର୍ବଦା ଯୋ
ଲକ୍ଷ୍ମୀଲୋଭାଞ୍ଜଳଧିମଲିଳେ ବର୍ତ୍ତତେ ଯୋ ହି ନିତ୍ୟମ ।
ବାମେ ଭାଗେ ନଗନୃପସୁତାଂ ପ୍ରେୟସୀଂ ଯଶ୍ଚ ଧତ୍ତେ
ଶୃଙ୍ଗାରାତ୍ୟଂ କମଳଭଗଜଂ ଶକ୍ତଃ ତଂ ନମାମି ॥

বিষয়-সূচিঃ

বিষয়ঃ	রচয়িত্ত্ব-নাম	পত্রাঙ্কম্
১। একরত্নম্	...	১
২। দ্বিরত্নম্	...	২
৩। ত্রিরত্নম্	...	৪
৪। চত্বরত্নম্	...	৮
৫। পঞ্চরত্নম্	...	১১
৬। ষড়্‌রত্নম্	...	১৫
৭। সপ্তরত্নম্	...	২০
৮। অষ্টরত্নম্	...	২৬
৯। নবরত্নম্	...	৩২
১০। ভাবরত্নম্	(বিকটনিতম্বা-বিরচিতম্)	৪০
১১। দুর্জনাষ্টকম্	(নিবিড়নিতম্বা-বিরচিতম্)	৪৮
১২। সুজনাষ্টকম্	(ঐ ঐ)	৫২
১৩। লক্ষ্মী-চরিত্রম্	(বিজ্জকা-বিরচিতম্)	৫৭
১৪। বর্ণ-সপ্তকম্	(মারুলা-বিরচিতম্)	৬৭
১৫। নীতি-দশকম্	(শীলাভট্টারিকা-বিরচিতম্)	৬৯
১৬। নীতিপ্রদীপঃ	(বেতালভট্ট-বিরচিতঃ)	৭৫
১৭। নীতিরত্নম্	(বরকুচি-বিরচিতম্)	৮৪
১৮। নীতি-সারঃ	(ঘটকর্ণর-বিরচিতঃ)	৯২
১৯। গুণ-রত্নম্	(ভবভূতি-বিরচিতম্)	১০৩
২০। ধর্ম-বিবেকঃ	(হলায়ুধ-বিরচিতঃ)	১১১
২১। পঞ্চ-সংগ্রহঃ	(কবিভট্ট-কৃতঃ)	১২৪
২২। নীতি-সার-সংগ্রহঃ	(কবিচন্দ্র-কৃতঃ)	১৩৯
২৩। ভ্রমরাষ্টকম্	...	১৫৫
২৪। বানিরাষ্টকম্	...	১৬১

২৫।	বানর্যষ্টকম	১৬৬
২৬।	পূর্বচাতকাষ্টকম্	১৭০
২৭।	উত্তরচাতকাষ্টকম্	১৭৫
২৮।	সমগ্রা-পূরণম্	১৮০
২৯।	প্রহেলিকা-দ্বাদশকম্	(অৰ্ভক-বিরচিতম্)		১৯২
৩০।	অপহুতিঃ	২০০
৩১।	গণিত-কবিতা	২০২
৩২।	চাটু-কবিতা	২০৮
৩৩।	চিত্রকবিতা	২১৬
৩৪।	মেঘদশকম্	(জৈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিবচিতম্)		২২১
৩৫।	শিবস্তোত্রম্	(হরকুমার ঠাকুর বিবচিতম্)		২২৬
৩৬।	ব্রহ্মযমী স্তোত্রম্	(মহারাজ বাহাদুর শাহ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বিবচিতম্)		২২৯
৩৭।	আদেশ দশকম্	(শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বিবচিতম্)		২৩৫

শ্লোক-সূচিঃ

অ		আশাংতাচ্ছদনমহুরেণ	১৫৩
(শ্লোকাঙ্কঃ)	(পত্রাক্রম)	আহারে শুচিতা ধ্বনৌ	১১২
অগাধ জলসঞ্চাবী	৮৮	ই	
অঙ্গবামমরবৎ প্রাঙ্গো	১০৯	ইন্দ্রবরাদশতানি যদৃচ্ছবা	১৫
অতিদূরপথপ্রাপ্তা	৯৯	ইত্যাচে চক্রবাকং দচন	১১৪
অতিবৃষ্টিরনাশিষ্টিঃ	১২৭	ইষ্টং কার্ত্তিকদর্শনানন শুণিতং	১১৫
অতিরমণীকবান্যো গিণ্ডানা	১২৫	ইষ্টং খাল্লগনং যুতং যং মননাস্তং	১১৬
অনেকসুখিণঃ বাস্তং	১৯৯	ইষ্টং বিশচক্রং শিশ্বসহিতং	১১৭
অপদো দূরগামী চ	১৯৭	ইষ্টং শব্দেণ শুণিতং	১১৮
অপমানং পুঙ্কত্য মানং	১০০	ইষ্টং শিশ্বাশুগণতং	১১৬
অপি দোৰ্তাঃ পবিবদ্ধা	৬১	ঈ	
অবিদলন্মূ ক্লে বকুন্মে	৭৭	ঈর্ষী ঘৃণী হৃদসস্তম্ভঃ	১৬১
অর্থাগমো নিত্যমবোণিতা চ	২৭	ঈর্ষী দক্ষঃ ক্রোধো ক্লেশঃ	১৬১
অর্থী কাষবমুচ্ছিতো নিপতনঃ	৩৪	উ	
অর্থো ব্যোম তথা নিতাং	৩২	উৎখাতান্ প্রতিরোপয়ন্	১১৯
অলিরয়ং নলিনীকুলপ্লভঃ	১৫৯	উত্তমং স্বার্জিতং বিত্তং	১৭৩
অসাধুঃ সাধুর্বা ভবতি	৫৫	উদয়তি যদি ভাস্কঃ	১২৯
অসারে গলু সংসারে সাবং যন্তর	১২০	উদ্বোধঃ গলু কইনাঃ	১৪০
অহো প্রকৃতি সাদৃশ্যং	৪৯	উদ্বোধিনঃ গুহ্যং সিংহ	১৮
আ		উপভোক্তুং ন জানাতি	১৭১
আকল্পবদ্ধমপি ভিত্তত	১৪৩	এ	
আত্মানং ধর্মকৃত্যঞ্চ	১৭	এক এব গগো মানী	১৮০
আত্মানমন্তোনিধি	১৭৮	এক এব পদার্থস্ত	৪৫
আনন্ধাননমাগতে বিতস্ততে	৪৩	একচক্ষুর্ন কাকোহয়ং	১২৮
আপদর্থং ধনং রক্ষ্যেৎ	১২০	একমেব পুরস্কৃত্য	১৫১
আরোগ্যমানু্যমবিপ্রবাসঃ	১৬৭	একা ভাষ্যা প্রকৃতিমুখরা	১৯৯ ✓
আলোকী শুণ্ডগ্রী চ	৪২	একা ভুরুভয়োঁরৈক্য	১১৮

একো হি দোষো গুণ	১০০	কিং স্মৃৎ কো দূরগ্রাহী	২৬
ক		কীর্তিধ্বংসতরঙ্গিণীভিরভিতো	১২৬
কঃ কর্ণারিপিতা কিমিচ্ছতি জনঃ	১৯২	কুগ্রামবাসঃ কুজনশ্চ সেবা	১৩০
কঃ প্রণম্যো বুধৈস্ত্যাজ্যো	২০	কুপাত্তদানচ্ছ ভবেৎ দরিদ্রো	১৪১
কথয়া কাস্ত্যা কীর্ত্যা চ	৬৭	কৃতশ্চ করণং নাস্তি	১০১
কদাচিৎ পাঞ্চালী	১৮৩	কে গুণাঃ পণ্ডিতে নিত্যং	২
কদাপি সছাক্যশতেন	১৪০	কে বা ন সন্তি ভুবি তামরসা	১৭৭
কবয়ঃ কিং ন পশ্যন্ত	১৫৩	কো বহুঃ কেন কঃ কষ্টী	৩২
বরোতু নাম নীতিজ্ঞো	১০২	কোংগান্ প্রাপ্য ন গর্কিতো	১৭
কর্ণাবঘাতনিপুণেন	৭৫	কচিৎ ক্লষ্টঃ কচিৎ তুষ্টো	৯৬
কনারব্লং গীতং গগনতলব্লং	৭২	ক্রতো বিবাহে ব্যসনে	১৬২
কস্মৎ ভো কবিরস্মি তৎ	৭	কৃতে প্রহারা নিপতন্তি	১৪৫
কশ্চ নাম নরশ্রেহ	১	ক্ৰান্তিশ্চেৎ কবচেন কিং	১৪
কাকঃ কৃষ্ণঃ পিকঃ কৃষ্ণঃ —	৯০	ক্লীণং প্রিয়াবিরহকাতরমানসঃ	২২২
কাকশ্চ চক্ষুর্ষদি হেমযুক্তা	৮৭	খ	
কাকে শোচৎ দূতকারে চ সত্যং	১৪৯	খলানাং কণ্টকানাঞ্চ	৫০
কচিৎ কাস্তা বিরহবিধুরা	১৯০	খ্যাতঃ শক্ৰো ভগাঙ্গো	১৩২
কানীনশ্চ মূনেঃ স্ববান্ধববধু	১১৩	গ	
কাস্তং স্বাক্তং কপোতিকা	১১৫	গচ্ছ শূকর ভদ্রং তে	৯৭
কাস্তাবিরোগবিষজর্জর	২২৪	গণেশঃ স্তোতি মার্জ্জারং	১৩৯
কাস্তাভিসাররসলোলুপ	২২২	গতোহস্মি তীরং জলধেঃ	৭৮
কাব্যে ভব্যতমেহপি বিজ্ঞ	১২৫	গন্ধাত্যাং নবমল্লিকাং মধুকর	১৫৬
কার্পণ্যেন যশঃ ক্রুধা	৫৬	গন্ধাত্যাসৌ ভুবনবিদিতা	১৫৫
কালিদাসকবিতা নবং বয়ো	১৩৪	গবাদীনাং পয়োহন্তোদ্যঃ	৫২
কাসারেষু সন্নিথ্যে সিন্ধু	১৭৬	গর্জসি মেঘ ন যচ্ছসি তোয়ং	১৭২
কিং কাব্যেন কবেত্তশ্চ	১৫৩	গিরৌ কলাপী গগনে পয়োদো	৯২
কিং কেন ভুবনে ভাতি	১১	গীতৈর্বাটোঃ কচিৎ বা	১৮৭
কিং তে নব্রতয়া কিমু	৭৯	গুণা গুণজেষু গুণীভবন্তি	১০৫
কিং তেন হেমগিরিণা	৮১	গুণায়ন্তে দোষাঃ সূজনবদনে	১০৬
কিং ন বশ্যং ন নিস্তার্য্যঃ	১৫	গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি	১০৫

জ্ঞেন শূন্যায়ঃ শ্রাৎ	১১০	ভাতঃ কীরপয়োনিধিঃ	৬৫
গেহং দুর্গতবদ্ধিগু'রুগ্হং	৫৬	ভাপো নাপগতভূবা ন চ কৃশা	১৩৫
গোপালো নৈব গোপাল	১২৬	ভানুলং তপনশৈলং	৬৮
গোভিঃ ক্রীড়িতবানু কৃষ্ণঃ	৫০	ভীক্কাহুদ্বিজতে মৃদো	৪৫
চ		ভুঙ্গান্ননাং ভুঙ্গতরাঃ	৫৪
চক্রী ত্রিশূলী ন হবো ন বিষ্ণুঃ	১৯৬	ভুরগশতসহস্রং গোগজা	১৩৩
চতুশ্চু'খমুখাস্তোজ	৮৪	ভৈজসে মশ্রু বিস্তাশা মিষ্ঠাশা	১৪০
চবিত্তে যোষিতাং পূর্ণে	১৪৮	ত্রিবিক্রমোহভূদপি বামনোহসৌ	৯৪
চন্দ্ৰং চিত্তং চন্দ্ৰং বিভূঃ	৯৪	ভং হি স্বভাবমলিন	২২৪
চাক্ষু'মু'চৈঃ শব্দম	৬৩	দ	
চাতকজ্জিচতুবানু পয়ঃবণানু	১৭১	দক্ষঃ শ্রিয়মধিগচ্ছতি	১৬১
চিত্তা জবো মনুবাণা	১২১	দগ্ধং খাণ্ডবমর্জুনেন বলিনা	১৪৫
ছ		দন্তং নোদ্বহতে ন নিন্দতি	৩
ছেদশ্চন্দনচূতচম্পকবনে	২৩, ৮৭	দন্তং নোদ্বহতে মূৰ্যঃ	৪
জ		দরিদ্রতা ধীবতয়া বিরাজতে	৭৪
জননী জন্মভূমি'চ জনক'চ	৬৭	দশ ব্যাঘ্রা জিতাঃ পূৰ্ব্বং	৯৭
জন্মনি ন হি জ্যেষ্ঠত্বং	১৪২	দশমোহস্তি গ্রহঃ কো বা	৮
জবো হি সপ্তেঃ পরমঃ	১৬৪	দাতব্যং কৃতিভির্ধনং হি নধনে	৯
জয়োহস্ত পাণ্ডুপুত্রাণাং	১২৩	দানং দরিদ্রস্ত বিভোঃ	১৮, ১৬৮
জলে লবণবল্লীনং	২০৮	দানাস্থসেকলীতার্তা	২১৩
জল্লজি শ্ববয়ঃ সর্কো	১২৩	দিনকরকরতাপৈস্তাপিতঃ	১২৪
জাতঃ সূর্যাকুলে পিতা দশবগঃ	১১৯	দিব্যং চূতরসং পীত্বা ন গর্হং	৮৮
জামাতা জঠরং জায়া জাতবেদা	৬৭	দুঃখাতিদুঃখং নধনা হি যে বা	১৪৮
জ্ঞাতিভির্বর্চ্যতে নৈব	১০০	দুর্জনং প্রথমং বন্দে	৪৮
ত		দুর্জনঃ সূজনো ন শ্রাৎ	৪৯
তক্ষকশ্রু বিষং দস্তো	৪০	দুর্জনঃ স্বপ্রকৃত্যেব	৫০
তম্বী চাক্রপয়োধরা শ্ববদনা	২০০	দুর্মজ্জিগং কমুপযান্তি ন	১৯, ১৬৫
তপাপায়ে গোদাপবতটভূবি	১৮২	দুবে মার্গান্নিবসসি পুনঃ	৮০
তয়া কবিতয়া কিংবা কিংবা	১৫৪	দৃষ্ট্বা স্মীতোহভবদলিরসৌ	১৫৯
তরুণ্যালিজিতঃ কঠো	১৯৯	দেবে ভীর্থে দ্বিজে যন্ত্রে	১২২

কোণাটনং পণ্ডিতমিষ্টতা চ	১৪৭	নিমিত্তমুদিতা হি যঃ	১৪
কোষমপি গুণমতি জনে নৃষ্টা	১৫১	নির্বাণদীপে কিমু তৈলদানং	৮২, ১২৯
দ্বিতীয়ভূতভূমিষ্ঠা মূর্তি	২১২	দ্বিগুণকো নিরাতঙ্কঃ	২১১
ধ		নীলং ভন্ন নবীননীরজবনে	১৫৭
ধনেন কিং যো ন দদাতি	২৫	নীতিভূমিভূজাং নতিগুণবতাং	৩৪
ধনৈর্নিকুলীনাঃ কুলীনা ভবন্তি	৯৩	প	
ধন্য এব স্বরূপং যো	১৪৪	পঞ্চাঙ্গিঃ কামিতা কুন্তী	১৮৪
ধর্ম্যঃ প্রাগেব চিত্ত্যঃ	৩৫	পঞ্চাশত পরাভবায়	১১৬
ধর্ম্যেষুপবাসী চ	৪২	পণ্ডিতে হি গুণাঃ সর্বে	৮৬৫
ধর্ম্যে তৎপরতা মুখে মধুরতা	৫৫	পতত্যবিরতং বারি	১৩৭
ধীরং নিক্রিপত ইতি	২	পত্যো কৃতপদঘাতঃ	৬৫
ধীরং নিক্রিপতে পদং	১	পদ্মে মূর্খজনে সপ্রবেদঃ	৭
ন		পনসচুতকুন্দাভা	৪০
মহা তাং পরমেশ্বরীং	১২৪	পয়োদ হে বারি দদাসি	১৭৯
মদেভ্যোহপি হৃদেভ্যোহপি	১৭৪	পরীবাণস্তথো ভবতি বিতথো	১৩৬
ন নরস্ত নরো দাসো	৯৪	পলাশকুসুমভাষ্যে শুকতুণ্ডে	১৬৮
নবং বজ্রং নবং ছত্রং	৮৩	পাত্রং পবিত্রয়তি নৈব	৫৩
নভসি নিরবলম্বে	১৭৫	পারীক্ষিত পরাভবার সুরতী	১১৭
নভোভূষা পৃষা কমলবনভূষা	৭১	পুরো রেবাপারে গিরিরতিছুরা	৮৬
ন মাতা শপতে পুত্রং	১২২	পোতো ছন্তরবারিরাশিতরণে	১২
নরনারীসমুৎপন্ন	১৯৭	পৌরুষ্যঃ কথমন্তদারহরণে	১৪৬
ন শোভতে রাজসভাং	১৫২	প্রতাপাদিত্য ভূপাল ভাণঃ	২১৩
নাকালে ত্রিহতে অন্তর্বিদ্বঃ	১০১	প্রতিকূলা বুধে লক্ষ্মীরমুকুলা	৪
নাকরাণি পঠতা কিমপাঠি	১৩৪	প্রায়ঃ সহায়যোগাৎ	২২১
নাগঃ পোতস্তথা বৈভবং	১৫	প্রায়ঃ স্বভাৎমলিনো	৫০
নাগো ভাতি মদেন কং জলকর্টহেঃ	১২	ব	
নাহং ছুচরিতা ন চাপি চপলা	৫৮	বনে জাতা বনে ত্যক্তা	১৯৮
নিঃস্বাহপ্যেকশতং শতী দশ	৩১, ১৩২	বরং গর্ভস্রাবো বরমপি চ	১০৮
মিত্যং ছেদতৃণাঙ্গাংকিতিনখ	২৮	বরং বনং ব্যাঘ্রমুদ্রেপেবিতং	৯০
মিথগত পরোরারো	১০২	বরং বোনং কার্যং স চ	১৩১

বহুং শৃঙ্গা পালা ন চ থলু বরো	১৪৭	মধুনা যো ভজ্ঞেং শ্রামাং	২১৮
বরমসিধারা তরুতলবাসঃ	১৩০	মনো মধুকরো মেঘো	৬৮
বর্গস্থঃ গুরুলাঘবং	৪১	মন্ত্রে সত্যমহং লক্ষ্মীঃ	৬০
বস্ত্রেন বপুষা বাচা বিদ্যয়া	৬৯	মহতাং যদি নিন্দনে রতিঃ	১৫০
বাক্চক্ষুঃশ্রোত্রলয়ং	৬২	মাংসং মৃগানাং দশনো	১৫০
বাছা রাজা তথা ছেসো	২৬	মাতা নিন্দতি নাভিনন্দতি	৯৩
বাছা সজ্জনসঙ্গমে পরগুণে	২১	মাধুর্য্য, প্রমদাজনেষু	১৬৬
বাতা বাস্ত তড়িৎ বিভাতু	১৮৯	মাধুর্য্যং শাস্ত্রমারোগ্যং	১৬৬
বাতৈর্বিধুনয় বিভীষয় ভীষনাদৈঃ	১৭০	মিত্রং স্বচ্ছতয়া স্নিগ্ধং নরবলৈঃ	৩৩
বাপী স্বল্পজলাশয়ো বিষময়ো	১৭৩	মিত্রমর্থী তথা নীতিঃ	৩৯
বালা নব্যজনং মনোজবিহিতে	১১৬	মূৰ্খত্বং সুলভং ভজস্ব	৩
বাসঃ কাঞ্চনপিঞ্জর	১২৮	মূৰ্খায় দ্রবিণং দদাসি কমলে	৫
বিত্তেন বিঃ বিতরণং	২৪	মূৰ্খো দ্বিজাতিঃ স্থবিরো	১৭, ১৬৮
বিদ্যা নাম নরশ্চ রূপমধিকং	১০৪	মূৰ্খোঃশাস্ত্রস্তপস্বী	৩৭
বিদ্যা বিবাদায় ধনং মদায়	১০৭		
বিদ্যান্ সংসদি পার্শ্বিকঃ —	৩৮	যৎকণ্ঠে গরলং বিরাজতিতরাং	১০৪
বিধিনা তুলিতাবেতো	২১৩	যত্রাস্তি লক্ষ্মীবিনয়ো ন তত্র	১৫২
বিলাহিবিলাহ্যস্তঃ	৪২	যথা চতুর্ভিঃ কনকং পরীক্ষ্যতে	৭৪
বীটকরসু রিতং নদীভিকুদিতং	১৭৪	যদ্ বদন্তি চপলে	৫৮
বৃক্ষঃ ক্ষীণকণং ত্যজন্তি	২৩, ১৭০	যদা তু জানকীপতে	১৮১
বৃক্ষাগ্রবাসী ন চ পক্ষিরাজঃ	১২৫	যদি কৃষ্ণপদে চিন্তা	১২১
বৃক্ষস্ত বচনং গ্রাহ্যমপৎকালে	০৫	যন্তপি চাতকপক্ষী	১৭৯
বেদাপন্যে স শক্রে	২১০	যাচমানজনমাসবৃত্তেঃ	১৪৮
বৈদ্যং পানরত্ নটং	১৩, ১৬৮	বাতঃ স্মামথিলাং	১২
য্যোমৈকাস্তবিহারিণোহপি	২৭, ৭৭	যা রাকা শশিশোভনা	১০৯
ব্রহ্মা যেন কুলালর্গ্নয়মিতো	২৯	যা স্বদগ্মানি পদ্যেহপি	৬৪
		যেনাবার মৃগালপত্রমশনং	৭৬
		যেহভিজ্ঞ, নুতুলোদগমাদনুদিনং	১৫৭
		যে লোকা, মন্যোপকণ্ঠ	৭০
		যো গোপীজনবল্লভঃ	২০০
		র	
ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং	৮৯	রত্নাকরঃ কিং কুরুতে	৭৫
ভাষন্তে বনিতাঃ কণৌ প্রতি কুলং	৪৪	রবেঃ কবেঃ কিং সমরশ্চ	১২৬
ভিমন্তি ভীষং করিরাজকুন্তং	৮৭	রাগী ভিনন্তি নিদ্রাং	২০১
ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং	২৯	রাজা ধর্ম্য বিনা দ্বিজঃ শুচি বিনা	২২
ভ্রমন্তং পূরয়েৎ বৈদ্যো	১৩৯	রাত্রির্গমিষ্যতিভ বিষ্যতি	১৬০
		রূপং জরা সর্বস্থানি	১৬৩
ম			
মণিনা বলয়ং বলয়েন মণিঃ	৭৩		
মণির্লুপ্ততি পাদেষু কাচঃ	৮৯		
মতিরেব বলাৎ গরীয়সী	১০৭		

রূপকপি বৃথা নার্যা
রে ধারাধর ধীর নীবনিকরৈ
রে পুত্র সংসঙ্গমবাগ্নুহি ঙ্গ

ল

লক্ষ্মীর্য়াদোনিধেয়াদো
লক্ষ্মীসম্পর্কজাতোহয়ং
লক্ষ্ম্যাঃ কো জন কাহথ
লোকেষু নিধনো-হুংখী
লোকোত্তর্য যদি চ তোয়দ
লোভশ্চেদগুণেন কিং

শ

শক্ত্যা যুক্তো বিদ্যমানেশপি
শক্যতে যেন কেনাপি
শক্যো বারয়িতুং জলেন
শত্রুদহতি সংযোগে
শত্রৌ হরন্তে পরিভূয়মাণে
শত্রুয়তে শ্রুতিকঠোরমলং
শশিদিবাকরমোত্র হপীড়নং
শশিনা চ নিশা নিশয়া
শশিনি খলু কলঙ্কঃ কণ্টকঃ
শশী দিবসধূসরো গলিতযৌবনা
শাস্ত্রং কোহর্থান্ তথা মূর্খো
শাস্ত্রং সূচিক্তিতমপি
শীতেহতীতে বসনমশনং
শুষ্টিগোকুরয়োবিচার্য মনসা
শুষ্কেকনে বহ্নি
শুং ত্যজামি বৈধব্যং
শেষে ভবভরাক্রান্তে শেতে
শৈত্যং নাম গুণস্তবৈব সহজঃ
শ্রদ্ধাবীজো বিপ্রবেদাশ্বসিক্তঃ
শুভরগ্নহনিবাসঃ স্বর্গ

স

সংসর্গং ন হি কশ্চিদশ্র

১৮৫	সংসারবিবর্তকশ্র	৮৫
১৭৭	স জীবতি যশো যশ্র	৯৫
১৮৪	সজ্জনশ্রুতয়ং নবনীতঃ	৫৩
	সদা বক্রশ্চ সংসর্গং	১১
	সদা বক্রঃ সদা ক্রুরঃ	৮
৬৪	সন্তপ্তা দশমধবকা শুগতিনা	১৩৮
৬২	সপ্রশ্বেদঃ পুলকশরুযঃ	৬
১৯৩	সমায়াতি যদা লক্ষ্মীঃ	৮৪
৪১	সমুন্নত্যাং সত্যং য ইহ	৫১
২১৩	সম্পৎ সবস্বতা সত্যং	৬৯
১৯	সর্গত্র সমুন্নতঃ স্তটনী	২২৩
	সর্গস্থাপহরো ন তদ্বরবরো	১৯৪
৭৩	সাধবীজ্ঞাণং দ যত্নবিবহে	৯১
১৭২	সানন্দং নান্দহস্তা তমুরজ	১০৩
১৪	সারং সন্ধিমহাৎসবে বলিঘটা	১৮০
৪৪	সিংহকুলকরীন্দ্র কুন্তগলিতং	৭৯
১৮৮	সুখমাততবাং ন রক্ষতি	৬৬
৭০	সুজনং ব্যজনং মন্ত্রে	৫২
৭৭	সুজীর্ণময়ং সূচিকণঃ	১৬৯
২৭	সুধাংশোজ্জ্বলিতোঃ কথমপি	১৩৭
৩০	সুপাত্রদানাচ্চ ভবেৎ ধনাটো	১৪১
৩১	সুচীমুণেন সন্ধুবেব	৪৬
২০	সুদ্রশ্র নশ্রুতি যশো	১৬৩
১৬ ১৬৭	সুজীর্ণং যৌবনমর্থিনামমুগমো	৩৭
৮৩	সুজ্ঞাঃ সৌম্যজ্ঞাশ্রাঃ	১৭৫
১১৬	সুভাবেন হি যঃ ক্ষুদ্রো	১০
১৪৬	স্বর্গঃ কিং যদি বজ্রতা নিজবধুঃ	২৪
৬১	স্বিন্নং কেন মুখং দিবাকরকরৈঃ	৪৭
৬৯		
১৩৫		
১১১		
৪৭		

হ

হংসাঃ পদ্মবনাশয়া মধুলিহঃ
হস্তশ্রুতকুশোদকে স্বয়ি ন ভুঃ
হে লক্ষ্মি কণিকে স্বভাবচপলে

উদ্ভট-সমুদ্র ।

প্রথম প্রবাহ ।

একরত্নম্ ।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রশ্ন :—

কস্য নাম নরশ্রেষ্ঠস্য সাম্যং ব্রজেৎ মহাকবিঃ ।

মমৈতং কথয় প্রশ্নং রাজসংসদি কোবিদ ॥

কার সঙ্গে হয় মহাকবির তুলনা ?

এ বিষয় মনে মনে করিয়া কল্পনা,

আমার সভায় বসি ওহে বৃদ্ধ জন !

সহুত্তর দাও এই প্রশ্নের এখন ।

নবরত্নের মধ্যে এক রত্নের উত্তর :—

পাকা কবি হইতে হইলে, পাকা চোরের সমস্ত লক্ষণই থাকা উচিত ।

এই সব লক্ষণ কি, তাহাই এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে :—

ধীরং নিক্ষিপতে পদং হি পরিতঃ শব্দং সমুদ্বীক্যতে

নানার্থাহরণঞ্চ বাঙ্গুতি মুদাহলঙ্কারমাকর্ষতি ।

আদত্তে বিমলং সুবর্ণনিচয়ং ধত্তে রসান্তর্গতং

দোষান্বেষণতৎপরো বিজয়তে সচ্চোরবৎ সৎকবিঃ ॥(১)

(১) ব্যাখ্যা । পদং—সুপ্তিভুতাদি পদ ; (পক্ষে) চরণ । শব্দং সমুদ্বীক্যতে—ইহা শুদ্ধ শব্দ বা অপশব্দ, ইহার বিচার করে ; (পক্ষে) কোথায় কি শব্দ হইতেছে, তাহার দিকে দৃষ্টিরাখে । নানার্থাহরণং—শ্লিষ্ট পদ প্রয়োগ করিয়া নানা অর্থ-করণ ; (পক্ষে) স্বর্ণ রৌপ্যাদির আহরণ । অলঙ্কারং—উপমাদি অলঙ্কার ; (পক্ষে) কল্পনাদি কল্পন । সুবর্ণনিচয়ং—সুন্দর বর্ণ-সমূহ ; (পক্ষে) স্বর্ণ-সমূহ । রসান্তর্গতং—শৃঙ্গারাদি রস-মিশ্রিত বাক্য ; (পক্ষে) রসার (পৃথিবীর) অভ্যন্তরস্থ ধনাদি । দোষান্বেষণতৎপরঃ—কোথায় কি কাব্য-দোষ হইতেছে, তাহার অন্বেষণে তৎপর ; (পক্ষে) দোষ (রাতি) কালের অন্বেষণে তৎপর ।

চারিদিক পদক্ষেপ করে সাবধানে,
 কিরূপ হ'তেছে শব্দ, কাণ দিয়া শুনে,
 নানা অর্থ-আহরণে মহা কুতূহলী,
 আকর্ষণ করে হর্ষে অলঙ্কার গুলি,
 হরণ করিয়া লয় সুবর্ণ-নিচয়,
 তুলে লয় যাহা কিছু রসান্তরে রয়
 সর্বদাই রহে দোষাশ্বেষণে নিরত,
 পাকা কবি ঠিক এক পাকা চোর মত !

মহাবাজ বিক্রমাদিত্যের প্রত্যুত্তর :—

“ধীরং নিক্ষিপত” ইতি শ্লোকো যো রচিতোহধুনা ।
 “একরত্নং” স বভেত্তয়ঃ কাব্যকোবিদকণ্ঠগম্ ॥

“ধীরং নিক্ষিপতে” শ্লোক কবি-কণ্ঠ-হার,
 “একরত্ন” এই নাম রবিল ইহার !

দ্বিরত্নম্ ।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রশ্ন :—

কে গুণাঃ পণ্ডিতে নিত্যং কে বা দোষা অপণ্ডিতে ।
 এতো কথয়তং প্রশ্নো কোবিদো রাজসংসদি ॥

পণ্ডিতের কোন্ কোন্ মহাগুণ রয় ?
 মূর্খের বা কোন্ কোন্ মহাদোষ হয় ?
 সভায় বসিয়া, ওড়ে দুই বুধবর !
 দুইটা প্রশ্নের দাও দুইটা উত্তর ।

নবরত্নের মধ্যে, দুই রত্নের ক্রমশঃ উত্তর :—

(১)

পণ্ডিত লোকের কি কি আটটি গুণ থাকে, তাহাই এই শ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে :—

দন্তুং নোদ্বহতে ন নিন্দতি পরান্ নো ভাষতে নিষ্ঠ রং
প্রোক্তং কেনচিদপ্রিয়ঞ্চ সহতে ক্রোধঞ্চ নালম্বতে ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রমপি প্রভূতমনিশং সন্তুষ্ঠতে যুকবৎ
দোষাংশ্চাদয়তে গুণান্ বিতনুতে চাৰ্ষৌ গুণাঃ পণ্ডিতে ॥

না রাখেন অহঙ্কার মনে কদাচন,
না করেন পর-নিন্দা ভুলেও কখন,
কদাপি নিষ্ঠুর বাক্য না আনেন মুখে,
কটু কথা শুনিয়াও রন্থ মহামুখে,
ক্রোধকেও মনে কভু না দেন আশ্রয়,
বোবা রন্থ জানিয়াও শাস্ত্র সমুদয়,
পর-দোষ দেখিয়াও করেন গোপন,
দেখিয়াপরের গুণ করেন কীর্তন,
যথার্থ পাণ্ডিত্য-লাভ হইয়াছে যঁার,
এই অষ্ট মহাগুণ থাকিবে তাঁহার !

(২)

মূর্থ লোকের কি কি আটটি দোষ থাকে, তাহা কবি এই শ্লোকে বিজ্ঞপ-
নহকারে নিরূপণ করিতেছেন :—

● মূর্থত্বং স্তম্ভতং ভজস্ব কুমতে মূর্থস্ত ৷ ার্কৌ
নিশ্চিন্তো বহুভোজকোহতিমুখরো রাত্রিন্দিবং স্বপ্নভাক্
কার্য্যাকার্য্যবিচারণাবরহিতো মানাপমানে সমঃ
৷ময়বর্জিতো দৃঢ়বপুমূর্খঃ স্তম্ভং জীবতি ॥

মূৰ্খতা সুলভ বস্তু সদাই সংসারে,
 তাই বলি রে দুৰ্ম্মতি ! ধব গিয়া তারে।
 মূৰ্খের আটটী গুণ বড় চমৎকার,
 থাকে যদি সব গুলি অভাব কি আর !
 চিন্তাশূন্য, বহুভোজী, অত্যন্ত বাচাল,
 দিবানিশি নিদ্রা যায়,—নাহি কালাকাল;
 নাহি থাকে কিছুমাত্র হিতাহিত জ্ঞান,
 মান অপমান তার ছটীই সমান।
 রোগ শোক প্রায় কভু ভোগ নাহি করে,
 দেহ থানি হুটু পুটু,—বহু বল ধরে।
 একাধারে অষ্ট গুণ করিয়া ধারণ
 মহাস্থখে বেঁচে রয় মূৰ্খ যেই জন !

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রত্যুত্তর :—

“দম্ভং নোদ্বহতে” “মূৰ্খঃ” শ্লোকদ্বয়মিদং ক্রমাৎ ।
 “দ্বিরভ্রং” জ্ঞায়তে নিত্যং পণ্ডিতানাং সুখান্ধাদম্ ॥

“দম্ভ” “মূৰ্খ” শ্লোক-দ্বয় পণ্ডিত জনার
 অতি সুখপ্রদ;—নামা দ্বিরভ্র ইহার !

ত্রিরভ্রম্ ।

মহায়াজ বিক্রমাদিত্যের প্রশ্ন :—

প্রতিকূল। বুধে লক্ষ্মীরনুকূলাহবুধে কথম্ ।
 কেন সাম্যং ব্রজেৎ ভিক্ষুঃ কো নিরন্নশ্চিরং ভুবি ॥

কমলার বিষ-দৃষ্টি পণ্ডিতের প্রতি,
 কিন্তু তাঁর কি কারণ মূৰ্খ সনে রতি ?

ভিক্ষকের সনে হয় কাহার তুলনা ?
কাহার দুর্গতি নিত্য অন্ন-বস্ত্র বিনা ?

নবরত্নের মধ্যে তিন রত্নের ক্রমশঃ উত্তর :—

(১)

মূর্খেরই উপর লক্ষ্মীর কৃপা হইয়া থাকে, কিন্তু পণ্ডিতের উপর তাঁহার কৃপা হয় না। ইহার কারণ জানিবার জন্য কবি লক্ষ্মীকে প্রশ্ন করিতেছেন এবং লক্ষ্মীও তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন :—

মূর্খায় দ্রবিণং দদাসি কমলে বিদ্বৎসু কিং মৎসরো
নাহং মৎসরিণী ন চাপি চপলা নৈবাস্তি মূর্খে রতিঃ।
মূর্খেভ্যো দ্রবিণং দদামি নিতরাং তৎকারণং শ্রয়তাং
বিদ্বান্ সর্বগুণেন ভূষিততনুর্মূর্খস্য নান্যা গতিঃ ॥

কবি প্রশ্ন করিতেছেন :—

ওমা লক্ষ্মি ! এ সংসারে মূর্খ যেই জন,
তাহারাই বহু ধন কর বিতরণ ;
কিন্তু মাগো ! এ সংসারে পণ্ডিত যে হয়,
তার প্রতি কেন তুমি হও মা ! নির্দয় ?

লক্ষ্মী উত্তর দিতেছেন :—

পণ্ডিতের প্রতি মোর কভু ঘেব নাই,
মূর্খ সনে থাকিতেও কভু নাহি চাই।
সকলেই ডাকে মোরে “চঞ্চলা” বলিয়া,
ইহার কারণ কিছু না পাই ভাবিয়া।
তবে যে মূর্খেরে আমি দিই বহু ধন,
ইহারো কারণ বলি, করহ শ্রবণ,—
বহু গুণে বিভূষিত যে জন বিদ্বান্,
সহস্র উপায় তার রহে বিত্তমান।

কিন্তু যে পরম মূৰ্খ হয় এ ধরায়,
আমা কিনা তার আর না আছে উপায় ?

• (২)

সন্নিপাত-জ্বরে রোগীর যে সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়' ভিক্ষা করিবার সময়েও
ভিক্ষকের সেই সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই এই শ্লোকের
কলিতার্থ :—

সপ্রশ্বেদঃ পুলকপরুষঃ সংভ্রমী সপ্রকম্পঃ
সাস্তর্দাহঃ প্রশিথিলধৃতিঃ সাস্ত্রশোষঃ সতর্ষঃ ।
সংবৃত্তো যো গুরুরপি লঘুর্হন্ত তৈত্তৈঃ প্রকারৈ-
র্স্বাক্ষাশব্দঃ স্পৃশতি পদবীং সন্নিপাতজ্বরশ্চ ॥

কাল ঘাম ছুটে যায় তখনি শরীরে,
গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে সর্ সর্ করে ;
কি বলিতে কিবা বলে, নাহি থাকে জ্ঞান,
আসিয়া প্রবল কম্প হয় বিচলমান ,
ভিতর পুড়িতে থাকে, আগুনের মত,
যত কিছু ধৈর্য্য থাকে, সব হয় হত ;
দেখিতে দেখিতে মুখ শুকাইয়া যায়,
ছাতি ঘেন ফেটে যায় প্রবল তুষায় ;
পরম প্রবল হয়ে উঠিবে প্রথমে,
কিন্তু হায় ক্রমে ক্রমে বেশ যায় ক'মে ;
যে সব লক্ষণ রয় সন্নিপাত-জ্বরে,
ভিক্ষা-কালে সেই সব হয় এ সংসারে !

(৩)

কবি চিরকালই নিরন্ন। তাই কোনও কবি কৌশল-সহকারে এই শ্লোকে
কবির দুঃখ জানাইয়া কহিতেছেন :—

ত্রিরত্নম্

‘কল্পং’ ভোঃ কবিরস্মি তৎ কিমু সথে ক্লীণোহস্বনাহারতো
ধিক্ দেশং গুণিনোহপি দুর্গতিরিয়ং দেশং ন মামেব ধিক্ ।
পাকার্থী ক্ষুধিতো যদৈব বিদধে পাকায় বুদ্ধিং তদা
বিক্ষেপ্য নেক্ষনমশ্বুধৌ ন সলিলং শৃথ্যাক নো তণুলঃ ॥

পথিক—কে তুমি ? আমার কাছে দাঁড় পরিচয় ?

কবি—আমি কবি, আর কিবা পরিচয় রয় !

পথিক—কি কারণে তুমি এত হইয়াছ ক্লীণ ?

কবি—নিত্য অনাহারে মোর কাটিতেছে দিন !

পথিক—ধিক্ দিক্ দেশে, আর ধিক্ গুণি-জনে !

কবি—দেশে কেন ধিক্ ? ধিক্ এই অভাজনে !

কবি—ক্ষুধারজ্বালায় যবে ~~হস্ত~~শাকাতর

অন্ন-পাক হেতু ঘাই দিগ-দিগন্তর,

পোড়া ভাগ্যে নাহি মিলে বিক্ষোণ ইক্ষন,

সমুদ্রেও গিয়া জল না দেখি তখন !

তণুল চক্ষেও নাহি দেখি এই ভবে,

হায় রে কবির অন্ন কোথা মিলে কবে ?

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রত্যুত্তর :—

“মূর্খায় দ্রবিণং” “সপ্রস্বেদঃ” “কল্প”মিতি ক্রমাৎ ।

“ত্রিরত্নং” ভুবি বিজ্ঞেয়ং পণ্ডিতানাং পরং প্রিয়ম্ ॥

“মূর্খায় দ্রবিণং” সপ্রস্বেদঃ” “কল্পং” আর

“ত্রিরত্নং”—নামক বুদ্ধ-প্রিয় অনিবার !

চতুরত্নম্ ।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রশ্ন :—

দশমোহন্তি গ্রহঃ কো বা কিং ষষ্ঠং পাতকং মহৎ ।

কথং মক্ষিকানির্বোদঃ কশ্চ ক্ষুদ্রমনাঃ সমঃ ॥

বিষম দশম গ্রহ বলা যায় কারে ?

কিবা ষষ্ঠ মহাপাপ রহে এ সংসারে ?

হাত পা ঘষিয়া থাকে মাছি কি কারণ ?

কার সমতুল্য হয় ক্ষুদ্রচেতাঃ জন ?

নবরত্নের মধ্যে চারি রত্নের ক্রমশঃ উত্তর :—

(১)

শাস্ত্রানুসারে “নয়”টী গ্রহেরই নাম নির্দেশে পাওয়া যায় । এতদ্ভিন্ন আরও একটী গ্রহ আছেন । “জামাই” বাবুই এই “দশম” গ্রহ । নব-গ্রহের যে সকল গুণ থাকে, ইহার ঠিক সেই সকল গুণ আছে ! ইহাইও এই শ্লোকে কবির বক্তব্য বিষয় :—

সদা বক্রঃ সদা ক্রুরঃ সদা পূজামপেক্ষতে ।

কন্যারানিপ্রিয়ো নিত্যং জামাতা দশমো গ্রহঃ ॥

সর্বদাই বক্র-ভাব করেন ধারণ,

সর্বদাই ক্রুর-ভাবে অবস্থিত রন,

সর্বদাই চেষ্টা রয় পূজা পাইবার,

সর্বদাই কন্যা-রানি লইয়া বিহার,—

এ হেন জামাই বাবু নব-গ্রহ ছাড়ি

আর এক গ্রহ রন স্বভাবের বাড়ী !

(২)

শাস্ত্রে “পঞ্চ” মহাপাতকেরই নাম-নির্দেশ আছে । এতদ্ভিন্ন আরও এক মহাপাতক রহে ; “দারিদ্র্য”ই এই “ষষ্ঠ” মহাপাতক । ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ :—

সংসর্গং ন হি কশ্চিদশ্য কুরুতে সম্ভাষ্যতে নাদরাৎ
সংপ্রাপ্তো গৃহমুৎসবেষু ধনিনাং সাবজ্জমালোক্যতে ।
দূরাদেব মহাজনশ্চ বিচরত্যল্লচ্ছদো লজ্জয়া
মন্ত্রে নিধনতা প্রকামমপরং ষষ্ঠং মহাপাতকম্ ॥

দরিদ্র জনেব সঙ্গ কেহ নাহি চায়,
আদর করিয়া কেহ না ডাকে তাহায় ।
উৎসবে ধনীর গৃহে করিলে গমন,
তুচ্ছ ভাবি তারে সবে করে দরশন ।
পরিয়া সামান্য বস্ত্র ধনীকে দেখিয়া
লজ্জায় ঘুরিতে থাকে বহু দূবে গিয়া ।
“পঞ্চ” মহাপাপ রয়,—শাস্ত্রে ইহা কয়,
“ষষ্ঠ” মহাপাপ কিন্তু দারিদ্র্য নিশ্চয় !

(৩)

যে ধনী জন অপরকে ধনদান বা স্বয়ং ধনভোগ করেন না, তাঁহার বহু কষ্টে
সঞ্চিত ধন পরিণামে অপরের ভোগ্য হয় । মধু-মক্ষিকার মধু-সঞ্চয়ের ছুঃখ জনক
পরিণাম দেখাইয়া কবি এই শ্লোকে ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন :—

দাতব্যং কৃতিভিধনং হি নধনে নো সঞ্চিতং সর্বদা
দানং শ্রীবলিকর্ণবিক্রমপতেঃ খ্যাতং পৃথিব্যাং পরম্ ।
আশ্চর্য্যং মধু দানভোগরহিতং নক্টং চিরাৎ সঞ্চিতং
নির্বৈদাদিতি পাণিপাদযুগলং ঘর্ষন্ত্যহো মক্ষিকাঃ ॥

ধন-হীনে ধন-দান কৃতীর উচিত,
চিরদীন নাহি রয় ধন সুসঞ্চিত !
কিবা বলি, কর্ণ, বিক্রমাদিত্য নৃপতি,
দান হেতু ইহাদের পৃথিবীতে খ্যাতি ।

(২)

পাইয়া কতই কষ্ট মক্ষিকা-নিচয়
 মধু টুকু রেখে দেয় করিয়া সঞ্চয় ।
 হাত তুলে কাহাকেও দিতে নাহি চায়,
 আপনিও পোড়া পেটে কিছুতে না খায় ।
 হায় রে মানুষ কিন্তু কিছুদিন পরে
 আগুন জালিয়া দিয়া মুখের উপরে
 মধু টুকু সমস্তই করে আহবণ,
 দানভোগ না করিলে ধন অকারণ !
 মনের দুঃখেতে তাই মক্ষিকা-নিচয়
 হাত পা ঘষিয়া থাকে পাইলে সময় !

(৪)

যে ব্যক্তির চিত্ত স্বভাবতঃ ক্ষুদ্র, তাহার সাংসারিক অবস্থা যতই উন্নত হউক,
 তথাপি সে তাহার ক্ষুদ্রত্ব পরিহার করিতে পারেনা। কবি এইরূপ ক্ষুদ্র-চিত্ত
 ব্যক্তিকে “ন” অক্ষের সহিত তুলনা করিয়া কহিতেছেন :—

স্বভাবেন হি যঃ ক্ষুদ্রো দ্ব্যাদিগুণান্নিতোহপি সঃ ।
 ন জহাতি নিজং ভাবং সংখ্যাক্ষে লাকৃতিৰ্যথা ॥

যাহার স্বভাব ছোট, ছোটই সে রয়,
 বাড়ুক যতই গুণ, তবু বড় নয় !
 অন্ধ-শাস্ত্রে যথা “নয়” ছোট হ’য়ে নিজে—
 বাড়ুক যতই গুণ—ধর্ম্যটী না ত্যজে ।
 “নয়”কে দ্বিগুণ করি “আঠার” পাইবে,
 কিন্তু এক-আট-যোগে ঠিক “নয়” হবে !
 “নয়” অষ্ট-গুণ হ’লে হয় বাহাদুর,
 সাত-দুই যোগে কিন্তু “নয়” নিরস্তুর ।
 “নয়” শত-গুণ হ’লে নয়শ ত হয়,
 কিন্তু “নয়” দুটি-শত-যোগে তাই রয় !

এইরূপে “নয়” অঙ্ক যতই বাড়িবে,
নিজে ক্ষুদ্র ব’লে ঠিক ক্ষুদ্রই রহিবে।
তাই বলি স্বভাবতঃ ক্ষুদ্রচিত্ত যারা,
অঙ্ক-শাস্ত্রে “নয়” সম চির-ক্ষুদ্র তারা !

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রত্যুত্তর :—

“সদা বক্রশ্চ” “সংসর্গঃ” “দাতব্যং কৃতিভির্ধনম্”
“স্বভাবেন” “চতুরত্নং” কাব্যকোবিদকণ্ঠগম্ ॥
“সদা” “সংসর্গঃ” “দাতব্যং” “স্বভাবেন” আর
“চতুরত্নং” -নাম-ধারী কবি-কণ্ঠ-হার !

পঞ্চরত্নম্ ।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রশ্ন .

কিং কেন ভুবনে ভাতি, কিম-সাধ্যং বিধেরপি ।
কিং ত্যাজ্যঞ্চ বুধৈ, রাজ্যাং প্রিয়ং কো ভেষজাতীতঃ ॥

এ সংসারে শোভা হয় কিসে বা কাহার ?
কি কার্য্য করিতে শক্তি নাই বিধাতার ?
কারে কারে জানী জন করেন বর্জন ?
— রাজ্য-অপেক্ষাও কিবা আদরের ধন ?
ঔষধ পরাস্ত হয় নিকটে কাহার ?
ক্রমশঃ উত্তর দাও করিয়া বিচার !

নবরত্নের মধ্যে পঞ্চ রত্নের ক্রমশঃ উত্তর :—

(১)

কোন বস্তুর সংযোগে কোন বস্তুর পরম শোভা হয়, তাহাই কবি
এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

নাগো ভাতি মদেন কং জলরুহৈঃ পূর্ণেন্দুনা শর্বরী
 শীলেন প্রমদা জবেন তুরগো নিত্যোৎসবৈর্মন্দিরম্ ।
 বাণী ব্যাকরণেন হংসমিথুনৈন'দ্যঃ সভা পণ্ডিতৈঃ
 সৎপুত্রৈঃ কুলং নৃপেণ বসুধা লোকত্রয়ং বিষ্ণুনা ॥

মদের ক্ষরণ হ'লে হস্তী শোভা পায়,
 জল শোভা পায় যদি পদ্ম ফুটে তায় ।
 রাত্রি শোভা পায় যদি পূর্ণ-চন্দ্রোদয়,
 নারী শোভা পায় যদি সচ্চরিত্রা হয় ।
 অশ্ব শোভা পায় যদি থাকে দ্রুত গতি,
 উৎসব থাকিলে নিত্য গৃহ শোভে অতি ।
 ব্যাকরণ জানিলেই বাক্য শোভা ধবে,
 নদী শোভা পায় যদি হংস-যুগ চরে ।
 পণ্ডিত থাকিলে তবে সভা শোভা পায়,
 বংশ শোভা পায় যদি সুপুত্র তথায় ।
 রাজা থাকিলেই শোভা রাজ্যের তখন,
 বিষ্ণুর-স্থিতিতে শোভা পায় ত্রিভুবন !

(২)

সমস্ত অপ্রীতিকর বিষয়কে বশে আনিবার জন্য ঈশ্বর এক একটি উপায় বিধান
 করিয়া রাখিয়াছেন ; কিন্তু দুই ব্যক্তির চিত্তকে বশে আনিবার জন্য তিনি কোনও
 প্রকার ব্যবস্থা করেন নাই । তাই কবি আক্ষেপ করিয়া কহিতেছেন :—

পোতো দুস্তরবারিরাশিতরণে দীপোহন্ধকারাগমে
 নির্ব্বাতে ব্যজনং মদাহ্নকরিণাং দর্পোপশান্তৌ স্মৃণিঃ ।
 ইথং তৎ ভুবি নাস্তি যন্ত বিধিনা নোপায়চিন্তা কৃত্য ।
 মন্যে দুর্জ্জনচিন্তবৃত্তিহরণে ধাতাহপি ভগ্নোদ্যমঃ ॥

ভরির হ'য়েছে সৃষ্টি সাগর তরিতে,
দীপের হ'য়েছে সৃষ্টি আধার হরিতে।
পাথার হ'য়েছে সৃষ্টি সমীর-সেবনে,
অকুশের সৃষ্টি হস্তি-দর্পের দমনে।
এ জগতে কোন কিছু কভু নাহি হেরি,
না রাখেন বিধি যার প্রতীকার করি;
কেবল ছুষ্ঠের মন বশে অনিবার
বুঝিলাম বিধাতার শক্তি নাই আর !

(৩)

এ সংসারে বুদ্ধিমান ব্যক্তির কি কি পরিতাজ্য, কোনও কবি এই শ্লোকে
এইরূপে তাহার নির্দেশ করিয়াছেন :—

বৈদ্যাং পানরতং নটং কুপঠিতং স্বাধ্যায়হীনং দ্বিজং
যোধং কাপুরুষং হয়ং গতরয়ং মূৰ্খং পরিত্রাজকম্ ।
রাজানঞ্চ কুমন্ত্রিভিঃ পরিত্রতং দেশঞ্চ সোপদ্রবং
ভার্য্যাং যৌবনগর্বিতাং পররতাং মুঞ্চন্তু শীঘ্রং বুধাঃ ॥

চিকিৎসক বটে, কিন্তু মদ্য-পানে রত ;
নট বটে, কিন্তু তার শিক্ষা নাহি তত ;
ব্রাহ্মন বটেন, কিন্তু নাহি বেদ-জ্ঞান ;
যোদ্ধা বটে, কিন্তু প্রাণে ভয় বিচক্ষমান ;
অশ্ব বটে, কিন্তু তার নাহি দ্রুত গতি ;
সন্নাসী বটেন, কিন্তু গম্ভীর অতি ;
ধাজা বটে, কিন্তু আছে কুমন্ত্রী লইয়া ;
দেশ বটে, কিন্তু আছে বিপদে ভরিয়া ;
ভার্য্যা বটে, কিন্তু দেখি নিজের যৌবন
পতিরে পণিয়া তুচ্ছ ভজে অশ্রু জন ;

এ সংসারে এই সব বড় ভয়ঙ্কর,
বর্জন করেন যেন বুঝিমান্ নর ।

(৪)

এ সংসারে কোন্ কোন্ বস্তু প্রার্থনীয় এবং কোন্ কোন্ বস্তু অপ্রার্থনীয়,
কবি এই শ্লোকে কৌশল-বহুকারে তাহারই নিরূপণ করিয়া দিতেছেন :—

ক্ষান্তিশ্চেৎ কবচেন কিং কিমরিভিঃ ক্রোড়োহস্তি চেদ্ দেহিনাং
অতিশ্চেদনেন কিং যদি সূহৃদ্ দিব্যৌষধৈঃ কিং ফলম্ ।
কিং সর্পৈর্বদি দুর্জয়ঃ কিমু ধনৈর্বিদ্যাশ্রবণা যদি
ব্রীড়া চেৎ কিমু ভূষটোঃ সূকবিভা বচস্তি রাজ্যেন কিম্ ॥

কবচে কি প্রয়োজন, অম! যদি রয় ?
ক্রোধ যদি রয়, অত শত্রুতে কি ভয় ?
জাতি যদি থাকে, তবে কি করে অনন ?
সূহৃদ্ রহিলে, দিব্য ঔষধে কি ফল ?
দুর্জয় রহিল যদি, সর্পে কিবা ভয় ?
সুবিদ্যা রহিল যদি ধন কিবা হয় ?
লজ্জা-গুণ থাকে যদি, কি করে ভূষণ ?
সূকবি রহিলে, রাজ্যে কিবা প্রয়োজন ?

(৫)

গ্নি, বৃষ্টি, রোদ্র, ব্যাধি, বিষ প্রভৃতি বাহ্যীয় দুর্জয় পদার্থের
প্রতীকার-জনক এক একট উপায় দৈনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু মূর্থ ব্যক্তির
প্রতীকার-জনক কোনরূপ উপায় দৈনিতে পাওয়া যায় না। ইহাই এই
শ্লোকে কবির আক্ষেপোক্তি :—

শক্যো বারয়িভুং জলেন হতভুঙ্ ছত্রেণ বর্ষাতপো
নাগেন্দ্রো নিশিতাস্থশেন সমদো দণ্ডেন গোগর্দভো ।

ব্যাধিবৈদ্যকভেষজৈবর্হবিধৈর্নদ্রপ্রয়োগৈর্বিষং
সর্বশৌষধমস্তি শাস্ত্রবিহিতং মূর্থশ্চ নাস্ত্যৌষধম্ ॥

জলের এভাবে হয় অগ্নির দগন,
ছত্র-যোগে রে. দ্র বৃষ্টি হয় নিবারণ ।
মত্ত হস্তী শাস্ত্র হয় অক্ষুণ্ণ মারিলে,
গো গর্দভ শাস্ত্র হয় দণ্ডাঘাত দিলে ।
বৈদ্যের ঔষধ গেলে রোগ দূরে যায়,
মদ্র-বলে বিষ ছুটে কোথায় পড়ায় ।
শাস্ত্র-মত প্রতীকার রয়েছে সবার,
কেবল মূর্খের নাহি কোন প্রতীকার !

ম. রাজ বিক্রমাদিত্যের প্রত্যুত্তর :—

নাগঃ” “পোত”স্তথা “বৈদ্যঃ” “ক্ষান্তিঃ” “শাক্যো” যথাক্রমম্ ।
“পঞ্চরত্ন”মিদং প্রোক্তং বিদুষামপি দুর্লভম্ ॥
“নাগ” “পোত” “বৈদ্য” “ক্ষান্তি” “শাক্য”,—শব্দ-চয়
পাঁচজী শ্লোকের অগ্রে যথাক্রমে হয়,
“পঞ্চরত্ন”—নাম তাই জিহাম এনে,
বিদ্বানেবো পক্ষে ইহা অদ্বৈত ধন !

ষড়্‌রত্নম্ ।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রশ্ন :—

কিং ন বশ্যং, ন নিস্তার্য্যঃ কঃ, কিং বিড়ম্বিতং ভুবি ।
কিং বা স্বর্গপথ, স্তাপয়ন্তি কে, কিং নৃণাং মৃতিঃ ॥

কে কে না করিতে চায় বশ্যতা স্বীকার ?
কোন জন কিছুতেই না পার নিস্তার ?

এ সংসারে কি কি রয় মহা বিড়ম্বন,
কি কি বস্তু স্বর্গপথ করে প্রদর্শন ?
কিসে হয় মনুষ্যের সন্তুষ্টি হৃদয় ?
মানবের পক্ষে কিবা মৃত্যুবৎ হয় ?

নবরত্নের মধ্যে ষড় রত্নের ক্রমশঃ উত্তর :—

(১)

শাস্ত্র, রাজা ও যুবতী রমণীকে বশীভূত ভাবিয়া কিছুতেই নিশ্চিত থাকা উচিত নহে। তাই কবি, ইহাদিগের উপরি বিশ্বাস সংস্থাপন কবিত্তে নিষেধ করিতেছেন :—

শাস্ত্রং সূচিন্তিতমপি প্রতিচিন্তনীয়ং
স্বারাধিতোহপি নৃপতিঃ পরিশঙ্কনীয়ঃ ।
অন্ধে স্থিতাহপি যুবতিঃ পরিরক্ষণীয়া
শাস্ত্রে নৃপে চ যুবতো কথমাত্মভাবঃ ॥

সূচিন্তা করিয়া শাস্ত্র পড়ে বুদ্ধিমান,
তবু তাব প্রতি চিন্তা পরম বিধান ।
বিধিমাতে উপাসনা ক'বেও রাজার
কিছুতে না যায় যেন আশঙ্কা তোমাব ।
যুবতী ভাৰ্য্যারে যদি রাখ কোলে ক'রে,
তবু না বিশ্বাস ক'রো তিনাক্ষের উরে ।
শাস্ত্র, রাজা, যুবতীকে বশে রাখা দায়,
এই সবে 'আপনার' বলা নাহি যায় !

(২)

এ সংসারে কোন্ কোন্ বিষয় অবশ্যস্বাবী, তাহাই কবি এই শ্লোকে নির্দেশ করিতেছেন :—

কোহর্থান্ প্রাপ্য ন গর্ষিতো বিষয়িণঃ কস্মাপদো নাগতাঃ
 স্ত্রোভিঃ কস্ম ন খণ্ডিতং ভুবি মনঃ কো নাম রাজ্ঞাং প্রিয়ঃ ।
 কঃ কালশ্চ ন গোচরান্তরগতঃ কোহর্থী গতো গৌরবং
 কো বা দুর্জ্জনবাপ্তুরানপতিতঃ ক্ষেমেণ যাতঃ পুমান্ ॥

গর্ষ নাহি বাড়ে কার ব'ড়ে যদি ধন ?
 নাহি আসে বিষয়ীর বিপদ কখন ?
 কোন্ স্ত্রী না ছিন্ন করে পুরুষের মন ?
 রাজার হ'য়েছে প্রিয় কোথা কোন্ জন ?
 যমেবে দিইয়া ফাঁকি কেবা পায় পার ?
 প্রার্থনা কবিত্তে গে'লে মান্ থাকে কার ?
 পড়িয়া ছুষ্ঠের ফাঁদে কে কোথা কখন
 করিয়াছে নিরাপদে বাহিরে গমন ?

(৩)

কোন ছয় জনের জীবন বিড়ম্বনা মাত্র, তাহাট এই শ্লোকে নিশ্চিত

৩২

মৃথো দ্বিজাতিঃ শ্ববিরো গৃহস্থঃ
 কামী দরিদ্রো ধনবাংস্তপস্বী ।
 বেষ্মা কুরূপা নৃপতিঃ কদর্যো (১)
 লোকে যড়েতানি বিড়ম্বিতানি ॥

(১) “কদর্য্য” একটি পরিভাষিত শব্দ । “কদর্য্য লোক” বলিলে কি বুঝায়,
 তাহা স্মৃতি-গ্রন্থের নিম্ন-লিখিত শ্লোকটী দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় —

“আত্মানং ধর্ম্মকৃত্যঞ্চ পুত্রদ্বাবাংশ্চ পীড়য়ন্ ।

যো লোভাৎ সন্ধিনোত্যর্থান্ স কদর্য্য ইতি স্মৃতঃ ॥ ইতি দেবমোক্তিঃ

(৩)

ব্রাহ্মণ বটেন, কিন্তু শাস্ত্র জ্ঞান-ধীন ;
 বয়সে প্রাচীন, কিন্তু গৃহে সমাগীন ;
 লক্ষ্যট বটেন, কিন্তু অর্থ নাই হাতে :
 সম্মাগী বটেন, কিন্তু বহু ধন তাতে ;
 বেঞ্জা বটে, কিন্তু দেহে রুগ নাহি ভাব ;
 বাক্সা বটে, কিন্তু ভাব কদর্যা অচার :
 সংসার ভিতবে হায় এই ভয় জন
 নিশ্চয় জানিও মনে বহা বিড়ম্বন !

(৪)

কোন কোন কার্য্য করিলে স্বর্গলাভ হয়, তাহাই এই শ্লোকে কথিত
 হইরাছে :—

দানং দরিদ্রস্য বিভোঃ ক্ষমিত্বং
 যূনস্তপো জ্ঞানবতশ্চ মৌনম্ ।
 স্নাত্বপ্রবৃত্তিশ্চ সুখান্বিতস্য
 দয়া কাটারস্য দিবং নয়ন্তি ॥

অর্থ-দান কবে যদি দরিদ্র কখন,
 প্রভু যদি হন সদা ক্ষমা-পরায়ণ,
 বুঝা যদি ঈশ্বরের উপাসনা কবে,
 জ্ঞানী জন মুখে যদি সদা মৌন ধরে,
 সুখী যদি সুখ ভোগে যথ নাহি রয়,
 কঠিন-প্রাণের প্রাণে দয়া যদি হয়,

যে ব্রাহ্মা ধর্ম্মকার্য্যে বিসর্জন দিয়া এবং স্ত্রী, পুত্র ও আপনাকে বঞ্চিত করিয়া
 লোভবশতঃ অর্থ সঞ্চয় করে, তাহাকেই “কদর্যা নৃপতি” কহে :—

“কুৎসিতোহর্য্যঃ পতিঃ কোঃ কং”

ইতি অমরটীকায়াং মহেশ্বরঃ ।

তা হ'লেই অনায়াসে সেই সব জন
মহাস্থখে স্বর্গধামে করয়ে গমন !

(৫)

কুমন্ত্রীব দুর্নীতি, কুপথ্য-ভোগীর দুর্জয় রোগ, ধনবানের অহঙ্কার, দেহীর
মৃত্যু ও বিষয়ী লোকের অনুতাপ অবশ্যস্বাবী । ইহাই এই শ্লোকে কবির
বক্তব্য বিষয় :—

দুর্মন্ত্রিণং কমুপযান্তি ন নীতিদোষঃ
সন্তাপয়ন্তি কমপথ্যভুজং ন রোগাঃ ।
কং ক্রীর্ন দর্পয়তি কং ন নিহন্তি মৃত্যুঃ
কং স্বীকৃতা ন বিষয়া ননু তাপয়ন্তি ॥

দুষ্ট-মন্ত্রি-যুত হেন কোন্ জন রয়,
দুর্নীতি দাহার কাছে না লয় আশ্রয় ?
রোগ-ভোগ নাহি করে কে কোথা কখন,
কুপথ্য করিতে যার সদা যায় মন ?
দর্প নাহি হয় কার হয় যদি ধন ?
যম পারে ভুলে যায় করিতে নধন ?
বিষয়-আসক্তি ছায় মন নাহি কার
অনুতাপানলে দগ্ধ করে অনিবার ?

(৬)

লোভই বিষম দোষ, খলতাই বিষম পাপ, সৌজন্যই পরম গুণ, নিজ
মাহাত্ম্যই শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার, সত্যই পরম তপস্বী, নিষ্পন্ন চিত্তই পরম তীর্থ,
সুবিদ্যাই পবন ধন এবং অখ্যাতিই ষথার্থ মরণ । ইহাই এই শ্লোকে কথিত
হইয়াছে :—

লোভশ্চৈদগুণেন কিং পিশুনতা যদ্যন্তি কিং পাতকৈঃ
সৌজন্যং যদি কিং গুণৈঃ স্বমহিমা যদ্যন্তি কিং মণ্ডনৈঃ ।

সত্যং চেৎ তপসা চ কিং শুচি মনো যদ্যন্তি তীর্থেন কিং
সদ্ধি দ্যা যদি কিং ধনৈরপযশো যদ্যন্তি কিং মৃত্যুনা ॥

লোভ হ'তে, অথ দোষ কি রহে সংসারে ?
খলতা হইতে পাপ কি থাকিতে পাবে ?
সুজনতা থাকে যদি, কিবা অথ গুণে ?
থাকিলে মাতাঙ্গ্য নিজ, কি কাজ ভূষণে ?
তপ-রূপে কিবা ফল, সত্য যার বল ?
মন যাব শুচি, তার তীর্থে কিবা যঃ ?
সুবিদ্যা রহিল যদি, কিবা ত্য ধনে ?
অপযশ থাকে যদি ক্ষতি কি মরণে ?

মহারাজ বিক্রমাদিত্যে প্রত্যুত্তর :—

“শাস্ত্রং” “কোহর্থান্” তথা “মূর্খো” “দানং” “দুর্মন্ত্রিণঃ” তথা ।
“লোভশ্চ” দিতি “ষড়্ভুগু” পণ্ডিতানাং পরং প্রিয়ম্ ॥

“শাস্ত্র” “কোহর্থ” “মূর্খ” “দান” “দুর্মন্ত্রী” ও “লোভ”
“ষড়্ভুগু” নষ্ট কবে পণ্ডিতের ক্ষোভ !

সপ্তরত্নম্ ।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যে প্রশ্ন :—

কঃ প্রণাম্যো, বুধৈস্ত্যাজ্যো, দেশো গর্হ্যো, জনঃ প্রিয়ঃ
পুংসোবনং কদাইসারং, কল্পরক্ষশ্চ জীবনম্ ॥

পরম প্রণাম্য কোন্ নরের চরণ ?

কিন কবেন কারে সুপণ্ডিত জন ?

কোন দেশে নমস্কার করিয়া ত্যজিবে ?
সংসারে পরম প্রিয় কেবা হয় কবে ?
কিসে হয় পুরুষের অসার যৌবন ?
প্রয়োজন নাই কল্প-রূক্ষেণ্ড বধন ?
জীবনেও প্রয়োজন নাহি রয় কার ?
বিশেষ বিচারি দাও উত্তর ইহার !

‘সপ্তরত্নের মধ্যে সপ্ত রত্নের ক্রমঃ উক্তব :—

(১)

কি কি গুণ থাকিলে মনুষ্য নমস্ত হন, কবি এই শ্লোকে তাহারই নির্ণয়
করিতেছেন :—

বাঞ্ছা সজ্জনসঙ্গমে পরগুণে প্রীতিগুরৌ নত্বত।
বিদ্যায়াং ব্যসনাং স্ববোধিতি রতিলোকাপবাদাদ্ ভয়ম্ ।
ভক্তিশ্চক্রিণি শক্তিরাত্মদমনে সংসর্গমুক্তিঃ খলে
এতে যেষু বসন্তি নিম্নলিখ্যাস্তেভ্যো নরেভ্যো নমঃ ॥

বাঞ্ছা নরেন্ বিনি সাধু-সহবাস,
দেখিয়া পনের গুণ যাঁহার উল্লাস,
গুরু-জন প্রতি বিনি নম্র ভাবে রনু,
বিদ্যা-লাভ হেতু যাঁর বিশেষ যতন,
নিজের ভার্য্যার প্রতি প্রীতি যাঁর রয়,
পাছে লোক নিন্দা করে, এই যাঁর ভয়,
হরির চরণে সদা থাকে যাঁর মন,
নিজের দমনে শক্তি ধরেন যে জন,
ত্যাগিতে খলিব সঙ্গ সদা চেষ্টা ধার,
সেই সব মহাত্মার পদে নমস্কার !

(২)

কোন্ কোন্ মনুষ্য ও কোন্ কোন্ বস্তু ত্যাগ করা বুদ্ধিমান্ লোকের
কর্তব্য, তাহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

রাজা ধর্মবিনা দ্বিজঃ শুচিবিনা জ্ঞানঃ বিনা যোগিনঃ
কান্তা সত্যবিনা হয়ো গতিবিনা ভূষা চ জ্যোতির্বিনা ।
যোদ্ধা শৌর্যবিনা তপো ব্রতবিনা ছন্দো বিনা গায়নো
ভ্রাতা স্নেহবিনা নরো হরিবিনা মুঞ্চন্তু শীঘ্রং বুধাঃ ॥

রাজা বটে, কিন্তু তার ধর্মে নাহি রুচি !
জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু সর্বদা অশুচি !
শাস্ত্র-জ্ঞান নাহি কিছু, তথাপি সন্ন্যাসী !
ভার্য্যা বটে, কিন্তু কভু নহে সত্যভাষী !
অশ্ব বটে, কিন্তু তার নাহি দ্রুত গতি !
অলঙ্কার বটে, কিন্তু নাহি তার জ্যোতি !
যোদ্ধা বটে, কিন্তু তার নাহি শৌর্য-ধন !
তপ জপ করে, কিন্তু নাহি তায় মন !
গান গায়, কিন্তু ছন্দে দৃষ্টি নাহি হয় !
সহোদর, কিন্তু তার স্নেহ নাহি রয় !
নর বটে, কিন্তু নাহি হরি-গুণ-গান !
এ সবারে ত্যজে যেন শীঘ্র বুদ্ধিমান্ !

(৫)

‘যে দেশে গুণের অনাদর ও অগুণের সমাদর হইয়া থাকে, তাহার মত
হতভাগ্য দেশ আর নাই !’ এই কবি এই শ্লোকে আক্ষেপ-সহকারে
কহিতেছেন :—

ছেদশচন্দনচুতচম্পকবনে রক্ষা চ শাখোটিকে
হিংসা হংসময়ূরকোকিলকুলে কাকেষু বহ্বাদরঃ ।
মাতঙ্গেন থরক্রয়ঃ সমতুলা কপূরকার্পাসয়ো
রেষা যত্র বিচারণা গুণিগণে দেশায় তস্মৈ নমঃ ॥

ছেদন করিয়া আশ্র চম্পক চন্দন
শ্রাওতা গাছেরে রাখে করিয়া যতন ;
ময়ূব কোকিল আর হংস বধ করি
কাকের আদর করি রেখে দেয় ধরি :
হস্তীব বদলে করে গর্দভ গ্রহণ ;
কপূর-কার্পাসে ভেদ না দেখে কখন ;
যে দেশে গুণীর প্রতি হেন অবিচার !
সে দেশের ত্রিচরণে লক্ষ নমস্কার !!!

(৪)

এসংসারে কেহই কাহারও স্বভাবতঃ প্রিয় নহে । স্বার্থ-সাধনের উদ্দেশেই
লোকে লোকের প্রিয় হইয়া থাকে । নানাবিধ দৃষ্টান্ত দিয়া কবি ইহাই এই শ্লোকে
সপ্রমাণ করিতেছেন :—

বৃক্ষং ক্ষীণফলং ত্যজন্তি বিহগাঃ শুষ্কং সরঃ সারসাঃ
পুষ্পং পৰ্য্যুষিতং ত্যজন্তি মধুপা দগ্ধং বনাস্তং মৃগাঃ ।
নির্দ্রব্যং পুরুষং ত্যজান্ত গাংগকা ভ্রষ্টশ্রিয়ং মন্ত্ৰিণঃ
সর্বঃ কার্য্যবশাৎ জনোহভিরমতে কস্ত্যাস্তি কো বল্লভঃ ॥

বৃক্ষ ছেঁড়ে যায় পক্ষী না রহিলে ফল :
সারস সরসী চাড়ে না থাকিলে জল ;
ভৃঙ্গ পুষ্প ছাড়ে, যদি মধু নাহি পায় ;
দগ্ধ বন ছেড়ে মৃগ দূরে চলে যায় ;

যেথা ছাড়ে লম্পটেরে না পাইলে ধন ;
 রাজ্য-শূন্য হ'লে রাজা ছাড়ে মন্ত্রিগণ ;
 সবাই সবার বন্ধু স্বার্থ-বশে হয়;
 স্বার্থ ফুসাইলে হায় কেহ কারো নয় !!

(৫)

কিরূপ স্থলে ধন, পরিচর্যা, নারী-সন্তোষ ও কৌশল বিফল হয়, তাহাই
 এই শ্লোকে কবির নির্ণয় বিষয় :—

বিভেন কিং বিতরণং যদি নাস্তি দীনে
 কিং সেবয়া যদি পরোপকৃতৌ ন যত্নঃ ।
 কিং সঙ্গমেন তনয়ো যদি নেক্ষণীয়ঃ ।
 কিং যৌবনেন বিরহো যদি বল্লভায়াঃ ॥

দান যদি নাহি করে, কিং ফল ধনে ?
 ভিত যদি নাহি কবে, কি ফল সেবনে ?
 না হ'লে স্তম্ভর পুল, কি ফল রমণে ?
 প্রিয়ার বিচ্ছেদ হ'লে, কি ফল যৌবনে ?

(৬)

কিরূপ স্থলে স্বর্গ, বেশ-ভূষা, চন্দ্র-কিরণ ও কল্লবৃক্ষ আদরের বস্তু হইলেও
 তাহা অনাদরনীয়, এবং কিরূপ স্থলে মৃত্যু ও যুগা অনাদরের বস্তু হইলেও তাহা
 আদরনীয় বলিয়া বোধ হয়, তাহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

স্বর্গঃ কিং যদি বল্লভা নিজবধুঃ কিং বা বিভূষাবিধি-
 লাবণ্যং যদি কিং সুধাকরকরৈঃ শৃঙ্গারগভা গিরঃ ।
 মৃত্যুঃ কিং যদি দুর্জনে বসতিঃ কিং ধিগ্ যদি প্রার্থনা
 প্রাপ্তেষ্ঠঃ করিক্তেনো যদি ভবেৎ কিং কল্লভুমীরুহৈঃ ॥

নিজের পত্নীর প্রতি প্রেম রর বার,
 কোথায় বা লাগে বল স্বর্গ-স্থল তার ?
 শরীরে রহিল যদি লাভণ্য রতন,
 পরিচ্ছদ-অঙ্গকারে কিবা প্রয়োজন ?
 শৃঙ্গারের কথা ল'য়ে মুগ্ধ যেই জন,
 কোথা লাগে তার কাছে চক্রে কিরণ ?
 দুর্জনের সহবাসে যেই জন রয়,
 মৃত্যু কি তাহার কাছে অতি দুচ্ছ নয় ?
 হীনতা স্বীকার করি প্রার্থনা যে করে,
 আর কি স্থণার বস্তু তার এ সংসারে ?
 অতীষ্ট সাধিয়া ইন্দ্র হয় যেই জন,
 কল্প-বৃক্ষে বল তাব কিবা প্রয়োজন ?

(৭)

কোনু কোনু স্থলে ধন, দেহ বল, শাস্ত্র-জ্ঞান ও আত্মা ঘনিত বলিয়া গণ্য
 হয়, তাহাই এই শ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে :—

ধনেন কিং যো ন দদাতি যাচকে
 বলেন কিং যন্ত রিগুং ন বাধতে ।
 শ্রুতেন কিং যো ন চ ধর্মমাচরেৎ
 কিমাত্মনা যো ন জিতেন্দ্রিয়ো ভবেৎ ॥

ধন-দান নাহি করে ভিক্ষুরে যে জন,
 বল, তার ধনে কিবা আছে প্রয়োজন ?
 শত্রু-নাশ করিবার বল নাই ধার,
 বল, তার বলে কিবা হবে উপকার ?
 বেদোচিত ধর্ম কার্যে নাহি যার মতি,
 বল, তার বেদ পড়ি কি হইবে গতি ?

যে জন না করিয়াছে ইন্দ্রিয় দমন,
কল, তার আত্মা ল'য়ে কিবা প্রয়োজন ?

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রত্যুত্তর :—

“বাঞ্ছা” “রাজা” তথা “ছেদো” “বৃক্ষং” “বিত্তেন কিং” তথা ।
“স্বর্গো” “ধনেন” কিং জেয়ং “সপ্তরত্নং” সুধীপ্রিয়ম্ ॥

“বাঞ্ছা” “রাজা” “ছেদ” “বৃক্ষ” “বিত্ত” “স্বর্গ” “ধন” :—

“সপ্তরত্ন” প্রিয় তার সুধী যেই জন !

অষ্টরত্নম্ ।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রশ্ন :—

কিং সুখং, কো দূরগ্রাহী, লক্ষ্মীশূন্যশ্চ, কস্ম্য কিম্ ।
নির্ভয়ং কিং, জড়ো ধাতা কথং, শল্যমসীম কিম্ ॥

কি কি সুখকর বস্তু রহে এ সংসারে ?
হাত বাড়াইয়া দূর হ'তে কেবা ধরে ?
কাহারে ছাড়িয়া লক্ষ্মী বহু দূরে যান ?
কোন্ বলবৎ কস্ম্য সবারি প্রধান ?
হেন বস্তু কিবা রয় নাহি যাহে ভয় ?
বিধাতার মূর্ত্ততার কিসে পরিচয় ?
হৃদয়ের শেল সম কি আছে সদাই ?
হেন বস্তু কিবা রয় সীমা যার নাই ?

লক্ষরত্নের মধ্যে অষ্ট রত্নের ক্রমশঃ উত্তর :—

(১)

“ধনাগম, নীরোগতা, প্রিয়ভাবিনী ও প্রিয়তমা ভাৰ্যা, বশীভূত পুত্র এবং অর্থ-
করী বিত্তা ইহলোকে পরম সুখের বস্তু । ইহাই এই লোকে কথিত হইয়াছে :—

অর্থাগমো নিত্যমরোগিতা চ
প্রিয়া চ ভার্যা প্রিয়বাদিনী চ ।
বশ্যশ্চ পুত্রোহর্থকরী চ বিদ্যা
ষড়্ জীবলোকেষু সুখানি রাজনু ॥

প্রতিদিন গৃহমধ্যে সমাগত ধন,
রোগ-শোক-পরিশূন্য দেহ আর মন,
ভার্যা প্রিয়তমা, ভার্যা মধুবভাবিনী,
বশীভূত পুত্র, বিদ্যা অর্থ-প্রদায়িনী,—
এ ছটী দুর্লভ ধন, শুন মহারাজ!—
সংসারে সুখেরি তরে করয়ে বিরাজ !

(২)

যে প্রাণী যত দূর-পথেই থাকুক, আর যত উত্তম বা অধমই হউক, সে
কিছুতেই যমের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় না । ইহাই এই শ্লোকে কবির
অভিপ্রেত বিষয় :—

ব্যোমৈকান্তবিহারিণোহপি বিহগাঃ সংপ্রাপ্ত্ব বন্ত্যাপদং
বধ্যন্তে নিপুণৈরগাধসলিলাং মৎস্তাঃ সমুদ্রাদপি ।
দুর্নীতং কিমিহাস্তি কিং সূচরিতং কঃ স্থানলাভে গুণঃ
কালো হি ব্যসনপ্রসারিতকরো গৃহ্নাতি দূরাদপি ॥

আকাশের প্রান্ত-ভাগে উড়িয়া বেড়ায়,
তবু দেখে পক্ষি-গণ ধরা পড়ে যায় ।
ঘুরিয়া বেড়ায় মৎস্ত গভীর সাগরে,
তথাপি সে ধরা পড়ে ধীবরের করে ।
সুনীতি দুর্নীতি কিবা স্থান-গুণ আর
কিছুই কালের হাতে না পায় নিস্তার ।

যতই দূরেতে যাও, ওহে জীব-গণ !

হাত বাড়াইয়া কাল করে আকর্ষণ !

(৩)

ইঞ্জের মত পরম ঐশ্বর্যশালী দেবতাও কি কি কাজ করিলে লক্ষী ছাড়া
হইয়া যান, কবি এই শ্লোকে তাহাই নিরূপণ করিতেছেন :—

নিত্যং ছেদস্তূণানাং ক্ষিতিনখলিখনং পাদয়োঃ পূজা

দস্তানামল্লশৌচং বদনমলিনতা রুক্ষতা মুর্দ্ধজানান্ ।

দ্বৈ সঙ্কেচাপি নিদ্রা বিবসনশয়নং গ্রাসহাসাতিরেকঃ

স্বাস্ত্রে পীঠে চ বাঢ়্যং হরতি ধনপতেঃ কেশবস্ত্যাপি লক্ষ্মীম্ ॥

হাতে পাইরেই তুণ ফেলিবে ছিঁড়িয়া,

মাটির উপরে বুথা লেখে নখ দিয়া,

পা'ছুটাব সব ঠাই জল নাহি পাই,

দাঁতগুলো মাজে, কিঙ্ক মল-গন্ধ তার,

মুখখানা ছাতা-ধরা ময়লা লাগিয়া,

চুলগুলো রুক্ষ থাকে তেল না পাইয়া,

তুই সঙ্কেচাপি নিদ্রা বার হ'য়ে অচেতন,

উজঙ্গ হইয়া করে শব্যাস শয়ন,

উপর সর্বদা, সদা উচ্চ হাসি মুখে,

নিজাসে আসনে পুনঃ বাস্তব করে মুখে,

স্বয়ং কুবের, কিংবা দেব নারায়ণ ,

এ সব বিষয়ে যদি সদা স্তব্ধ রহ্ন,

তা হ'লে তাঁদেরো প্রতি প্রীতি না রাখিয়া

লক্ষী-দেবী চ'লে যান বিরক্ত হইয়া !

(৪)

যে কর্মের কঠোর শাসনের অমুর্খতা হইয়া স্বয়ং ব্রহ্মাকেও কুস্তকারো ভায়
ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড-নির্মাণে সর্বদাই নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছে ; যে কর্মের অপ্রাকৃত

প্রতিবে স্বয়ং বিষ্ণুকেও দশবার দশমূর্তি ধারণ করিয়া অশেষ যত্নে ভোগ
কারিতে হইয়াছিল, যে কন্ঠের অনিবার্য্য নিয়মে স্বয়ং মহেশ্বরকেও নর-কপাল
হস্তে লইয়া ঘারে ঘাবে ভিক্ষা করিতে হয় ; যে কন্ঠের চর্য্য আদেশে স্বয়ং
সূর্য্যদেবকেও প্রত্যহ আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রবল
বেগে প্রধাবিত হইতে হয়, সেই অনিবার্য্য কন্ঠের অনন্ত শক্তির প্রাধাত্য
কীর্ত্তন করাই এই শ্লোকে কবির উদ্দেশ্য :—

ব্রহ্মা যেন কুলালবন্নিয়মিতো ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরে
বিষ্ণুর্যেন দশাবতারগহনে ন্যস্তো মহাসংকটে ।
রুদ্রো যেন কপালপাণিপুটকে ভিক্ষাটনং কারিতঃ
সূর্য্যো ধাবতি নিত্যমেব গগনে তস্মৈ নমঃ কন্ঠগে ॥

যাঁহার আজ্ঞায় ব্রহ্মা কুস্তকার মত
গঠিতে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড আছেন ব্যাপ্ত,
যাঁর বশে দশ বার দশ রূপ ধরি
কত শত কষ্ট সহ করিলেন হরি ;
যাঁর বশে মহেশ্বর ভিক্ষার লাগিয়া
ঘারে ঘাবে ঘুরে নর-কপাল লইয়া ;
যাঁর বশে শূন্যে সূর্য্য ঘুরে অবিরাম,
সেই কন্ঠে করি আমি অসংখ্য প্রণাম !

(৫)

এই সংসারে সমস্ত বিষয়েই ভয় আছে, কিন্তু কেবল বৈরাগ্যে ভয় নাই ॥
ইহাই এই শ্লোকের বক্তব্য বিষয় :—

ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিতে নৃপালাস্ত্রয়ং
মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে তরুণ্য ভয়ম্ ।
শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্ ভয়ং
সর্ব্বং বস্তু ভয়াশ্রিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্ ॥

ভোগে রোগ-ভয়, কুলে ছুঁ'ামের ভয়,
 ধনে রাজভয়, মানে দৈত্য-ভয় হয় ;
 বলৈ শত্রু-ভয়, রূপে যুবতীর ভয়,
 শাস্ত্রে বাদি-ভয়, গুণে ধন-ভয় রয় ;
 দেহে যম-ভয় কিবা ভয় ছাড়া নয় ?
 সংসারে কেবল এক বৈরাগ্যে অভয় !

(৬)

চন্দ্রের কলঙ্ক, পদ্মনালের কণ্টক, যুবতীর কুচ-নয়না, কেশ-পাশর শুক্লতা
 সমুদ্র-জলের অপেক্ষতা, পণ্ডিতের নিধনতা ও বৃদ্ধকালে ধনসঞ্চয়ে সাবধানতা
 দেখিয়া বিধাতার মিবুদ্ধিতা লক্ষিত হয়। ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ :—

শশিনি ধলু কলঙ্কঃ কণ্টকঃ পদ্মনালে
 যুবতীকুচনিপাতঃ পক্কতা কেশজালে ।
 জলধিজলমপেক্ষং পণ্ডিতে নিধনত্বং
 বয়সি ধনবিবেকো নির্বিবেকো বিধাতা ॥

চন্দ্রের শরীরে কত কলঙ্কের লেখা,
 পদ্ম নালে রহে কত কণ্টকের রেখা,
 যুবতীর পয়োধর অধোমুখ হয়,
 চুলগুলি পাকে,—আর কাল নাহি রয়,
 জলধির লোণা জল মুখে নাহি সয়,
 পণ্ডিত পেটের লাগি প্রাণে ম'রে রয়,
 বৃদ্ধ-কাল অর্থ হেতু হয় সাবধান,
 ধরে বিধি ! তোর চে'য়ে কে আর অক্লান্ত !

(৭)

কোন কোন সাতটি পদার্থ হরয়ের শূল-স্বরূপ, তাহাই কবি এই শ্লোকে
 নির্ণয় করিতেছেন :—

শশী দিবসধূসরো গলিতযৌবনা কামিনী
সরো বগতবারিজং মুখমনক্ষরং স্বাকৃতেঃ ।
প্রভুধনপরায়ণঃ সততদুর্গতঃ সজ্জনো
নৃপাঙ্গগতঃ খলো মনসি সপ্ত শল্যানি মে ॥

দিবসে চন্দের হয় ধূসর বরণ ;
নারীর না থাকে রূপ যাইলে যৌবন ;
পদ্ম যদি শুকাইয়া যায় সরোবরে,
সরোবর তত শোভা নাহি আর ধরে ;
অতি অপুরুষ জন স্বভাব-সুন্দর,
কিন্তু মুখ খানি তার রহে নিরক্ষর ;
রক্ষা-কর্তা প্রভু হনু ধন-পরায়ণ,
সুজন বটেন কিন্তু পরম নিধন,
খল জন করে বাস রাজার ভবনে,
এই সাত শেল সম বোধ হয় মনে !

(৮)

এ জগতে সকলেই আশার মোহিনী মায়ায় সমাচ্ছন্ন । পরম নিঃস্ব ব্যক্তি
হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর পর্যন্ত সকলেই দুর্জয় আশার বশবর্তী । ইহাই এই
শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

নিঃস্বোহপ্যেকশতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপো
লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিচ্চক্রেণতাং কাঙ্ক্ষতি ।
চক্রেণঃ সুররাজতাং সুরপতি ব্রহ্মাস্পদং বাঞ্ছতি
ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং হরিঃ শিবপদং তৃষ্ণারধিং কো গতঃ ॥

শত মুদ্রা ইচ্ছা করে যে জন নিধন,
পে'লেও শতেক মুদ্রা সহস্রে মনন !

সহস্র পে'লেও হ'তে চায় লক্ষ-পতি,
 লক্ষ-পতি চায় পুনঃ হইতে ভূপতি !
 ভূপতিও ইচ্ছা ! করে হই চক্রেখর,
 চক্রেখর ইচ্ছা করে হই পুরন্দর !
 পুরন্দর ব্রহ্ম-পদ ব্রহ্মা বিষ্ণু-পদ,
 বিষ্ণুও বাসনা করে শিবের সম্পদ !
 ষত চায়, তত পায়, তবু ইচ্ছা করে,
 হায় রে দুরাশা ! তোর পেট নাহি ভরে !

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রত্যুত্তর :—

“অর্থো” “ব্যোম” তথা “নিত্যং” “ব্রহ্মা” “ভোগে” “শশিন্য”পি ।
 “শশী” “নিঃস্ব”শ্চ বিজ্ঞেয় “মঘটরত্নং” সুখাস্পদম্ ॥

“অর্থ” “ব্যোম” “নিত্য” “ব্রহ্মা” “ভোগে” “শশী” “শশী”
 “নিঃস্ব” —“অষ্টরত্ন” সুখ-প্রদ দিবানিশি

নবরত্নম্ ।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রশ্ন :—

কো বশ্যঃ কেন, কঃ কষ্টী, ভূষণং কিং, নৃপে গুণাঃ ।
 হতং, বিড়ম্বিতং, কিঞ্চ বলং, হাশ্র্যং, নৃপো হি কঃ ॥

কিসে কেবা বশীভূত রহে অবিরাম ?
 ভিন্ন ভিন্ন দুষ্কৃতির কিসে পরিণাম ?
 কিসে কার হয় অতি রম্য অলঙ্কার ?
 কি কি মহাগুণ থাকা উচিত রাজার ?
 কোন্ দোষে কোন্ গুণ নষ্ট হ'য়ে যায় ?
 কি কি মহা বিড়ম্বন রহে বা ধরায় ?

কিসে বা কাহার বল রহে অক্ষয়
পৃথিবীতে হাশাস্পদ কোন্ কোন্ জন
কিরূপ নৃপতি সুখী চিরদিন ধরি ?
ক্রমশঃ উত্তর দাও বিশেষ বিচারি !

নবরত্নের মধ্যে এক এক রত্নের ক্রমশঃ উত্তর :

(১)

এই পৃথিবীতে কাহাকে কি উপায়ে বশীভূত রাখিতে পারা যায়,
কবি এই প্রোক্ষে তাহাই কহিতেছেন :—

মিত্রং স্বচ্ছতর্য্যাপি পুং নয়বলৈলু'কং ধনৈরীশ্বরং
কার্য্যেণ দ্বিজমাদরেণ যুবতিং প্রেম্না শঠৈর্বাশ্রবান্ ।
অত্যাশ্রং স্তুতিভিগু'রুং প্রণতিভিমু'খং কথাভিবু'ধং
বিদ্রাভী রসিকং রসেন সকলং শীলেন কুৰ্য্যাদ বশম্ ॥

মিত্রকে করিবে বশ সাধু আচরিয়া,
শত্রুকে করিবে বশ নীতি-বল দিয়া
লোভীকে করিবে বশ ধন-বিতরণে,
প্রভুকে করিবে বশ কার্য্য-সমাপনে,
সম্মানে করিবে বশ যতক ব্রাহ্মণ,
প্রণয়ে করিবে বশ যুব-নারী-জন,
মনের সংশমে রে'খো বশে বন্ধু-গণে,
স্তব করি বশে রে'খো অতি ক্রুদ্ধ জনে,
গুরুকে রাখিবে বশে সদা নত হ'য়ে,
মুখকে রাখিবে বশে মিষ্ট কথা ক'য়ে,
পণ্ডিতেরে রে'খো বশে শাস্ত্র-আলাপনে,
রসিকেরে রে'খো বশে রসের কথনে,
অশ্রু'সবে বশে রে'খো করি শিষ্টাচার,
তা হ'লে সবাই বশে থাকিবে তোমার !

(২)

এ সংসারে কিরূপ লোকের কিরূপ দুর্গতি হয়, তাহাই কবি এই শ্লোকে নির্দেশ করিতেছেন :—

অর্থী লাঘবমুচ্ছি তো নিপতনং কামাতুরো লাঞ্ছনং
লুক্কোহকীর্তিমসঙ্গরঃ পরিভবং দুষ্কোহন্যদোষে রতিম্ ।
নিঃস্বো বঞ্চনমুন্মনা বিকলতাং দোষাকুলঃ সংশয়ং
দুর্বাগপ্রিয়তাং দুরোদরবশঃ প্রাপ্নোতি কষ্টং মুহুঃ ॥

প্রার্থনা করিলে লোক লঘু হ'য়ে রয় ;
অতি বাড় বাড়িলেই পড়িবে নিশ্চয় ;
লম্পট হইলে লোক, লাঞ্ছনা তাহার ;
জন'াম রটিবে তার, লোভ রহে যার ;
বুদ্ধ নাহি জানে যেই, তার পরাজয় ;
দেখিলে পরের দোষ, ছুঁই সুখী রয় ;
বঞ্চনা তাহার নিত্য, অর্থ নাই যার ,
অস্থির যাহার চিত্ত, বৈকল্য তাহার ;
দোষ করিলেই মনে সদাই সন্দেহ ;
দুর্ভাক্য কহিলে, নাহি ভালবাস কেহ ;
পাশা খেলা ল'য়ে যেই মত্ত অমুক্ষণ,
অনন্ত দুঃখের ভাগী হয় সেই জন !

(৩)

কোন বস্তু কাহার অঙ্গকার-স্বরূপ, তাহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

নীতিভূমিভুজাং নতিগুণবতাং হ্রীরঙ্গনানাং রতি-
দম্পত্যোঃ শিশবো গৃহস্ত কবিতা বুদ্ধেঃ প্রসাদো গিরাম্ ।
লাবণ্যং বপুষঃ শ্রুতং সুমনসঃ শান্তির্দ্বিজস্য ক্রমা
শক্তস্য দ্রবিণং গৃহাশ্রমবতাং সত্যং সত্যং মণ্ডনম্ ॥

রাজা শোভা পায়, যদি থাকে তার নীতি ;
 গুণী জন শোভা পায় থাকিলে বিনতি ;
 নারী শোভা পায়, যদি থাকে লজ্জা-ভয় ;
 স্ত্রী-পুরুষ শোভা পায় প্রেম যদি রয় ;
 গৃহ শোভা পায়, যদি শিশু থাকে তার ;
 কবিতা লিখিলে তবে বুদ্ধি শোভা পায় ;
 বাক্য যদি মিষ্ট হয়, তবে শোভা করে ;
 কান্তি যদি থাকে, তবে দেহ শোভা ধরে ;
 শাস্ত্র-জ্ঞানে শোভে সদা পণ্ডিতের মন ;
 শাস্তি-গুণ থাকিলেই শোভে দ্বিজ-গণ ;
 শত্রু শোভা পায়, যদি ক্ষমা রহে তার ;
 সে গৃহস্থ শোভা পায়, অর্থ রহে মার ;
 সাধু শোভে, যদি সত্য থাকে নিরন্তর ;
 মার যাহা, তার তাহা হ'লে মনোহর !

(৪)

কোনু কোনু কার্যে লক্ষ্য রাখা রাজার কর্তব্য তাহাই এইশ্লোকে নিরূপিত
 হইরাছে

ধর্মঃ প্রাগেব চিন্ত্যঃ সচিবগতিমতী ভাবনীয়ে সदैব
 জ্ঞেয়া লোকানুরূপ্তির্বরচরনয়নৈর্মণ্ডলং বীক্ষণীয়ম্ ।
 প্রচ্ছাভ্যো রাগরোধো মূঢ়পুরুষগুণো যোজনীযৌ চ কালে
 স্বাত্মা যত্নেন রক্ষ্যেয়া রণশিরসি পুনঃ সোহপি নাপেক্ষণীয়ঃ ॥

প্রথমতঃ-ধর্ম-চিন্তা নিশ্চয় করিবে,
 অমাত্যের মতি গতি সদাই বুঝিবে,
 বুঝিয়া দেখিবে অত্ন লোকের প্রকৃতি,
 দেখিবে চরের চক্রে রাজ্য-রীতি-নীতি,

কিরা ক্রোধ, কিবা মেহ রাখিবে চাপিরা,
 যুহু বা কঠিন হবে সময় বুঝিরা,
 যতনে রক্ষিবে সদা নিজের জীবন,
 কিন্তু যুদ্ধে তার মায়া না রে'থো কখন ।

(৫)

কোনু কোনু দোষে কোনু কোনু গুণ নষ্ট হইয়া যায়, তাহাই কবি এই শ্লোকে
 কহিতেছেন :—

- কার্পণ্যেন যশঃ ক্রুধা গুণচয়ো দণ্ডেন সত্যং ক্ষুধা
 মর্যাদা ব্যসনৈর্ধনঞ্চ বিপদা শৈর্ষ্যং প্রমাদৈর্দ্বিজঃ ।
 পৈশুণ্যেন কুলং মদেন বিনয়ো দুশ্চেষ্ঠয়া পৌরুষং
 দারিদ্র্যেণ জনাদরো মমতয়া চাত্মপ্রকাশো হতঃ ॥

কুপণ হইলে লোক যশ নাহি হয়,
 ক্রোধ হ'লে নষ্ট হয় গুণ সমুদয়,
 সত্য কথা নাহি তার দণ্ড রহে যার,
 পেটের জ্বালায় কোথা মান থাকে কার ?
 কাম-পানাদির দোষে হয় ধন-ক্ষয়,
 বিপদ আসিলে কারো শৈর্ষ্য নাহি হয়,
 প্রমাদ ঘটিলে নষ্ট হয় দ্বিজ-গণ,
 বংশ নষ্ট হয়, যদি থাকে খল জন,
 বিনয় বিনষ্ট হয় মত্ততা রাখিলে,
 পৌরুষ বিনষ্ট হয় দুশ্চেষ্ঠা থাকিলে,
 দারিদ্র্য থাকিলে হয় আদর-বিনাশ,
 মমতায় নষ্ট হয় আত্মার বিকাশ ।

(৬)

এ সংগারে কি কি বিষয় বিড়ম্বনা, তাহাই এই শ্লোকে নির্দোষ
 হইয়াছে :—

যুথোহশান্তপত্নী ক্রিতিপতিরনসো মৎসরো ধর্মশীলো
 দুঃশো মানী গৃহস্থঃ প্রভুরতিক্রপণঃ শাস্ত্রাবদ্ ধর্মহীনঃ ।
 আজ্ঞাহীনো নরেন্দ্রঃ শুচিরপি সততং যঃ পরান্নোপভোজী
 বৃদ্ধো রোগী দরিদ্রঃ স চ যুবতিপতির্ধিগ্ বিড়ম্বপ্রকারান্ ॥

সন্ন্যাসী অশান্ত, তার গণ্ডমূর্খ অতি ;
 রাজা বটে, কিন্তু নাহি রাজ-কার্যে রতি ;
 ধার্মিক হইয়া দত্তে দেখিতে না পান ;
 দরিদ্র গৃহস্থ, কিন্তু তবু চায় মান ;
 প্রভুও বটেন, কিন্তু পরম ক্রপণ ;
 শাস্ত্রজ্ঞ বটেন, কিন্তু ধর্ম নাহি মন ;
 আজ্ঞা নাহি দিতে পারে, যদিও নৃপতি ;
 শুচি, কিন্তু পর-অন্ন বিনা নাই গতি ;
 একে দুঃখী, তার রোগী, তার বৃদ্ধ অতি,
 ভাৰ্য্যাটি তাহার কিন্তু নবীনা যুবতী ;
 ধার বাহা নাহি সাজে, থাকে যদি তার,
 তার চে'য়ে বিড়ম্বনা কিবা আছে আর ?

(৭)

কাহার কি প্রধান বল, তাহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

স্ত্রীণাং যৌবনমর্থিনামনুগমো রাজ্ঞাং প্রতাপঃ সত্যং
 সত্যং স্বল্পধনস্য সন্ধিতিরসদ্বৃদ্ধস্য বাগ্‌ডম্বরঃ ।
 স্বাচারস্য মনোদমঃ পরিণতের্বিদ্যা কুলশ্রৌকতা
 জ্ঞায়া ধনযুগ্মতেরতিনতিঃ শান্তের্বিবেকো বঙ্গম্ ॥

নারীর পরম বল থাকিলে যৌবন,
 ক্ষিকুর পরম বল পশ্চাদ্‌ গমন,
 রাজার পরম বল প্রতাপ দুর্জয়,
 সাধুর পরম বল সত্য যদি রয়,

সঞ্চিত হইলে অর্থ, দরিদ্রের বল,
 ছুটের বাক্যের ছটা পরম মঙ্গল,
 শিষ্টের পরম বল মনের দমন,
 প্রাচীনের মহাবল এক বিজ্ঞা-ধন,
 বংশের পরম বল ঐক্য যদি রয়,
 বুদ্ধির পরম বল ধন যদি হয়,
 উন্নতির মহাবল থাকিলে বিনতি,
 শান্তির পরম বল বিনেক-শক্তি !

(৮)

পৃথিবীতে কোন্ কোন্ ব্যক্তি হান্সাম্পদ, কবি এই শ্লোকে তাহাই নিরূপণ
 করিতেছেন :—

বিদ্বান্ সংসদি পার্থক্যঃ পরবশো মানী দরিদ্রো গৃহী
 বিভ্রাট্যঃ ক্লপণো যতির্বস্মন। বুদ্ধো ন তীর্থান্ত্রিতঃ ।
 রাজা দুঃসচিবপ্রিয়ঃ স্কুলজো মূর্থঃ পুমান্ স্ত্রীজিতো
 বেদান্তী হতসংক্রিয়ঃ কিমপরং হান্সাম্পদং ভূতলে ॥

পক্ষ-পাত করে বসি সভায় বিদ্বান্ ;
 পরাধীন বটে, কিন্তু সদা চায় মান ;
 গৃহী বটে কিন্তু নাহি কিছুমাত্র ধন ;
 বহু ধন আছে কিন্তু বড়ই ক্লপণ
 সন্ন্যাসী বটেন, কিন্তু ধনে রয় মন ;
 বুদ্ধ বটে, কিন্তু তীর্থে না করে গমন ;
 রাজা বটে, কিন্তু থাকে ছুট মন্ত্রী ল'য়ে ;
 রড় বংশে জন্ম, কিন্তু আছে মূর্থ হ'য়ে ;
 নর বটে, কিন্তু তারে হারায়েছে নারী ;
 বেদ-শাস্ত্র পড়ে, কিন্তু কার্য্য নাই তারি ;
 এই সব বিড়ম্বনা থাকিলে সংসারে,
 তা হ'তে হান্সির কথা কি থাকিতে পারে !

(৯)

উত্তম রাজা হইতেহইলে, উত্তম যোগাকারের সমস্ত গুণই তাঁহার থাকি কৰ্তব্য ।
এই সব গুণ কি, তাহাই এই শ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে :—

উৎখাতান্ প্রতিরোপয়ন্ কুসুমিতান্ চিব্বন্ লঘুন্ বর্দ্ধয়ন্
প্রোক্তজ্ঞান্ নময়ন্ নতান্ সমুদয়ন্ বিশ্লেষয়ন্ সংহতান্ ।
তীক্ষ্ণান্ কণ্টকিতান্ বহির্নিরসয়ন্ জ্ঞানান্ পুনঃ সেচয়ন্
মালাকার ইব প্রয়োগনিপুণো রাজা চিরং নন্দতি ॥

উৎখাত দেখিয়া পুনঃ কবিতা রোপণ,
পুষ্পিত দেখিয়া পুনঃ করিয়া চয়ন,
বল-শূণ্য শিশুগুলি বর্দ্ধন করিয়া,
অত্যন্নত দেখিলেই নত ক'রে দিয়া,
অবনত দেখি পুনঃ করিয়া উন্নত,
সংহত দেখিয়া পুনঃ করিয়া বিযুত,
তীক্ষ্ণ কণ্টকিত দেখি দূর ক'রে দিয়া,
জ্ঞান দেখি পুনঃ তাহা সেচন করিয়া,
প্রয়োগে পরম পটু মালাকার মত,
থাকেন মনের সুখে রাজা অবিরত !

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রত্যুত্তর :—

“মিত্র” “অর্থী” তথা “নীতি” “ধর্ম” “কার্পণ্য” “মূর্থকাঃ” ।
“স্বীণাং” “বিদ্বান্” ত“উৎখাতান্” “নবরত্নং” নৃদুর্লভম্ ॥

“মিত্র” “অর্থী” “নীতি” “ধর্ম” “কার্পণ্য” “মূর্থক”

“স্বী” “বিদ্বান্” “উৎখাত,” —নব-কবিতা-বাচক ।

নবরত্ন-কৃত ইহা, সুদুর্লভ ধন

“নবরত্ন” নামে খ্যাত হোগ্ সর্বজন !

ভাবরত্নম্

(বিকটনিতম্বা-বিরচিতম্)

(১)

কবি সমগ্র মানব-মণ্ডলীকে “উত্তম,” “মধ্যম” ও “অধম” এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, “উত্তম”কে কাঁটাল গাছের, “মধ্যম”কে আম গাছের ও “অধম”কে কুঁদ-ফুলের গাছের সহিত তুলনা করিয়াছেন। যাহারা কথা না দিয়া একবারেই কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহারা “উত্তম” লোক। যাহারা কথা দিয়া তাহা কার্য্য পরিণত করেন, তাঁহারা “মধ্যম” লোক। যাহারা কথা দেয়, কিন্তু তাহা কার্য্য পরিণত করেনা, তাহারা “অধম” লোক। ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ :—

পনসচূতকুন্দাভা

উত্তমমধ্যমাধমাঃ ।

ফলং পুষ্পং ফলং পুষ্পং কৰ্ম্ম বাক্ কৰ্ম্ম বাগপি ॥ (১)

উত্তম মধ্যম আর অধম যে জন

কাঁটাল রসাল কুন্দ বৃক্ষের মতন ।

কাঁটাল রসাল কুন্দ, এ তিন যেমন

ফল, পুষ্প ফল, পুষ্প করে বিতরণ,

উত্তম মধ্যম আর অধম তেমন

কার্য্যে, বাক্যে কার্য্যে, বাক্যে করে সমাপন !

(১) ব্যাখ্যা কাঁটাল গাছ ফল না দিয়া একবারেই ফল দিয়া থাকে ; “উত্তম” ব্যক্তি কথা না দিয়া একবারেই কার্য্য করিয়া থাকেন ; এজন্য “উত্তম” ব্যক্তি কাঁটাল গাছের মত আম গাছ ফল দিয়া তৎপরে ফল দিয়া থাকে ; “মধ্যম” ব্যক্তিও কথা দিয়া তৎপরে তাহা কার্য্যপরিণত করেন ; এজন্য “মধ্যম” ব্যক্তি আম গাছের মত । কুঁদ ফুলের গাছ ফল দিয়াই ক্লান্ত হয়, ফল দেয় না ; “অধম” ব্যক্তিও কথা দেয়, কিন্তু তদনুরূপ কার্য্য করে না ; এজন্য “অধম” ব্যক্তি কুঁদ ফুলের গাছের মত ।

(২)

মৃত্যু, মূৰ্খ-কবি, খল-ব্যক্তি, কু-নৃপতি ও চোর, এই পাঁচ জনের একরূপতা নিম্নবর্তী শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে :—

বর্ণস্থং গুরুলাঘবং ন গণয়ত্যাশঙ্কতে ন কচিৎ
রূপং নৈব পরীক্ষতে ন পুরুষং বৃত্তেষু বার্তা কুতঃ ।
কষ্টং নাহযশসো বিভেতি মহতো নৈবাপশদাস্তরাং
মৃত্যুমূৰ্খকবিঃ খলঃ কুন্পতিচোরশ্চ তুল্যক্রিয়াঃ ॥

কিবা গুরু, কিবা লঘু, না করে বিচার,
অণুমাত্র শঙ্কা নাহি হয় একবার ;
রূপ বৃত্ত পুরুষ পরীক্ষা নাহি করে,
আপন অভীষ্ট পথে অবাধে বিচরে ;
অপযশে নাহি হয় কষ্টের সঙ্কর,
অপশকে ক্ষুব্ধ নহে অন্তর তাহার ;—
মৃত্যু, মূৰ্খ-কবি, খল, কু-নৃপ, তস্কর
এ সবার একরূপ কার্য্য নিরন্তর !

(৩)

এ জগতে সর্বাপেক্ষা দুঃখী কে, তাহাই এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে :

লোকেষু নিবনো দুঃখী ঋণী দুঃখী ততোহধিকম্ ।
তাভ্যাং রোগযুতো দুঃখী তেভ্যো দুঃখী কুভার্য্যকঃ ॥

ত্রিভুবনে সেই দুঃখী যে জন নিধন,
তা হ'তে অধিক দুঃখী ঋণী যেই জন ।
সে দু-জন হ'তে দুঃখী রোগ যারে ধরে,
সব হ'তে দুঃখী, যার নষ্টা নারী ঘরে !

[৬]

(৪)

ছইটী গৃহিণী লইয়া ঘর করিলে পুরুষের কিরূপ দুর্গতি হয়, তাহাই কবি এই
শ্লোকে সর্প ও বিড়ালের মধ্যগত ইন্দুরের উদাহরণ দিয়া কহিতেছেন :—

বিলাদ্বহির্বিলম্ব্যাস্তঃস্থিতমার্জারসর্পয়োঃ ।

মধ্যে চাখুরিবাভাতি পত্নীদ্বয়যুতো নরঃ ॥

থাকিলে বিড়াল এক গর্তের বাহিরে,
থাকে যদি সর্প এক গর্তের তিতরে,
তাহাদের মধ্যে এক ইন্দুর থাকিলে
যে রূপ দুর্গতি তার হয় সেই কালে,
সে রূপ দুর্গতি সেই পুরুষের হয়,
ছইটী গৃহিণী যার নিত্য ঘরে রয় !

(৫-৬)

যে সকল স্ত্রী পুরুষ স্ত্রীর অঞ্চল ধরিয়া গৃহে বসিয়া থাকেন, তাহাদের প্রতি
ভীষ কটাক্ষ-পাত করিয়া কবি কহিতেছেন :—

আলোকী গুপ্তজল্লী চ বন্দী ক্রিতিবিদারকঃ ।

গ্রামনিন্দী সভাকারী প্রবাসী বিস্তবন্ধকঃ ॥

ধর্মদ্বৈষ্যপবাসী চ স্বয়ং পত্তাত্মঘাতকঃ ।

এতানি মাসচিহ্নানি স্ত্রৈণানাং হি প্রচক্ষতে ॥

গুপ্ত সেই মুখখানি দেখিছে সতত,
কাণে কাণে ফুস-ফাস করে অবিরত,
বন্দী-ভাবে ষোড়হাতে সলাই দাঁড়ায়,
কথায় কথায় যেন মেদিনী কাটায়,
গ্রামে লোক নাই বলি কত নিন্দা করে,
লোকে ডেকে সভা করে বাড়ীর তিতরে,

আছে আছে ব'লে উঠে যাব দেশ ছেড়ে,
টাকা কড়ি দেছে যাহা ল'তে যায় কেড়ে,
শুধু বলে পৃথিবীতে ধর্ম নাই আর,
অনাহারে কতদিন কেটে যায় তার,
কখনও স্বয়ং অন্ন পাক করি খায়,
আত্মঘাতী হ'তে যায় কথার কথার,
হায় রে সংসারে স্ত্রীণ হয় যেই জন,
থাকিবে তাহার এই বারটী লক্ষণ !

(৭)

নব-বিবাহিতা বালিকা, পতিকে দেখিয়া যাহা যাহা করে, ধর্মবান্ ব্যক্তিও
ভিক্ষুককে দেখিয়া ঠিক সেইরূপ কার্য্যই করিয়া থাকেন । ইহাই এই শ্লোকের
ফলিতার্থ :—

আনন্দাননমাগতে বিতনুতে নো ভাষতে ভাষিতে
স্থানাং গন্তুমপীহতে ন কুরুতেহপ্যালাপমাত্রং কচিৎ ।
রুদ্ধে বত্ন নি বক্তি নির্ধূরতরং শুণ্ডাকরং জল্লতি
ভিক্ষুং বীক্ষ্য ধনী ধবং নববধূর্যদ্বং সদা চেষ্টতে ॥

মুখখানি নীচু করে সম্মুখে পড়িলে,
কথা कहিলেও কোন কথা নাহি বলে ।
বিধিমতে চেষ্টা করে সরিয়া পড়িতে,
ছুটা মিষ্ট কথা বলি না চায় ভুবিতে ।
পথ রোধ করিলেই কটু কথা কয়,
বিড়-বিড় শব্দ কত করে সে সময় ।
নব-বধু করে যাহা পতি-দরশনে,
ভিক্ষুকে দেখিয়া তাহা করে ধনী জনে !

(৮)

এই ঘোর কলি-কালে স্বামীর প্রতি গৃহিনীর আবিপত্য কিরূপ, তাহাই কবি
এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

ভাষন্তে বনিতাঃ কলৌ প্রতি কুলং ভর্তুঃ সমং সর্বদা
তাসাং যৎ পতিদেবতেতি কথনং যষ্ঠীসমাসে কৃতম্ ।
লজ্জাধর্মভয়ং ন তাসু কতিচিৎ স্বেচ্ছানুকার্য্যে রতা
নাশাবদ্ধগবানিব স্বকপতীন্ সঞ্চারয়ন্তি ধ্রুবম্ ॥

এই ঘোর কলি-কালে নারী সমুদয়
পতির বিরুদ্ধ হ'য়ে প্রায় কথা কয় ।
তাহাদের রহে "পতি-দেবতা" যে নাম,
মণী সমাসেই তাহা জে'নো অবিরাম ,
পতি-গণ নারীদের দেবতা,—কে বলে ?
নারী-গণ পতিদেরি দেবতা ভূতলে !
কলিতে নারীর নাই লজ্জা-ধর্ম-ভয়,
ইচ্ছামত কার্য্য করে সকল সময় ,
নাকে দড়ি দিয়া ঠিক ষাঁড়ের মতন
পতিগণে ঘুরাইয়া মারে নারীগণ !

(৯)

কি শত্রু, কি মিত্র উভয়েই পরম দুঃখদায়ক । তবে শত্রুকে ত্যাগ করিয়া
মিত্র-লাভের জন্য লোকে এত বাস্তব হয় কেন ! ইহাই এই শ্লোকে কবির অতি
প্রোত বিষয় :—

শত্রুর্দহতি সংযোগে বিয়োগে মিত্রমপ্যহো ।

উভয়োদুঃখদায়িকং কো ভেদঃ শত্রুমিত্রয়োঃ ॥

শত্রুর মিলনে মনে অতি কষ্ট হয়,
বন্ধুর বিচ্ছেদে হয় কষ্ট অতিশয় ।

উভয়েই বহু কষ্ট যদি দেয় মনে,
শত্রু-মিত্রে কিব। ভেদ তবে এ ভ্রমণে !

(১০)

ভিন্ন ভিন্ন জীব এক বস্তুকেই ভিন্ন ভিন্ন চক্ষে দেখিয়া থাকে । রমণীও দৃষ্টান্ত
দেয়া যদি ইহা সপ্রমাণ করিতেছেন :

এক' এব পদার্থস্ত ত্রিধা ভবতি বীক্ষিতঃ ।
কুণপঃ কামিনী মাংসং যোগিভিঃ কামিভিঃ শ্বভিঃ ॥

স্বীলোক-বিচিত্র বস্তু নিশ্চয় সংসাবে,
ভিন্ন-ভানে ভিন্ন জীব চক্ষে হে'বে তারে ।
যোগি-গণ হে'বে তারে মড়ার মতন,
কামিনী ভাবিয়া তারে হে'বে কামি-গণ !
মাংস-পিণ্ড হে'বে তারে কুকুর সকল,
কি আশ্চর্য্য,—ভিন্ন চক্ষে ভিন্ন দৃষ্টি-কল !

(১১)

ব্যাঘ্র মত হস্তীও কুটিল ব্যবহার দেখিয়া কবি মনেব ছুঃখে কহিতে
ছেন :—

তীক্ষ্ণাভ্রজিতে যুদৌ পরিভবত্রাসান সন্তিষ্ঠতে
যুধান্ দ্রোষ্টি ন গচ্ছতি প্রায়িতামত্যন্তবিদ্বৎশ্বপি ।
শূরেভোহপ্যধিকং বিভেতু্যপহস্যত্যেকান্তভীরুনপি
শ্রীলঙ্কপ্রসরেব বেশবনিতা ছুঃখোপচর্য্যা ভৃশম্ ॥

যে বেগ্মার বাড়িয়াছে বড়ই পসার,
হস্তীবো তাহার মত দেখি ব্যবহার,—
বাহার মেজাজ্ কড়া, তা'বে ভয় পায়,
মেজাজ নরম যার, তা'রেও না চায় ।

মুখের উপরি তারি ঘণা অহর্নিশ,
 পরম পণ্ডিত তার ছ-চক্ষের বিষ ।
 বীর দেখিলেই ভয়ে উঠিবে কাঁপিয়া,
 ভীকু দেখিলেই হে'সে দিবে উড়াইয়া ।
 কিবা বেণী, কিবা লক্ষী,—কাহারো কথার
 হাতে পায়ে ধরিলেও নাহি পাবে মন !

(১২)

কোনও এক বিরহী পুরুষ স্বীয় নায়িকার মুক্তাহার দেখিয়া তাহার প্রতি
 আক্ষেপ কবিতা কহিতেছে :—

সূচীমুখেন সফদেব কৃতব্রণস্ত্বং
 মুক্তাকলাপ লুঠসি স্তনয়োঃ প্রিয়ায়াঃ ।
 বাণৈঃ স্মরন্ত শতশোঃ বিনিকৃতমগ্না
 স্বপ্নেহপি তাং কথমহং ন বিলোকয়ামি ॥
 ধন্য ধন্য তুমি, ওহে মুক্তাহার !
 সৌভাগ্যের কথা তব কি কহিব আর ;—
 একবার-মাত্র সূচি বিদ্ধ হইয়াই
 প্রিয়ার স্তনেতে পড়ি আছ সর্বদাই ।
 পরম দুর্ভাগ্য আমি এই ত্রিভুবনে,
 শতবার বিদ্ধ হ'য়ে মদনের বাণে
 শতখণ্ড হইয়াছে এদেহ এখন,
 স্বপনেও তবু তার না পাই দর্শন !

(১৩)

যে-সকল মহাপুরুষ মাতা-পিতা, ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া
 অজীবন স্বপ্নায়নেই দিনপাত করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের প্রতি তীব্র
 কটাক্ষ-পাত করিয়া এই স্ত্রী-কবি লিখিয়াছেন :—

শুশ্রূষাংনিবাসঃ স্বর্গবাসো ধরায়াং
যদি নিবসতি কশ্চিৎ পঞ্চষড়্ বাসরাণি ।
তদধিকমপি তিষ্ঠেৎ দুষ্কলুকো বিড়াল-
তদধিকমপি তিষ্ঠেৎ পাছুকাপুণ্যঘাতঃ ॥

পাঁচ ছয় দিন মাত্র শুশ্রূষের ঘরে
যে পুরুষ রম, তার স্বর্গ এ সংসারে !
তারো বেশী দিন যদি করে অসহিষ্ণুতা,
দুষ্ক-লুক বিড়ালেব মতন দুর্গতি !
তাবো বেশী থাকে যদি সেই স্ত্রী-লম্পট,
তার ভাগ্যে রয়ে লৈয়ে পুণ্য পটাপট !

(১৪)

কোনও এক বিরহিণী নায়িকা নাটকের নিকট স্বীয় দূতীকে দৌত্য-কক্ষে
প্রেরণ করিয়া আসিলে নায়িকা তাহার অবস্থান্তর দেখিয়া
হানাকে প্রশ্ন করিতেছেন এবং দূতীও তাহার উত্তর দিতেছে । বাঙ্গলী-রূপিণী
নট্যবিদ্রা রমণীর বুদ্ধি কিরূপ তীক্ষ্ণ, তাহাই এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে :—

স্বিন্নং কেন মুখং দিবাকরকরৈস্তে রাগিণী লোচানে
রোষাৎ তব্ধচনোখিতাং বিলুলিতা নীলালকা বায়ুনা ।
অটং কুঙ্কমমুত্তরায়কং ক্লান্তাহসি গত্যাগতৈ
যুক্তং তং সকলং কৃতং কিমধরে দুর্ভৈর্মশৈদংশনাং ॥

নায়িকা—কহিছে তোমার কেন ঘর্ম্ম-বিন্দু এত
দূতী—প্রভু সূর্য্যের তপে হ'য়েছি তাপিত ।
নায়িকা—চক্ষু দুটী লাল-বর্ণ কেন দেখা যায় ?
দূতী—রাগ হ যোছল বড় তাহারি কথায় ।
নায়িকা—অলুলিত কেন চূর্ণ-কুন্তল তোমার ?
দূতী—বায়ুভাবে এইরূপ অবস্থা আমার

নাগিকা—নষ্ট হ'লো কিরূপে বা কুসুম-দেপন ?

দূতী—ইহাব কাবণ গাত্র-বস্ত্রের ঘর্ষণ ।

নাগিকা—ক্লান্ত হ'য়ে পড়িয়াছ কিসের কাবণ ?

দূতী—যাতায়াতে হইয়াছে কষ্ট অগণন ।

নাগিকা—সকলি বুঝিছ—ক্ষত কেন বা অধন ?

দূতী—মশাব কামড় সখি ! বড় ভয়ঙ্কর !

দুর্জয়নাটকম্

(নিবিড়নিভত্মা-বিবচিতম্)

(১)

সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিতে হইলে মঙ্গলাচরণ করিতে হয়ঃ এবং এত মঙ্গলাচরণ আশীর্বাদ, নমস্কার অথবা বস্তু-নির্দেশ কবিবাবট বিধান আছে । এই দ্বী কবি কোনও দেব-দেবীর চরণ নমস্কার না করিয়া দুর্জনের ভয়ে ভীত হইয়া ভাড়া-কষ্টে নমস্কার করিতেছেন :—

দুর্জনং প্রথমং বন্দে সূজনং তদনন্তরম্ ।

মথপ্রক্ষালনাং পূর্ব্বং গুপ্তপ্রক্ষালনং যথা ॥

অগ্রেণ বন্দনা করি দুর্জন-চরণ,

পরে সূজনের পদ করিব বন্দন ।

তাহাব প্রমাণ দেখ,—লোকে শোভে গিয়া

আগে নোয় গুপ্ত-দেশ, মুখ না ধুইয়া !

(২)

তক্ষক, বৃশ্চিক ও মাক্রিকার বিষ বিশেষ কষ্ট-দায়ক হইলেও তাহা এই সব জন্তুর এক এক অঙ্গেই বিদ্যমান আছে । কিন্তু দুর্জনের বিষ এই সব জন্তুর বিষ হইতেও তীব্রতর, এবং তাহা দুর্জনের সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপিয়া থাকে ! ইহাও এই ক্ষোকে কবির বক্তব্য বিষয় :—

তক্ষকস্ত বিষং দন্তো মক্ষিকায়া বিষং শিরঃ ।
 বৃশ্চিকস্ত বিষং পুচ্ছং সৰ্বাঙ্গং দুৰ্জ্জনে বিষম্ ॥

মক্ষিকার শিরে বিষ, তক্ষকের দাঁতে,
 বৃশ্চিকের পুচ্ছে বিষ, দুঃখ নাই তাতে ।
 কিন্তু কি আশ্চর্য্য দেখ, ছুট য়েই জন
 তাহার সৰ্ব্বাঙ্গে বিষ রয়ে অদুৰ্গণ !

(৩)

শত শত উপায় অবলম্বন করিলেও দুৰ্জ্জনকে কখনই সজ্জন করা যাইতে
 পারে না । ইহাই এই লোকের প্রতিপাত্ত বিষয় :—

দুৰ্জ্জনঃ সজ্জনো ন স্মাদুপায়ানাং শতৈরপি ।
 অপানং মৃৎসহস্রেণ ধৌতং চাস্ত্রং কথং ভবেৎ ॥

করুক যতই চেষ্টা লোকে সৰ্ব্বক্ষণ,
 তথাপি দুৰ্জ্জন কভু না হয় সজ্জন ।
 হাজার লাগাও মাটী মার্গে বিলেপিয়া
 যে মার্গ সে মার্গ রয়,—মুখ না হইয়া !

(৪)

শ্লেষ্মা ও দুৰ্জ্জনের প্রকৃতি একরূপ ; কারণ ইহাদের প্রত্যেকেই মিষ্ট-রসে
 বৃদ্ধি ও কটু-রসে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে :—

অহো প্রকৃতিসাদৃশ্যং শ্লেষ্মণো দুৰ্জ্জনস্ত চ ।
 মধুরৈঃ কোপমায়তি কটুকেনৈব শাম্যতি ॥

শ্লেষ্মা আর দুৰ্জ্জনের একই প্রকৃতি,
 কি আশ্চর্য্য ! তাহাদের না হয় বিকৃতি !
 মিষ্ট রসে তাহাদের প্রকোপ-বর্দ্ধন,
 কটু রসে কিন্তু হয় দৰ্প-নিবারণ !

[৭]

(৫)

খল ও কণ্টক উভয়েই হুঃখ-দায়ক । এই হুঃখ-দূরীকরণের দুইটি উপায় আছে । এই দুইটি উপায় কি, তাহাই এই স্ত্রী-কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন :—

খলানাং কণ্টকানাঞ্চ দ্বিবিধৈব প্রতিক্রিয়া ।

উপানমুখভঙ্গো বা দূরতো বাপি বর্জ্জনম্ ॥

খল আর কণ্টকের দুটি প্রতীকার,—
পাছকায় মুখ-ভঙ্গ, দূরে পরিহার !

(৬)

কবি এই শ্লোকে ইন্দুবের সহিত দুর্জনের সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন :—

দুর্জ্জনঃ স্বপ্রকৃত্যেব পরকার্য্যং বিলুপ্পাত ।

নোদরতৃপ্তিমায়াতি মূষিকো বস্ত্রভক্ষকঃ ॥

যে জন দুর্জ্জন হয় সে জন না ভাল বর
পরের অনিষ্টে সদা যায় তার মতি ।
ক্ষয় করে বস্ত্র কে'টে কিন্তু নাহি দেয় পেটে
ইন্দুরের দেখ এই অপরূপ রীতি !

(৭)

কোমল-হৃদয় দানশীল ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকটে খল-স্বভাব লোক থাকিলে প্রার্থি-জনের প্রার্থনা পূর্ণ হয় না । অগ্নি ও ধূমের উদাহরণ দিয়া কবি এই শ্লোকে ঠাইই প্রতিপন্ন করিতেছেন :—

প্রায়ঃ স্বভাবমলিনো মহতাং সমীপে

তিষ্ঠন্ খলঃ প্রকুরুতেহর্থিজনোপঘাতম্ ।

শীতাদিতৈঃ সকললোকসুখাবহোহপি
ধূমে স্থিতে ন হি স্মথেন নিষেব্যতেহগ্নিঃ ॥

অগ্নি স্বভার ষার, সেই থল জন
বড় মানুষের কাছে থাকি অনুক্ষণ,
থারাপ করিয়া দিয়া কাণ দুটী তাঁর
ভিক্ষুক জনের কত করে অপকার ।
আগুন পোহাইয়া সুখ শীতের সময়,
কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! যদি ধূম তথা বর,
সে আগুন পোহাইয়া শীতার্ন্ত যেমন
কিছুমাত্র সুখ নাহি পাইবে তখন !

(৮)

যে ব্যক্তি সম্পদের সময় অহঙ্কারে মত্ত হইয়া পরেব মনে বিশেষ কষ্ট দেয়,
দ্রুত শীঘ্রই তাহার গর্ব খর্ব করিয়া তাহার অধঃপতন করিয়া দেন । কবি
গুণেনব সহিত এই বিষয়টির সৌসাদৃশ্য দেখাইয়া কহিতেছেন :—

সমুন্নত্যাং সত্যাং য ইহ বসুমত্যাং জড়মতিঃ
পরেষাং পীড়ায়ৈ প্রভবতি বিধিস্তস্ম কুরুতে ।
মুখং লানং কৃত্বা হুচিরদিবসে ভূরিপতনং
প্রমাণং নারীণাং কুচকলস এব প্রভবতি ॥

এ সংসারে যে দুর্নতি উন্নতি-সময়
অপরের মনঃপীড়া দেয় অতিশয়,
মুখে কালী দিয়া হায় বিধাতা তখন
নিশ্চয় করিয়া দেন তাহার পতন ।
বুভূক্ষীর পয়োধর প্রথমে উন্নত,
শেষে কাল মুখ ল'য়ে হয় নিপতিত !

সুজনাস্টকম্

(নিবিড়নিতম্বা-বিরচিতম্)

(১)

যিনি স্বভাবতঃ সাধু, তাঁহার সাধুত্ব চিরদিনই একভাবে থাকে। কবি
এই শ্লোকে ইহাই কৌশল-সহকারে কহিয়াছেন :—

গবাদীনাং পয়োহন্তোদ্যঃ সত্বো বা জায়তে দধি ।

ক্ষীরোদধেস্ত নাট্যাপি মহতাং বিকৃতিঃ কুতঃ ॥

আজ হোগ, কা'ল হোগ, হবে হোগ হার,

ট'কিয়া গরুর দুধ দ'ই হ'য়ে যায় ।

কত দুধ রহে দেখ ক্ষীরোদ-সাগরে,

ট'কিয়া না গেল তবু এতদিন পরে ।

সংসারে বার্থ সাধু হনু যেই জন,

অত্যা না হয় তাঁর স্বভাব কখন !

(২)

যাঁহার স্বয়ং অশেষ কষ্ট সহ করিয়াও অপরের কষ্ট নিবারণ করেন,
তাঁহারাই বার্থ সুজন। সুজনের সহিত ব্যজনের (পাখার) তুলনা করিয়া
কবি এই শ্লোকে ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন :—

সুজনং ব্যজনং যন্তো চারুবংশসমুদ্ভবম্ ।

আত্মানং হি পরিভ্রম্য পরতাপনিবারকম্ ॥

কিবা সাধু জন, আর কিবা পাখা খানি,

জু'য়েরি হ'য়েছে জন্ম বড় বংশে জানি !

প্রত্যেকেই ঘুরে ঘুরে তাপিত হইয়া

অপরের তাপ-রাশি দেয় বিনাশিয়া

(৩)

সকল কবিই কহিয়া থাকেন যে, সাধুর হৃদয় নবনীতবৎ কোমল । কিন্তু
এই স্বী-কবি কহিতেছেন যে, ইহা নবনীত অগেক্ষাও অধিকতর কোমল ! ইহাই
এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয় :—

সজ্জনস্য হৃদয়ং নবনীতঃ
যদ্বদন্তি কবয়স্তদলীকম্
অশ্চিৎতবিলসম্মুদুতাপাৎ
'সজ্জনো দ্রবতি নো নবনীতম্ ॥

সাধুর কোমল মন নবীর মতন,
নিশ্চয় অনীক এই কবির বচন !
পব-মনস্তাপে গলে সাধুর হৃদয়,
সে তাপে কি নবনীত কভু দ্রব হয় ?
তাই বলি তুল্য জ্ঞান কভু নহে ঠিক,
সাধুর কোমল মন নবীর অধিক !

(৪)

সাধু-সংসর্গ একটা অপূর্ণ প্রদীপ ! সাধারণ প্রদীপের যে সকল দোষ
থাকে, সাধু-সঙ্গ-প্রদীপের সে সব দোষ কিছুই নাই । ইহাই ফলিতার্থ :—

পাত্ৰং পবিত্রয়তি নৈব মলং প্রসূতে
স্নেহং ন সংহরতি নৈব গুণান্ ক্ৰিপোতি
দোষাবসানরুচিরশ্চলতাং ন ধত্তে
সংসঙ্গমঃ স্কৃতসদ্বানি কোহপি দীপঃ ॥

যে পাত্রে থাকিবে, তাহা সুপবিত্র করে,
কাহ্নেও মলিন নাহি করে এ সংসারে ;
নাহি করে কিছুমাত্র স্নেহের ব্যত্যয়,
ক্ষয় না করিতে দেয় গুণ সমুদয় ;

দোষাবসানেও হয় পরম কচির,
কিছুতেই নাহি হয় কদাপি অস্তির,
সাধু-সঙ্গ-প্রদীপের তুল্য নাহি মিলে,
পুণ্যবান্ হ'লে লোকে ভারি গৃহে জলে ।

(৫)

মহান্ লোকেই মহত্তর লোকেব অভীষ্ট-সাধনে সমর্থ হন । নীচ লোকেব
এরূপ শক্তি নাই সে, তাঁহাব অভীষ্ট-সাধন কবিত্তে পাবে । মেঘ ও নদীন
উদ্ধারণ দিয়াই কবি এই কথাটী সপ্রমাণ করিতেছেন :—

তুঙ্গান্নাং তুঙ্গতরাঃ সমর্থা
মনোরজঃ ধ্বংসয়িতুঃ ন নীচাঃ ।
ধারাধরা এব ধরাধরাণাং
নিদাঘতাপোপশমা ন নদ্যঃ ॥

উচ্চ হ'তে উচ্চতর হনু যেই জন,
তিনিই তাঁহাব ছঃধ করেন মোচন ।
কিন্তু বত নীচ লোক রহে এ সংসারে,
তাঁহার মনের ছঃধ নাশিতে না পাবে ।
গ্রীষ্ম-কালে দাবানল জগিয়া উঠিয়া
পর্বতের দেহ ববে দেয় পুড়াইয়া,
তখন উপর হ'তে ঢে'লে দিয়া জল
মেঘ তাহা করে দেয় পরম শীতল ।
নিম্ন-দেশে রহে কত নদী অনিবার,
কিন্তু তাহা পর্বতের কিবা উপকার ?

(৬)

সঙ্গ-গুণে বা সঙ্গ-দোষে মানুষ সাধু বা অসাধু হ'ব না,—স্বভাব-গুণ বা
স্বভাব-দোষেই সাধু বা অসাধু হইয়া থাকে । সংসর্গ অপেক্ষা স্বভাবই বলবৎকর,
ইহাই এই লোকেব কলিতার্থ :—

অসাধুঃ সাধুৰ্ভা ভবতি খলু জাতৈত্যেব পুরুষো
ন সঙ্গাৎ দৌৰ্জন্ত্যং ন হি সুজনতা কস্মচিদপি ।
প্রকৃতে সংসর্গে মন্দিভুজগয়োর্জন্মজনিতে
অগ্নিনীহেদৌষান্ স্পৃশতি ন হি সর্পো অগ্নিগুণান্

অসাধু অথবা সাধু মানুষ যে ভব,
স্বভাবই হেতু তার, সঙ্গ হেতু নয় ।
জন্মাবধি থাকে অগ্নি সর্পের মাথায় !
তথাপি তাহার দোষ কিছুতে না পায় !
সর্পও অগ্নির সনে থাকে সর্কক্ষণ,
তথাপি তাহার গুণ না কবে গ্রহণ,

(৭)

সাধু জনের কি কি গুণ থাকে, তাহাই এই শ্লোকের বক্তব্য বিষয় :-
ধর্মো তৎপরতা মুখে মধুরতা দানে সমুৎসাহিতা
মিত্রহবন্ধকতা গুরো বিনয়িতা চিত্তেহতিগম্ভীরতা ।
আচারে শুচিতা গুণে রসিকতা শাস্ত্রেহতিবিদ্বানিতা
রূপে সুন্দরতা হরৌ ভজনিতা সংশ্লেষ সংদৃশ্যতে ॥

ধর্ম কর্ম করিতেই রহেন তৎপর,
রাখেন মধুর বাক্য মুখে নিরন্তর,
দান করিবার হেতু ব্যস্ত অনুক্ষণ,
বন্ধু-জনে নাহি কভু করেন বঞ্চন,
গুরু-জন প্রতি সদা রহেন বিনত,
গাম্ভীর্য রাখেন নিজ চিত্তে অবিরত,
শাস্ত্র-মত শুদ্ধাচারে রত সর্কক্ষণ,
বুঝিতে গুরুর গুণ দক্ষ বিশক্ষণ,

মানা শাস্ত্র-পাঠে বন্ অতিশয় জ্ঞানী,
 ধারণ করিয়া বন্ রম্য মূর্ত্তিখানি,
 হরির সেবায় বন্ বিশেষ নিপুণ,
 সাধু হইগেই তাঁর এই সব গুণ!

(১)

যে স্থানে সজ্জনের সমাগম হইবার কথা, সে স্থানেও ভৃচ্ছনব সমাগম
 দেখিতে পাওয়া যায়! অতএব এই পৃথিবীতে সজ্জনের থাকিবাব স্থান অস্তি
 বিরল। ইহাট এই শ্লোকে এই শ্রী-কবির আক্ষেপোক্তি :—

গেহং দুর্গতবন্ধুভিগুৰুগৃহং ছাত্রৈরহঙ্কারিভি-
 হত্বে পতনবন্ধকৈর্মুনিজনৈঃ শাপোন্মুখৈরাশ্রম্যান্ ।
 সিংহাট্টৈশ্চ বনং খলৈর্নৃপসভাং চৌরৈর্দিগন্তানপি
 সংকীর্ণান্যবলোক্য সত্যসরলঃ সাধুঃ ক বিশ্রামাতি ॥

দরিদ্র আত্মীয় রয় আত্মীয়ের ঘবে,
 গুরু-গৃহে অহঙ্কারী ছাত্র বাস করে!
 বিলক্ষণ প্রতারণা চলিবে বলিয়া
 ছুটে জন তাটে থাকে নগর ছাড়িয়া।
 শত মুখে শাপ-দানে পটু মুনি-গণ
 তপোবনে গিয়া করে আশ্রয় গ্রহণ!
 সিংহাদি অরণ্যে বাস করে অবিবর্ত,
 রাজার সভায় থাকে খল শত শত।
 কত শত চোর চুরি করিব বলিয়া
 ঘুরিতেছে সদা দিগ-দিগন্ত ব্যাপিয়া!
 ছুটে পারিপূর্ণ পৃথিবীর সব ঠাঁই,
 কোথায় বা বন্ সাধু, বুঝিয়া না পাই!

লক্ষ্মী-চরিত্রম্

(বিজ্ঞক-বিরচিতম্)

(১)

সবস্বতী এই কবিতায় লক্ষ্মীকে পাণ্ডায়সী, দুশ্চারিণী ও নীচ-গামিনী বলিয়া
তিরস্কার করিতেছেন —

হে লক্ষ্মি ঋণিকে স্বভাবচপলে মূঢ়ে চ পাপেহধমে
ন ত্বং চোত্তমপাত্রমিচ্ছসি খলে প্রায়েণ দুশ্চারিণী ।
যে দেবার্চনসত্যশৌচনিরতা যে চাপি ধর্ম্মে রতা-
স্তেভ্যঃ কুপ্যসি নির্দয়ে গতমতির্নাচো জনো বল্লভঃ ॥

শুন শুন ওলো লক্ষ্মি ! শুন মোর বাণী,
বলিব তোমার কিছু গুণের কাহিনী,—
কাবো বাণী নাহি তুমি থাক অনিবাব,
পরম চঞ্চল সদা স্বভাব তোমার ।
নির্কোষ তোমার মত না দেখি কখন,
পাপ-কার্য্যে লিপ্ত তুমি থাক সর্ব্বক্ষণ ।
নীচমনা তব সম কেবা আছে আর,
খলের সহিত তুমি কর ব্যভিচার ।
ষার দেহে মহাগুণ রহে অহর্নিশ,
সে জন তোমার দেখি ছ-চক্ষের বিষ ।
দেব-পূজা-রত সত্যবাদী শুচি জনে,
ধার্ম্মিকেও দে'পে তুমি ক্রুদ্ধ হও মনে ।
তাহাতেই মন তব নির্দয় যে জন,
অতি নীচ জন তব হৃদয়ের ধন !

(২)

লক্ষ্মী নিম্ন-লিখিত শ্লোকে আপনার দোষ-ক্ষালন করিয়া সরস্বতীকে কহিতেছেন :—

নাহং দুশ্চরিতা ন চাপি চপলা যুগো ন মে রোচতে
নো শূরো ন চ পণ্ডিতো ন চ শঠো হীনাকরো নৈব চ ।
পূর্বস্মিন্ কৃতপুণ্যযোগবিভবো ভুঙ্ক্তে স মে সৎ ফলঃ
লোকানাং কিমসহতা সখি পুনর্দৃষ্টা তদীয়ং স্তুত্বম্ ॥

কাবো সনে কভু নাহি করি ব্যভিচার,
না জানি কেন যে নাম “চঞ্চলা” আমার ।
যুগ, শূর, সুপণ্ডিত, মূর্খ, শঠ জন
মোর মনে নাহি ধবে কেহই কখন ।
পূর্ব-জন্মে যেই জন বহু পুণ্য কবে,
তাহারেই থাকি আমি চিরদিন ধরে ।
তবে কেন সে জনেব ঐশ্বর্য দেখিয়া,
• লোকেব টাটায় চোখ, না পায় ভাবিয়া !

(৩)

লক্ষ্মীকে “চঞ্চলা” বলিয়া লোকে তাঁহার হৃদয় রটায় ! পিতা যদি অগ্র-
পশ্চাৎ না ভাবিয়া যুবতী কন্যাকে বুড়াব হস্তে সমর্পণ করেন, তাহা হইলে
তাহাতে কন্যার কোনও দোষ নাই, পিতারই দোষ । তাই কবি লক্ষ্মীর প্রতি
সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া কহিতেছেন :—

যদ্বদন্তি চপলেত্যপবাদং
নৈব দূষণমিদং কমলায়াঃ ।
দূষণং জলনিধেহি ভবেৎ তৎ
যৎ পুরাণপুরুষায় দদৌ তাম্ ॥

লক্ষ্মীকে “চঞ্চলা” বলি ছনীম রটায়,
সমুদ্রেরি দোষ তাহে, লক্ষ্মীর কি তায় ?
পুরাণ পুরুষ এক, বয়ঃক্রম যার
গণনা কবিত্তে পারে, তেন সাধা কাব !
এ হেন বুড়ার হাতে লক্ষ্মীকে ধরিয়া
সমুদ্র সঁপিয়া দিল কিছু না ভাবিয়া !
হায় রে বুড়ার হাতে পড়িলে যুবতী
“চঞ্চলা” না হ’লে তার কিবা আব গতি !

(৪)

লক্ষ্মীকে “চঞ্চলা” বলিয়া লোকে তাঁহার অপবাদ দিয়া থাকে । কিন্তু
এই স্ত্রী-কবি পরিহাস-চ্ছলে তাঁহাকে পবন পতিব্রতা বলিয়া প্রশংসা
করিতেছেন :—

গোভিঃ ক্রীড়িতবান্ কৃষ্ণ ইতি গোসমবুদ্ধিভিঃ ।
ক্রীড়ত্যপ্যপি সা লক্ষ্মীরহো দেবী পতিব্রতা ॥

লইয়া গরুর পাল স্নেহে বৃন্দাবনে
কেলি করিতেন কৃষ্ণ তাহাদের সনে ;
আজিও গরুর মত যারা বুদ্ধি ধরে
তাহাদেরি সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী যুবে ফিরে ।
তাই বলি, ধন্য তুমি লক্ষ্মি ঠাকুরাণি !
দেখাইলে পতি-ভক্তি, হেন মনে গনি ।
সতী সাধবী পতিব্রতা নারী যদি রয়,
তুমিই যথার্থ আছ, বলিব নিশ্চয় !

(৫)

বিষ, বিষ নয়, লক্ষ্মীই যথার্থ বিষ । লক্ষ্মীর সংসর্গে থাকিলে লোকে যে রূপ
অজ্ঞান হইয়া পড়ে, বিষ-পান করিলেও লোকে সে রূপ অজ্ঞান হইয়া পড়ে না ।
ইহার উদাহরণ দেখাইয়া কবি কহিতেছেন :—

ইলাহলো নৈব বিষং বিষং রমা
জনঃ পরং ব্যত্যয়মত্র মন্যতে ।
নিপীয় জাগতি সুখেণ তং হরঃ
স্পৃশান্নিমাং মুহুতি নিদ্রয়া হারঃ ॥

লক্ষ্মীই যথার্থ বিষ, বিষ বিষ নয়,
এ কথা সহজে লোক না করে প্রত্যয় ।
ঢক্ ঢক্ ক'রে বিষ গলায় ঢালিয়া
মহাদেব মহাস্থখে আছেন জাগিয়া !
লক্ষ্মীরে করিয়া স্পর্শ কিন্তু নারায়ণ
অঘোর নিদ্রায় পড়ি রনু অচেতন ।

(৬)

লক্ষ্মী যখনই বাহার সমুখে গিয়া পদার্পণ করেন, তখনই সে ব্যক্তি অন্ধ
হইয়া যায় । ইহার হেতু নির্দেশ করিয়া কবি কহিতেছেন :—

মন্যে সত্যমহং লক্ষ্মীঃ সমুদ্রাৎ ধূলিরুখিতা ।
পশ্যন্তোহপি ন পশ্যন্তি ক্রীমন্তো ধূলিলোচনাঃ ॥

কি কাণ্ড হইয়াছিল সমুদ্র-মহনে,
সমুদ্রই বেণ তাহা বুঝিয়াছে মনে
সমুদ্রের প্রাণে সব স'রে ছিল বটে,
ধূলি উড়েছিল কিন্তু ঘর্ষণের চোটে ।
এখন আমার মনে এই টুকু লয়,
লক্ষ্মী সেই ধূলি ছাড়া আর কিছু নয় !
লক্ষ্মী ধূলি না হইলে, তবে কি কারণ,
দেখিয়াও দেখিতে না পান ধনী জন !

(৭)

মহা দাতা, মহা বীর এবং মহা পণ্ডিতকেও ত্যাগ করিয়া লক্ষ্মী কেবল মহা

কৃপণকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন ! ইহার হেতু নির্দেশ করিয়া লক্ষ্মী স্বয়ং
কহিতেছেন :—

শূরং ত্যজামি বৈধব্যাতুদারং লজ্জয়া পুনঃ ।
বিদ্বাংসমপি সাপত্ন্যাং তস্মাৎ কৃপণমাশ্রয়ে ॥

যেই জন বীর, তারে কভু নাহি চাই,
পাছে বা বিধবা হই, এ ভয় সদাই !
যে জন পরম দাতা, নাহি চাই তারে,
পাছে মোরে সঁপে দেয় অপরের করে !
মাহি তারে ভালবাসি পণ্ডিত যে জন,
পাছে সতীনের জালা করে বা দহন ।
এই তিন জন মোর ছ-চক্ষের বিষ,
তাই ত কৃপণ ল'য়ে থাকি অহর্নিশ !

(৮)

লক্ষ্মীকে এক স্থানে রাখিবার জন্ত যতই চেষ্টা কর না কেন, কিছুতেই
তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না । ইহার কারণ দেখাইয়া কবি
কহিতেছেন :

অপি দোৰ্ভ্যাং পরিবদ্ধা
বদ্ধাপি গুণৈরনেকধা নিপুণৈঃ ।
নির্গচ্ছতি ক্ষণাদিব
জলধিজলোৎপত্তিপিচ্ছলা লক্ষ্মীঃ ॥

লক্ষ্মীকে দু-হাতে লোক ধরুক জড়িয়া,
অথবা বাধুক তারে বহু গুণ দিয়া,
চতুরের চুড়ামণি যদিও সে হয়,
লক্ষ্মীকে বাধিয়া রাখা সাধ্য তার নয় ।

সমুদ্রের জলে বাস চিরকাল যার,
সে যে পিছলিয়া যাবে, বৈচিত্র্য কি তার !

(৯)

লক্ষ্মী ঠাকুরাণী একবার যাহার স্বন্ধে চাপিয়া বসেন, সে ব্যক্তি অমনি বাক্য,
চক্ষু ও কর্ণের মাথাটি খায় । এই টুকু মাত্র করিয়াই যে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী চুষ
করিয়া থাকেন, ইহাই পরম সৌভাগ্যের কথা !

বাক্চক্ষুঃশ্রোত্রলয়ং
লক্ষ্মীঃ কুরুতে নরস্য কো দোষঃ
গরলসহোদরজাতা
ন মারয়তি যচ্চ তচ্চিত্রম্ ॥

মানুষের বাক্য চক্ষু কর্ণ দুটি আর
একা লক্ষ্মী সব গুলি করে ছারখার ।
মানুষের কোন দোষ নাহি তায় রয়,
লক্ষ্মীর নিজের দোষ, জানিও নিশ্চয় ।
যে লক্ষ্মীর সহোদর দুঃস্বপ্ন গরল,
প্রাণে যে মারে না, সেই পরম মঙ্গল !

(১০)

লক্ষ্মীবান্ লোক কিছুতেই গুণবান্ লোকের আদর করিতে চায় না । কবি
এই কথাটির স্বার্থার্থ, প্রতিপাদন করিবার জন্য পদ্মিনী ও চন্দ্রের উদাহরণ দিয়া
কহিতেছেন :—

লক্ষ্মীসম্পর্কজাতোহয়ং দোষঃ পদাস্ত্য নিশ্চিতম্ ।

যদেষ গুণসন্দোহধান্নি চন্দ্রে পরাধুখঃ ॥

লক্ষ্মী গিয়া চাপে যার স্বন্ধের উপর
সে জন না করে কভু গুণীর আদর ।

পদ্মিনীতে রয়ে লক্ষ্মী দিবস-যামিনী,
গুণবান্ চন্দ্রে তাই বিমুখ পদ্মিনী !

(১১)

লক্ষ্মী পৰম চঞ্চলা, পৰম কুটিল, এবং পৰম মোহ-কারিণী । তাঁহার
এরূপ হইবার বথেষ্ট কারণ আছে । কিন্তু গুণবান্ লোকের উপর তাঁহার
মাবাত্মক বিষ-দৃষ্টি কেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া কবি বিস্মিত হইয়া
কহিতেছেন :—

চাঞ্চল্যমুচ্চৈঃশ্রবসস্তরঙ্গাৎ
কৌটিল্যমিন্দোবিষতো বিমোহঃ ।
ইতি শ্রিয়াশিক্ষি সহোদরেভ্যো
ন বেদ্বি কস্মাদ্ গুণবদ্বিরোধঃ ॥

উচ্চৈঃশ্রবা নামে এক আছে তব ভাই,
চঞ্চলতা শিখিয়াছ তুমি তার ঠাই ।
চন্দ্র নামে আর এক ভাই তব আছে,
কুটিলতা শিখিয়াছ তুমি তার কাছে ।
বিষ নামে আর এক ভাই আছে তব,
তাঁহার গুণের কথা কি অধিক কব ;—
অজ্ঞান করিতে হয় কিসে সর্ব জনে,
তাহাই শিখেছ তুমি থাকি তার সনে ।
কিন্তু এক কথা আমি ভাবি অহর্নিশ,
গুণী জন কেন তব ছ-চন্দ্রের বিষ ।

(১২)

যে কবি লক্ষ্মীকে সামুদ্রিক জল-জন্তু বলিয়া বর্ণনা করেন, তাঁহার
ঐশ্বর্য্য সপ্রমাণ করিয়া এই স্ত্রী-কবি কহিতেছেন :—

লক্ষ্মীযাদোনিধেযাদো নাদো বাদোচিতং বচঃ ।
নিভেতি ধীবরেভ্যো যা জড়েষেব নিমজ্জতি ॥ (১)।

সমুদ্রের জল-জন্তু, লক্ষ্মীকে যে বলে,
তার মত সত্যবাদী নাই ভুল-ভুলে !
যদি ইহা মিথ্যা হবে, তবে কি কারণ
ধীবরে দেখিলে লক্ষ্মী ভয়ে ভীত হন !
কি কারণ তবে লক্ষ্মী জলে (ড়ে)তে ডুবিয়া
বারমাস স্থির রনু, না পাই ভাবিয়া !

(১৩)

লক্ষ্মী পরের বাড়ী গিয়া। সুস্থির-ভাবে কেন বারমাস বাস করিতে চাহেন ন
তাহার কারণ দেখাইয়া কবি কাহতেছেন :—

বা স্বসদানি পদ্মেহপি সন্ধ্যাবধি বিজৃম্বতে ।
সেন্দুরা মন্দিরেহন্তোষাং কথং স্থাস্থতি নিশ্চলা ॥

যে লক্ষ্মী নিজের ঘর রম্য পদ্ম-বনে
সন্ধ্যাবধি থাকিতেও স্থগী নয় মনে,
সে লক্ষ্মী পরের ঘরে সুস্থির হইয়া
কি রূপে থাকিবে সদা না পাই ভাবিয়া !

(১৪)

প্রাক্ষণেব প্রতি চিরকালই লক্ষ্মীর বিষ-দৃষ্টি কেন, কবি তাহা নিম্নলিখিত
শ্লোকে কহিতেছেন :—

(১) টিপ্পনী। যাদোনিধে:—সমুদ্রজন্তু। যাদ:—জলজন্তু:। নাদো বাদোচিতং বচ:—
‘অদো বচো বাক্যং ন বাদোচিতং অপবাদজনকং অপি তু প্রকৃতমেব। ধীবরেভ্য:—কৈবর্তেভ্য:,
(পক্ষে) ধীমন্ত্য: পণ্ডিতেভ্য:। জড়েষু—(ডলয়ো: সার্বগ্যাৎ) জলেষু, (পক্ষে) মূর্খেষু
নিমজ্জতি—অস্তর্দেশং গচ্ছতি, (পক্ষে) স্থস্থিরং তিষ্ঠতি।

পত্যো কৃতপদঘাত-

শচ লুকিততাতঃ সপত্নিকাসৈবী ।

ইতি দোষাদিব রোষাদ্

মাধবযোষা দ্বিজং ত্যজতি ॥

লক্ষ্মী-পতি নারায়ণ

লক্ষ্মী-পতি নারায়ণ

করিলেন তাঁর বুকে ভৃগু পদার্পণ ।

জন্মদাতা রত্নাকর

জন্মদাতা রত্নাকর

অগস্ত্য পুরিলা তাঁরে পেটের ভিতর ।

তাহে ভারতী সতীন

তাহে ভারতী সতীন

ব্রাহ্মণেরা তাঁর গুণ গান প্রতিদিন ।

দেখি এই সব দোষ

দেখি এই সব দোষ

লক্ষ্মীর মনেতে হ'লো বিষম আক্রোশ ।

লক্ষ্মী সেই রোষ-ভরে

লক্ষ্মী সেই রোষ-ভরে

না করেন পদার্পণ ব্রাহ্মণেব ঘরে !

(১৫)

লক্ষ্মী উচ্চ-কুলোদ্ভবা হইলেও তিনি নীচ-পথ-গামিনী এই জনকবি
ষ্মিত হইয়া বলিতেছেন :—

তাতঃ ক্ষীরপয়োনিধিঃ শিব শিব ভ্রাতা সুধাদীধিতিঃ

কান্তঃ কেশিনিসূদনস্ত্রিজগতীর্জ্জয়বীর্য্যঃ সূতঃ ।

কাজ্জন্ত্যেকধিয়ঃ সুরাসুরগণাঃ যন্তাঃ কটাক্ষং সদা

সা চেন্নীচপথানুগা পুনরহো কে নাম লোকে বয়ম্ ॥

যাঁর জন্মদাতা সেই ক্ষীরোদ-সাগর,

যাঁর সহোদর সেই দেব শশধর,

[৯]

পতি ষার নারায়ণ কেলি-নিহদন,
 ত্রিলোক-বিজয়ী হন ঘাঁহার দন্দন,
 করুণা-কটাক্ষ ষার প্রাপ্তির কারণ
 একমনে ধ্যান করে দেব-দৈত্য-গণ,
 সে লক্ষ্মী করেন যদি কুপণে গমন,
 ঝানুঘের কথা আর কোথার তখন।

(১৬)

কবির চক্ষে লক্ষ্মী পরম অসতী ও সরস্বতী পবন সতী। ইহাব কারণ নির্দেশ
 করিয়া এই স্ত্রী-কবি কহিতেছেন :—

সুখয়তিতরাং ন রক্ষতি
 পরিচয়লেশং গণাগ্নেনব স্ত্রীঃ ।
 কুলকামিনীব মোজ্জ্বতি
 বাগ্ দেবী জন্মজন্মাপি ॥

লক্ষ্মীর গুণের কথা কি কহিব আর,
 বেণ্ডার মতন তার দেখি ব্যবহার !
 আগে মহাসুখ দেয় ধ'রে গিয়া যারে,
 কিছুদিন পরে কিন্তু চিনিতে না পারে।
 কিন্তু কি আশ্চর্য্য দেখ, সরস্বতী তার
 সতী সাধবী পতিব্রতা রমণীর প্রায় :—
 অল্প কাহারেও আর না ভজি কখন
 জন্মে জন্মে ধ'রে রনু সেই এক জন !

স্বর্ণ-সপ্তকম্

(মারুলা-বিরচিতম্)

(১)

কোন্ কোন্ “ক”কার-বিশিষ্ট পাঁচটী বিষয় থাকিলে মনুষ্য প্রাধান্য লাভ করে, তাহাই এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে :—

কথয়া কান্ত্যা কীৰ্ত্ত্যা চ কারুণ্যেন কুলেন চ ।
ককারৈ পঞ্চভিরেভিন্নরৌ য়াতি প্রধানতাম্ ॥

কথা কান্তি কীৰ্ত্তি কুল কারুণ্য,—“ক”কান
ক’রে দেয় মানবেব প্রাধান্য-প্রচার !

(২)

এ সংসাবে কোন্ কোন্ “জ”কার-বুদ্ভ বিষয় সুদুর্লভ, তাহাই এই শ্লোকে
নিরূপিত হইয়াছে :—

জননী জন্মভূমিশ্চ জনকশ্চ জনার্দনঃ ।
জাহ্নবীজলপানঞ্চ জকারাঃ পঞ্চ দুর্লভাঃ ॥

জনক জননী জন্মভূমি জনার্দন
জাহ্নবীর জল,—পঞ্চ সুদুর্লভ ধন !

(৩)

কি কি “জ”কার-বিশিষ্ট পদার্থের কিছুতেই উদর-পূর্ত্তি হয় না, তাহাই
এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

জামাতা জঠরং জায়া জাতবেদা জলাশয়ঃ ।
পূরিতা নৈব পূর্য্যন্তে জকারাঃ পঞ্চ দুর্ভরাঃ ॥

জামাতা জঠর জায়া আর জলাশয়
পূনঃ জাতবেদা (অগ্নি), এই পাঁচ মহাশয় !

যত পায় তত খায়, নাহি ভরে পেট,
ভরাইতে যেই যায়, তারি মাথা হেঁট !

(৪)

কোন্ কোন “ত”কারাদি বিষয় সম্বন্ধে না পারিলে মনুষ্য এ সংসারে
হস্তভাগ্য বলিয়া গণ্য হয়, তাহাই এই শ্লোকের বক্তব্য বিষয় :—

তাম্বুলং তপনং তৈলং তুলস্বয়ী তনুনপাং ।
হেমন্তে যৈন সেব্যন্তে তে নরা নিধিবন্ধিতাঃ ॥

তাম্বুল, তপন, তৈল, তুল, তস্বী নারী,
তনুনপাং,—ছয় বস্তু সংসারে নেহারি !
হেমন্তে এ ছয় বস্তু ভাগ্যে যার নাই,
তার প্রতি বিধি বাম, জানিও সদাই !

বাখ্যা । তুলঃ—তুলা ইতি ভাষা । তস্বী—কুশঙ্গী. সুন্দরী । তনুনপাং—অগ্নিঃ ॥

(৫)

যে যে “ম”কার-বিশিষ্ট বিষয় অত্যন্ত চঞ্চল, তাহাদেরই নাম এ শ্লোকে নির্দিষ্ট
কইয়াছে :—

মনো মধুকরো মেঘো মানিনী মদনো মরুৎ
মা মদো মর্কটো মৎস্তো মকারা দশ চঞ্চলাঃ

মন মধুকর মেঘ মানিনী মদন
মর্কট মরুৎ মৎস্ত মদ মা (লক্ষ্মী) ভীষণ !
এ দশ “ম”কার ! অতি চঞ্চল ধরায়,
কিছুতে ইহারা নাহি স্থির হ’তে চায় !

(৬)

যে যে “ব”কারাদি বস্তু প্রাপ্ত হইলে লোকে গৌরবান্বিত হয়, কবি এই
শ্লোকে তাহাদেরই নাম নির্দেশ করিতেছেন :—

বস্ত্রেন বপুষা বাচা বিদ্যা বিভবেন চ ।

বকারৈঃ পঞ্চভিষুক্তো নরঃ প্রাপ্নোতি গৌরবম্ ॥

বস্ত্র, বপুঃ, বাক্য, বিদ্যা, বিভব যাহার

সংসারে বিবাজ করে এ পাঁচ “ব”কার,

হায়রে যেখানে কেন যাক না যখন,

পরম খাতির যত্ন পায় সেই জন !

(৭)

কোন সাতটি “স”কারাদি বস্তু এ সংসারে বড়ই দুর্লভ, তাহা কবি এই শ্লোকে
নিরূপণ করিয়া দিতেছেন :—

সম্পৎ সরস্বতী সত্যং সন্তানঃ সদনুগ্রহঃ ।

সত্তা স্মৃতিসম্ভারঃ সকারাঃ সপ্ত দুর্লভাঃ ॥

সম্পৎ সন্তান সত্য সত্তা (সাধুত্ব) সরস্বতী

সংকল্পা স্মৃতি, —সপ্ত স্মৃতি দুর্লভ অতি !

নীতি-দশকম্

(শীলাভট্টারিকা-বিরচিতম্)

(১)

লক্ষ্মীবান্ লোক পরের ব্যথা বুঝিতে পারেন না । ইহাই কবি কৌশল-ক্রমে
এই শ্লোকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন :—

শেষে ভবভরাক্রান্তে শেতে নারায়ণঃ শ্রিয়া

লক্ষ্মীবন্তো ন জানন্তি দুঃসহাং পরবেদনাম্ ॥

একে ত অনন্ত নাগ মাথার উপর

ধরে রর ব্রহ্মাণ্ডের ভার নিরন্তর ;

ভথাপি উপরে তার দেব নারায়ণ
লক্ষ্মীরে লইয়া সুখে করেন শয়ন ।
লক্ষ্মী যার ঘাড়ে গিয়া চাপে এ সংসারে,
সে জন পরের ব্যথা বুঝিতে না পারে !

(২)

পরম পণ্ডিত, অত্যন্ত পণ্ডিত ও গো-মূর্খের বচন-বিজ্ঞাস দ্বিরূপ ভাগাই
এই শ্লোকে কৌশল-সহকারে কথিত হইয়াছে :—

শব্দায়তে শ্রুতিকঠোরমলং জলেন
হীনো ঘটোহর্দ্ধসলিলাদপি রোতি ঘোরম্ !
পূর্ণোহরবো ভবতি যং তদয়ং বিশেষ্যে
বিদ্যাবতোহল্লবিদুষঃ খলু বালিশস্ত ॥

জল-শূণ্য ঘট কাণ কালা পাল্য করে,
অর্দ্ধ-জল হইলেও কটু রব ধরে ।
কিন্তু সেই ঘট যদি জল-পূর্ণ হয়,
কিছুমাত্র শব্দ তার কভু নাহি রয় ।
তাই বলি এ সংসাবে, হেন মনে লব্ব,
এই তিন-রূপ ঘটে প্রভেদ যা রয়,
পরম গোমূর্খ, আর অত্যন্ত বিদ্বান্,
পরম পণ্ডিত তিনে, তাই বিদ্যমান ।

(৩)

স্নেহ বস্তুর আদর নাই । ইহাই এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয় :—

যে লোকা মলয়োপকর্ঠনিলয়াস্তেদ্বিক্রনং চন্দনং
তীরোপান্তনিবাসিনাং জলানধে রত্নান পাষণবৎ ।
কাশ্মীরেষু নিবাসিনামপি নৃণাং নাস্ত্যাদরঃ কুক্কুমে
ষৎ দ্রব্যং নিকটে মহার্ঘমপি তৎ ক্রীণাদরং বর্ত্ততে ॥

অলস-পৰ্বত-পাশে' বাহাদেব বাস,
দন্দনে ইক্ষন ভাবে তারা বার মাস ।
রক্তাকর সমুদ্রের তীরে থাকে যারা,
রতনে পাষণ ভাবে মনে মনে তারা ।
কাশ্মীর-প্রদেশে যারা থাকে সর্বক্ষণ,
নাহি থাকে তাহাদের কুঙ্কমে যতন ।
অতি মহামূল্য দ্রব্য থাকুক নিকটে,
তথাপি তাহার প্রতি অনাদর ঘটে !

(৪)

কান্ বস্তু কাহাব অলঙ্কার, তাহাই কবি এই শ্লোকে নির্দেশ
করাইতেছেন :—

নভোভূষা পৃষা কমলবনভূষা মধুকরো
বচোভূষা সত্যং বরতিভবভূষা বিতরণম্ ।
মনোভূষা মৈত্রী মধুসময়ভূষা মনসিজ্ঞঃ
সদোভূষা সূক্তিঃ সকলগুণভূষা চ বিনয়ঃ ॥

আকাশেব অলঙ্কার দেব দিবাকর,
পদ্মিনীর অলঙ্কার মুগ্ধ মধুকর,
সত্য থাকিলেই তবে বাক্যের ভূষণ,
ধনীর ভূষণ নিত্য ধন-বিতরণ,
মনের ভূষণ রয় মিত্রতা থাকিলে,
মদন ভূষণ হয় বসন্ত আসিলে,
সত্যের ভূষণ যদি সাধু বাক্য রয়,
সর্ব-গুণ-বিভূষণ কেবল বিনয় !

(৫)

কে কোন বিষয়ে রত্ন-স্বরূপ, তাহা কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

কলারত্নং গীতং গগনতলরত্নং দিনমণিঃ
 সভারত্নং বিদ্বান্ শ্রবণপুটরত্নং হরিকথা ।
 নিশারত্নং চন্দ্রঃ শয়নতলরত্নং শশিমুখী
 মহী মান্ জয়তি রঘুনাথো নৃপবরঃ

চৌষটি কলার মধ্যে মহারত্ন গান,
 আকাশের মহারত্ন সূর্য্য বিদ্যমান,
 সভ্যব পরম রত্ন বিদ্বান্ যে জন,
 শ্রবণের রত্ন হরি-নাম-সংবীর্জন,
 রজনীর মহারত্ন দেব নিশাকর,
 শস্যার পরম রত্ন রমণী সুন্দর,
 পৃথিবীর মহারত্ন রাম রাজবর,
 জয় জয় জয় বীর জয় নিরন্তর !

(৬)

কিসে কালার শোভা হয়, তাহাই এস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে :—

শশিনা নিশা নিশয়া চ শশী
 শশিনা নিশয়া চ বিভাতি নভঃ ।
 পয়সা কমলং কমলেন পয়ঃ
 পয়সা কমলেন বিভাতি সরঃ ॥

রাত্রি শোভা পায়, যদি চন্দ্র থাকে তার,
 রাত্রি যদি থাকে, তবে চন্দ্র শোভা পায়
 রাত্রি ও চন্দ্রের হ'লে একত্র মিলন
 মহাশোভা পায় এই অনন্ত গগন ।
 পদ্ম শোভা পায় যদি, থাকে বহু জল,
 পদ্ম থাকিলেই অল শোভে অবিরল

একত্র থাকিলে পদ্ম জল নিরন্তর,
পরম সুন্দর শোভা ধরে সরোবর !

(৭)

কোন বস্তু দ্বারা কোন বস্তু মনোহর হয়, তাহাই এই শ্লোকে নিগূঢ়
হইয়াছে :—

মণিনা বলয়ং বলয়েন মণি-
মণিনা বলয়েন বিভাতি করং ।
কবিনা চ বিভূবিভূনা চ কবিঃ
কবিনা বিভূনা চ বিভাতি সভা ॥

বলয়ের শোভা, যদি মণি থাকে তার,
বলয়ে থাকিলে, তবে মণি শোভা পায় ।
বলয় ও মণি যদি দুই থাকে করে,
তা হ'লেই সেই কর অতি শোভা ধরে ।
রাজা শোভা পান, যদি কবি থাকে তাঁর,
রাজ্যও থাকিলে, কবি শোভে অনিবার ।
কবি আর রাজা যদি থাকেন সভায়,
তবেই পবন শোভা সেই সভা পায় !

(৮)

তেজস্বী পুরুষের গৃহে রমণী প্রাধান্য প্রকাশ করিতে পারে না । ইহাই এই
শ্লোকের কথিতার্থ :—

শক্ত্যা যুক্তে বিদ্যমানেহপি কান্তে
ন প্রাধান্যং যোষিতাং কাপি দৃষ্টম্
শুক্রৈ পক্ষে শীতরশ্মৌ বলিষ্ঠে
ন প্রাধান্যং তারকাণাম্ দৃষ্টম্ ॥

পুরুষ সর্বদা শক্ত হইলে সংসারে,
নারীর প্রাধান্য কিছু থাকিতে কি পাবে ?

[১০]

পুরু পক্ষে চক্ষু যবে বলবান্ হন,
নাহি রহে তারকার প্রাধান্য তখন !

(৯)

কি কি গুণ দেখিয়া পুরুষের পরীক্ষা করিতে হয়, তাহাই এই
শ্লোক নিরূপিত হইয়াছে :-

যথা চতুর্ভিঃ কনকং পরীক্ষ্যতে
নিঘর্ষণচ্ছেদনতাপতাড়নৈঃ ।
তথা চতুর্ভিঃ পুরুষঃ পরীক্ষ্যতে
শ্রুতেন শীলেন কূলেন কৰ্ম্মণা ॥

ঘর্ষণ, ছেদন, তাপ আর বিতাড়ন,
করে যথা সূবর্ণের পরীক্ষা গ্রহণ,
তথা কুল শীল বিজ্ঞা কৰ্ম্ম চাৰি ধনে
নরের পরীক্ষা লয়, জানিও ভূবনে !

(১০)

কোন কোন অসুখকর বিষয় কিরূপ অবস্থাপন্ন হইলে সুখকর হয়, তাহাই এই
শ্লোকের কবির বক্তব্য বিষয় :-

দরিদ্রতা ধীরতয়া বিরাজতে
কুরূপতা শীলতয়া বিরাজতে ।
কুভোজনং চোষতয়া বিরাজতে
কুবস্ত্রতা শুভ্রতয়া বিরাজতে ॥

দরিদ্রের শোভা, যদি থাকে সুধীবতা,
কুরূপের শোভা, যদি থাকে সুশীলতা,
কুখাদ্যের শোভা হয় উষ্ণ যদি রয়,
কুবস্ত্রের শোভা হয় শুভ্র যদি হয় !

নীতি-প্রদীপঃ

(বেতানভট্ট-বিরচিতঃ)

(১)

সাপুত্র ধন পরোপকারেই ব্যয়িত হইয়া থাকে । সমুদ্র, বিক্র্যা-গিরি ও
মায়-গিরির কার্য্য-কলাপ দেখাইয়া কবি এই কথাটির যথার্থ্য প্রমাণাদয়
দানিতেছেন

রত্নাকরঃ কিং কুরুতে স্বরত্ন-
বিক্র্যাচলঃ কিং করিভিঃ কুরোতি
শ্রীখণ্ডখটৌর্মলয়াচলঃ কিং
পরোপকারায় সতাং বিভূতিঃ ॥

সমুদ্রের কিবা ফল রাখিয়া রতন ?
বিক্রয়ার বা কিবা ফল রাখি হস্তিগণ ?
মলয়ের কিবা ফল রাখিয়া চন্দন ?
পরের হিতের লাগি মহতের ধন !

(২)

'গুণী জন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াও যদি নিগুণ জনের নিকট আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ
করেন, এবং যদি নিগুণ জনে গুণী-জনের অভির্থনা না করিয়া তাহাকে দূরীভূত
করে, তবে তাহাতে নিগুণ জনেরই ক্ষতি হইবে ; গুণী জন অন্য স্থানে গিয়া মহা
দমাদয় প্রাপ্ত হইবেন । ভূষ ও হস্তীর উদাহরণ দিয়া কৌশল ক্রমে কবি এই
প্রকারে এই কথাই কহিতেছেন :—

কর্ণাবঘাতনিপুণেন চ তাদ্যমানা
দূরীকৃতাঃ করিবরেণ মদাক্ষবুদ্ধ্যা ।
তস্মৈব গণ্ডযুগমণ্ডনহানিরেষা
ভূঙ্গাঃ পুনর্বিচপদ্যবনে চরন্তি ॥

হস্তী অতিশয় পটু কর্ণ-সঞ্চালনে
 মদস্রাবে মহামত্ত হ'য়ে মনে মনে,
 মাথা হ'তে তাড়াইল যবে ভূঙ্গগণ,
 অমনি গণ্ডের শোভা কমিল তখন।
 বিকসিত পদ্ম-বনে থাকি অনিবার
 ভ্রমর করিবে কেলি, হুঃখ কিবা তার ?

(৩)

ঈশ্বরের বিধান অতিক্রম করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। স্বাধীন ব্যাক্তকে ও
 কাল-বশে পরাধীন হইয়া পড়িতে হয়। দুর্জা হস্তীও শোচনীয় পরিণাম
 দেখাইয়া কবি এই বাক্যের সত্যতা নিরূপণ করিতেছেন :

যেনাকারি মৃগালপত্রমণনং ক্রীড়া করিণ্যা সহ
 স্বচ্ছন্দং ভ্রমণঞ্চ কন্দরচয়ে পীতং পয়ো নৈবরম্।
 সৌহর্যং বন্যকরী নরেষু পতিতঃ পুষ্পাতি দেহং ভূগৈ-
 র্যদৈবেনং ললাটপত্রলিখিতং তং প্রোজ্জিতুং কঃ ক্ষমঃ ॥

খাইত মৃগাল-পত্র যেই অধিরত,
 হস্তিনীর সনে যার কেলি ছিল কত,
 গুহায় স্বচ্ছন্দে যার হইত ভ্রমণ,
 ঝরণার জলে যার ভূষণ-নিগবণ,
 সেই বন্য-হস্তী আজ নরেন্দ্র অধীন,
 ভূগ খে'য়ে দেখে তার কাটিতেছে দিন ;
 ভায় রে সংসারে আছে হেন কোন্ জন,
 ললাটে বিধির লিপি যে করে খণ্ডন !

(৫)

খাইব চন্দ্র-দুর্ঘা-গ্রাস, মনুষ্যের গজ-ভূঙ্গ-বন্ধন, এবং বুদ্ধিমান পুরুষের

দারিদ্র্য দর্শন করিয়া স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, বিধাতার বিধান অতিক্রম করা
মহুঘোর শক্তি-বহির্ভূত। ইহাই এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয় :—

শনিদিবাকরয়োঃ হপীড়নং
গজভুজঙ্গমরোরপি বন্ধনম্ ।
বতিমতাকং বিলোক্য দরিদ্রতাং
বিধিরহো বলবানিতি মে মতিঃ ॥

চন্দ্র-সূর্য্যে গ্রাহ প্রহ করিছে পীড়ন,
হস্তি-দর্পে নরগণ করিছে বন্ধন,
দারিদ্র্য হইতে দুঃখ পার বুঝিলাম,
বুঝিলাম, বিধাতাই এক বলবান !

(৫)

ব্যোমৈকাস্তবিহারিণোহপি বিহগাঃ সংপ্রাপ্ত্ব বস্ত্যাপদং
বধ্যাস্তে নিপুণৈরগাধসলিলাং মৎস্তাঃ সমুদ্রাদপি ।
দূর্নীতং কিমিহাস্তি কিং স্চরিতং কঃ স্থানলাভে গুণঃ
কালো হি ব্যসন প্রসারিতকরো ধূহ্নাতি দূরাদপি ॥

“অষ্টরত্ন” প্রবন্ধের দ্বিতীয় শ্লোকের মুখবন্ধ ও অন্ত্যবাদ এইক।

(৬)

বিধাতা অমুকুল থাকিলে লোকে তুচ্ছ ভাবিয়া উত্তম বস্তুও পরিত্যাগ করে
কিন্তু তিনি প্রতিকূল হইলে তাহাকে অধম বস্তুও গ্রহণ করিতে হয়। মধুকরী
ও বদরীর উদাহরণ দিয়া কবি এই কথাটির সত্যতা নিরূপণ করিতেছেন :—

অবিদলন্যুকূলে বকূলে যয়া
পদমধামি কদাপি ন হেলয়া ।

অহহ সাঁ সহসা বিধুরে বিধৌ
মধুকরী, বদরীমধুবর্ত্ততে ॥

অকৃত-মধুলে বেঁধে বকুলে লইয়া
রমন করিয়াছিল আঁলানে মাতিয়া,
হার রে বিধাতা যবে কৃপা নিল হরি,
বদরী ধরিল গিয়া সেই মধুকরী !

৭)

সময় মন্দ হইলে অসম্ভব বিবরণও সম্ভবপর হইয়া থাকে। মানুষ প্রবল
পিপাসার বশবর্ত্তা হইয়া এক গম্ভূবে অনন্ত সমুদ্রকেও শুষ্ক করিয়া দিতে পারে।
একপ অদ্ভুত ঘটনা তাহার কৰ্ম-কল ভিন্ন আর কিছুই নহে ! ইতাই এই
শ্লোকের কলিতার্থ :—

গতোহস্মি তীরং জলধেঃ পিপাসয়া
স চাপি শুষ্কশ্চ লুকীকৃতো যয়া ।
ন লক্ষ্যতে দোষলবোহপি তোরধে-
র্মমৈব তৎ কৰ্ম্মফলং বিজুড়তে ॥

জল-পান হেতু আমি তইয়া অধীর
বীরে ধীরে বাইলাম সমুদ্রের তীর ।
পেট ভরে খাব জল, ছিল বড় আশা,
গম্ভূবে শুকায়ে গেল, না গেল পিপাসা,
সমুদ্রের কিবা দোষ বল তার আর,
আমারি কৰ্ম্মের ফল,—বুঝিলাম সার !

(৮)

অদ্বানে গতিত হইলে সহস্ "শৌকেবও" "গর" "দুর্গতি" উপস্থিত

ব্যাধ-গরী গজ-মুত্তাকেও বদরী-অরে তুচ্ছ জান করিয়া তাহা দূরে ফেলিয়া দেয় । ইহাই এই শ্লোকে কবির বক্তব্য বিষয় :—

সিংহকুণ্ডকরীন্দ্রকুণ্ডগলিতং রক্তাক্তমুক্তাকলং
কাস্তারে বদরীধিয়া ক্রান্তমগাং ভিল্লস্ত পত্নী মুদা
পাণিত্যামবগৃহ্য শুরকঠিনং তদীক্য দূরে জহৌ
সঙ্গান পততামতীৰ মহতামেতাদৃশী দুর্গতিঃ ॥

করি-কুণ্ড দিল সিংহ বিদীর্ণ কবির,
রক্ত-মাথা মুক্তা এক পড়িল খসিরা ।
দেখিতে কুলের মত ভাবি তাহা মনে,
আহ্লাদে ব্যাধের পত্নী ছুটে গেল বনে ।
হাতে টিপিয়া দেখে শক্ত অতিশয়,
ফ'লে দিল,—শাদা রক্ত দেখিয়া বিষয় !
জ্ঞানে পতিত যদি হন মহাজন,
এপ' দুর্গতি তাঁর হইবে তখন !

(২)

অন্তরঙ্গ-শূন্য ব্যক্তির বাহ্যভূষণ হইতে কোনরূপ সুকল-প্রাপ্তির প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না । পুষ্প-কলাদি-সমন্বিত ফল-শূন্য অশোকের তলে বসিয়া সুধার্ত্ত পথিক বধন আপনার সুখ-শাস্তি করিতে অক্ষম, তখন অশোক বৃক্ষের জীবন-ধারণই বুঝা । ইহাই এই শ্লোকে কবি আক্ষেপ করিয়া কহিতেছেন :—

কিং তে নত্ৰতয়া কিমুন্নততয়া কিং বা ঘনচ্ছায়য়া
কিং বা পল্লবলীলয়া কিমনয়া বাশোক পুষ্পপ্রিয়া
বহুশূলনিষগ্ধিষপথিকস্তোমঃ স্তবস্বয়ং
ন শ্যাদুনি যদুনি প্রাদতি কলাকাক্ষুঃকঠিতঃ ॥

হও না বতই নম্র, বতই উন্নত
 ছায়ায় কর না কেন বতই আবৃত
 বতই হোক না তব পল্লব স্তম্ভর,
 বতই হোক না তব পুষ্প মনোহর,
 থাকুক বতই গুণ সংসারে তোমার,
 হে অশোক ! এক বিনা সকলি অসাব,—
 বেহেতু পথিক-গণ ক্ষুধার আগার
 আশা করে ছুটে গিয়া তোমার তলার,
 কোমল স্মিষ্ট কল পাড়ি বা কুড়িয়া
 খেতে নাহি পার কভু আকণ্ঠ পূরিয়া !

(১০)

যে ব্যক্তির বাহ্য আড়ম্বর আছে, অথচ কোনরূপ পরোপকারিতা নাই,
 তাহার আশ্রয়ে থাকিলে অর্থি-জনের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। শাল্মলি-বৃক্ষের
 উদাহরণ দিয়া কবি আক্ষেপ করিয়া ইহাই কহিতেছেন :—

দূরে মার্গান্নিবসসি পুনঃ কণ্টকৈরাবৃতোহসি
 ছায়াশূন্যঃ কলমপি চ তে বানরৈরপ্যভক্ষ্যম্ ।
 নির্গন্ধস্ত্বং মধুপরহিতঃ শাল্মলে সারশূন্যঃ
 সেবান্মাকং ভবতি বিকলা তিষ্ঠ নিঃশস্ত যামঃ ॥

পথ হ'তে বহু দূরে করহ নিবাস,
 কাঁটার আচ্ছন্ন হ'য়ে থাকে বারমাস,
 ছায়া নাই ; হেন কল করহ ধারণ,
 বানরেও নারে বাহা করিতে ভক্ষণ ।
 পুষ্পেও স্নগন্ধ নাই, না বসে স্তম্ভর,
 কিছুমাত্র সার নাই কাণ্টের ভিতর,
 হে শাল্মলি ! বুঝা সব হইল বধন
 নিবাস কেলিয়া মোরা চলিল এখন

(১১)

পরম ধনীতা কুপণ ব্যক্তি বা বাটীতে আসিয়া অর্থি-গণ বিফল-মনোরথ হইয়া
প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হয়। শাল্মলি-রক্ষ কত জীবকেই প্রবঞ্চিত করিয়া
পারুক। ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ

হংসাঃ পদ্মবনাশয়া মধুলিহঃ সৌরভ্যলাভাশয়া
পান্থাঃ স্বাদুফলাশয়া বলিভুজো গৃধ্রাশ্চ মাংসাশয়া
দূরাছুত্তমপুষ্পরাগনিকরৈর্নিঃসার মিথ্যোন্নতে
রে রে শাল্মলিপাদপ প্রতিদিনং কে ন দ্বয়া বঞ্চিতাঃ ॥

হংস-গণ ছুটে আসে ভাবি পদ্ম-বন,
গৃধ্র লভিতে ছুটে আসে ভুঙ্গ-গণ,
মিষ্ট-ফল লোভে আসে পথিকের দল,
মাংস ভাবি আসে কাক শকুন সকল,
দূর হ'তে রক্ত-বর্ণ পুষ্প মনোহর
দেখিয়াই আসে কত প্রাণী নিরন্তর।
হে শাল্মলি ! তাই আমি জিজ্ঞাসি এখন,—
কারে বা বঞ্চনা তুমি না কর কখন ?

(১২)

পৃথিবীতে অনেক লোক আছে যটে, কিন্তু বাঁহার আশ্রয়ে আসিলেই আতঙ্কিত
লোকেবও পরম উন্নতিসাধন হইয়া-থাকে তিনিই ষথার্থ মহান্ লোক। পৃথিবীতে
স্বর্ণ-গিরি (সুমেরু) রৌপ্য-গিরি (কৈলাস) প্রভৃতি অনেক পর্বত আছে সত্য, কিন্তু
একমাত্র মলয় পর্বতই ধন্য ! কারণ তাহাকে অবলম্বন করিলেই শ্রাওড়া, নিম
কুর্চি প্রভৃতি অতি তুচ্ছ বস্তুও চন্দন হইয়া যায়। ইহাই এই শ্লোকের ভাবার্থ :—

কিং তেন হেমগিরণা রজতাদ্রণা বা
যত্র স্থিতা হি তরুস্তুরবন্ত এব ।

[১১]

মন্ত্যামহে মলয়মেব যদাশ্রয়েণ

শাখোটনিম্বকুটজা অপি চন্দনাঃ স্মৃঃ ॥

সুরম্য সুবর্ণময় সুমেরু-পর্বতে
অথবা রক্ততময় কৈলাস-গিরিতে
সে বৃক্ষই প'ড়ে থাক্ হইয়া বিলীন,
সে বৃক্ষ সে বৃক্ষ রয় হায় চিরদিন ।
আছে বটে, দেখি এক মলয়-ভূধর,
এ ক্ষণতে সবে যার করে সমাদর ।
যে হেতু কবিলে তার আশ্রয় গ্রহণ,
শ্রাওড়া কুর্চি নিম্ন হইবে চন্দন !

(১৩)

যথাকালে কার্য্য না করিলে তাহা নিফল হইয়া যায় । কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়া
কবি এই শ্লোকে এই কথাটির সত্যতা প্রতিপাদন করিতেছেন :—

১নর্ব্বাণদীপে কিমু তৈলদানং
চৌরে গতে বা কিমুতাবধানং ।
বয়োগতে কিং বনিতাবিলাসঃ
পয়োগতে কিং খলু সেতুবন্ধঃ ॥

প্রদীপ নিবিলে কিবা ফল তৈল-দানে ?
চোর পলাইলে কিবা ফল অবধানে ?
বয়স কাটিয়া গে'লে তার্য্যায় কি ফল ?
বাধ বেঁধে কিবা ফল বাহিরিলে জল ?

(১৪)

যে ব্যক্তিই অযথাকালে কার্য্য করিয়া থাকে । অযথাকালে কি কি কার্য্য করা
অনুচিত, তাহাই এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে :—

শীতেহতীতে বসনমশনং বাসরান্তে নিশান্তে
 ক্রোড়ারম্ভং কুবলয়দৃশাং যৌবনান্তে বিবাহম্ ।
 সেতোর্বন্ধং পরসি চলিতে বান্ধিকে তীর্থযাত্রাং
 বিভেহতীতে বিতরণমতিং কৰ্ত্তৃমিচ্ছন্তি মূঢ়াঃ ॥

শীত কাল গে'লে শীত-বস্ত্র-পরিধান,
 আহার-গ্রহণ যবে দিন-অংশান,
 রাত্রি-কাল শেষ হ'লে প্রেম-আলাপন,
 বিবাহ কবিতে সাধ যাইলে যৌবন,
 নান্দ বাধিবার ইচ্ছা জল ঢ'লে গে'লে,
 তীর্থ-ধামে পর্য্যটন বৃদ্ধ-কাল হ'লে
 ধন গে'লে বড় সাধ ধন-বিতরণে,
 এ সব করিতে ইচ্ছা করে মূঢ় জনে !

(১৫)

সাধারণতঃ নূতন বস্তুর ঘেরূপ আদর থাকে, পুরাতন বস্তুর সেরূপ আদর
 থাকে না ; কিন্তু কোন্ কোন্ পুরাতন বস্তুর অত্যন্ত আদর, তাহাই এই শ্লোকে
 কথিত হইয়াছে :—

নবং বস্ত্রং নবং ছত্রং নব্যা স্ত্রী নূতনং গৃহম্ ।
 সৰ্বত্র নূতনং শস্ত্রং সেবকান্নং পুরাতনম্ ॥

নূতন বসন আর ছত্রও নূতন,
 নূতন রমণী পুনঃ নূতন ভবন,
 সমস্ত নূতন বস্তু পরম সুন্দর,
 কিন্তু পুরান ভৃত্য অন্ন মনোহর !

(১৬)

নারিকেলের জল-সঞ্চারের আয় লক্ষ্মীর আগমন কেহই দেখিতে পায় না ।
 গজ-ভুক্ত অন্তঃসার-শূন্য কপিথ (কদবেল) ফলের মত তাঁহার বহির্গমনও মানবের
 দৃষ্টি-শক্তির বহির্ভূত । ইহাই এই শ্লোকের বক্ষ্যমাণ বিষয় :—

সমায়ান্তি যদা লক্ষ্মীনারিকেলফলান্ধুবৎ
বিনির্ঘাতি যদা লক্ষ্মীগজভুক্তকপিথবৎ

কখন আসেন লক্ষ্মী, বুকে উঠা ভার,
নারিকেলে হয় যথ্যা জন্মের সঞ্চার ।
কখন বা যান লক্ষ্মী, বুকে উঠা দায়,
গজ-ভুক্ত-উদ্গিরিত কপিথের প্রায় !

নীতি-রত্নম্

(বরকৃষ্ণি যিরচিতম্)

(১)

চতুর্শ্লুখ ত্রাক্ষর চতুর্শ্লুখই যাঁহার বিহার-ভূমি, এবং বাচালতাই যাঁহার
প্রধান অনঙ্গার, সেই সরস্বতী-দেবীর পদে প্রণাম করিয়া কবি মঙ্গলাচরণ
করিতেছেন :—

চতুর্শ্লুখনুখান্তোজশৃঙ্গাটকবিহারিণীম্ ।
নিত্যপ্রগল্ভবাচালামুপতিষ্ঠে সরস্বতীম্

চতুর্শ্লুখ-মুখ-পদে চতুর্শ্লুখ রয়,
তাহাতে বিহার যাঁর হইয়া তনয়,
নিরন্তর বাচালতা বদনে যাঁহার,
সেই ভারতীর পদে প্রণাম আগার !

(২)

এ সংসারে যাবতীয় দুঃখ সহ্য হইতে পারে, কিন্তু অরসিক ব্যক্তির সহিত
সমালোচনা করিয়া যে বিষম দুঃখ হয়, তাহা কিছুতেই সহ্য হয় না । ইহাই এই
শ্লোকের নিষ্কথিতার্থ :—

ইতরতাপশতানি যদৃচ্ছয়া
বলিখ তানি সহৈ চতুরানন
অরসিকেযু রসশ্চ নিবেদনং
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ ॥

দ্বি-জগতে যত দুঃখ আছে চতুর্দুঃখ !
যত পার লিখে দাও, নাহি তায় দুঃখ ।
অরসিক সনে যায় রসলাপ হয়,
তাহার কপালে সুখ কিছুতে না রয় ।
“জীবন ধরিয়া তুমি যত দিন রবে,
অরসিক সনে তব রসলাপ হবে”
এ কথাটি যেন প্রভু ! কপালে আমার
লিখ না, লিখ না, তুমি ভুলে একবার !

(৩)

কাব্যামৃত-পান ও সাধুব সহিত আলাপন, এই দুইটি পদার্থই এই অসার
সংসারে সারক বস্তু । ইহাই শ্লোকের বক্তব্য বিষয় :—

সংসারবিঘরক্ষশ্চ দে ফলে অমৃতোপমে ।

কাব্যামৃতরসাস্বাদঃ সর্বদা সাধুসঙ্গমঃ ॥

এ সংসার, বিষ-রক্ষ জানিও নিশ্চয়,
সুধা-সম দুটি ফল সদা তায় রয় ;
প্রথমটি, কাব্য-সুধা-রস-আস্বাদন,
দ্বিতীয়টি, সাধু-জন সনে আলাপন !

(৪)

পণ্ডিতেব সমস্তই গুণ এবং মূর্খের সমস্তই দোষ । একত্র সহস্র মূর্খ অপেক্ষাও
একটীমাত্র পণ্ডিতের আদর অধিক ! ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

উদ্ভট-সমুদ্র

পণ্ডিতে হি গুণাঃ সর্বৈ মুখে দোষা হি কেবলাঃ ।
তুস্মান্মূৰ্খসহস্রেভ্যঃ প্রাজ্ঞ একো বিশিষ্যতে ॥

এ সংসারে যন্ত গুণ রহে অমুকণ,
সব গুলি আছে তাঁর পণ্ডিত যে জন ।
দোষ ব'লে যাহা কিছু এ সংসারে রয়,
সব গুলি লয় গিয়া মুখের আশ্রয় ।
এক সুপণ্ডিত যদি রন্ বিজ্ঞান,
সকল মূৰ্খও তাঁর না হয় সমান !

(৫)

যখন মনুষ্যের সময় মন্দ হয়, তখন চতুর্দিক্ হইতেই তাহার বিপদেব আশঙ্কা থাকে । কবি হরিণ-শিশুর দৃষ্টান্ত দিয়া পাঠক-গণকে এই শিক্ষা দিতেছেন :—

পুরো রেবাপারে গিরিরতিহুরারোহনিখরো
ধনুস্পানিঃ পশ্চাৎ শবরনিকরো ধাবতি পুনঃ ।
সরঃ সব্যেহসব্যে দবদহনদাহব্যতিকরঃ
ক্ব যামঃ কিং কুর্শ্মো হরিণশিশুরেবং বিলপতি ॥

সম্মুখে নর্মদা নদী পর-পারে যার
হুরারোহ গিরি এক রহে অনিবার ।
পশ্চাতে ধনুক হস্তে করি ব্যাধ-গণ
দ্রুত-বেগে মোর দিকে আসিছে এখন ।
বাম দিকে রহিয়াছে এক সরোবর,
দক্ষিণে দাবাগ্নি যোর অলে নিরন্তর ।
কি করি, কোথায় যাই কোন্ দিক্ দিয়া,
ভাবিছে হরিণ-শিশু ঐশ্বাদ গণিয়া !

ছেদশ্চন্দনচূতচম্পকবনে রক্ষা চ শাখোটকে
হিংসা হংসময়ূরকোকিলকুলে কাকেষু বহ্বাদরঃ ।
মাতঙ্গেন খরক্রয়ঃ সমতুলা কপূরকাপাসয়ো-
রেষা যত্র বিচারণা গুণিগণে দেশায় তস্মৈ নমঃ ॥

“সপ্তরত্নম্”-প্রবন্ধের তৃতীয় শ্লোকের মূখবন্ধ ও অনুবাদ দ্রষ্টব্য ।

(৭)

নীচ লোক যতই মহৎ কার্য্য করুক, তথাপি সে তাহার জাতীয় ভাব ত্যাগ
করিতে অক্ষম । সিংহের দৃষ্টান্ত দিয়া কবি ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন:—

ভিনন্তি ভীমং করিরাজকুন্তং
বিভ্রন্তি বেগং পবনাদতীব ।
করোতি বাসং গিরিরাজশৃঙ্গে
তথাপি সিংহঃ পশুরের মান্যঃ ॥

করুক ভীষণ করি-কুন্ত-বিদারণ,
করুক পবন-বেগে সদাই গমন,
করুক সদাই গিরি-শৃঙ্গ অধিকায়,
তবু সিংহ পশু বিনা কিছু নয় আর !

(৮)

মহৎ কার্য্য করিলেও ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রত্ব কিছুতেই অপনীত হয় না । কাকের
ঈদৃশ দৃষ্টান্ত দিয়া ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

কাকশ্চ চক্ষুর্যদি হেমযুক্তা
মানিক্যযুক্তো চরণো চ তস্য ।

একৈকপক্ষে গজরাজমুক্তা
তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ ॥

সোণায় কাকের ঠোঁট দাও বাধাইয়া,
মাণিক প্রত্যেক পায়ে দাও লাগাইয়া,
জুড়ে দাও গজ-মুক্তা প্রত্যেক ডানায়,
কাক ছাড়া রাজহংস কে বলিবে তার ?

(৯)

পণ্ডিত লোক অসীম বিদ্যা-সঞ্চয় করিয়াও গর্ব প্রকাশ কবেন না, কিন্তু
মূর্খ ব্যক্তি অত্যন্ত বিদ্যা-লাভ করিয়াই মহা গর্ব কবিয়া থাকে। কোকিল ও
ভেকের দৃষ্টান্ত দিয়া কবি এই নীতি-শিক্ষা দিয়াছেন :—

দিব্যং চূতরসং পীত্বা ন গর্বং যাতি কোকিলঃ ।
পীত্বা কদম্বপানীয়ং ভেকো মকমকায়তে ॥

সুমধুর আম্র-ফল করিয়া ভক্ষণ
কোকিলের অহঙ্কার না হয় কখন ।
কিন্তু ব্যাঙ, ঘোলা জল যদি করে পান,
কঁয়াক্ কঁয়াক্ শব্দে তার কেটে যায় কান !

(১০)

সদাশয় ব্যক্তি অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হইলেও তাঁহার অহঙ্কার নাই :
কিন্তু নীচাশয় ব্যক্তি সামান্য ধন-লাভ করিয়াই অহঙ্কারে উন্নত হইয়া উঠে।
রোহিত ও শফরী মৎশের দৃষ্টান্ত দিয়া কবি এই শ্লোকে এই জ্ঞান-শিক্ষা
দিতেছেন :—

অগাধজলসঞ্চারী ন গর্বং যাতি রোহিতঃ ।
অঙ্গুষ্ঠোদকমাত্রেন শফরী ফরফরায়তে ॥

সদাই অগাধ জলে ঘুরিয়া বেড়ায়,
তবু কই গর্ব নাহি করে কভু তার ।
কিন্তু পুঁঠি মাছ অন্ন জলের ভিতরে
চারিধারে ঘুরে ঘুরে কর্ কর্ ক'রে !

(১১)

যে স্থান মূর্খের প্রলাপ-বাক্যে প্রতিধ্বনিত হয়, সেই স্থানে পণ্ডিতের মৌন
অবলম্বন কনাই কর্তব্য ! কোফিল ও ভেকের উদাহরণ দিয়া কবি এই লোকে
এই নীতি-শিক্ষা দিতেছেন :—

ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিলৈর্জলদাগমে ।
দুর্দুরা যত্র বক্তারস্তত্র মৌনং হি শোভনম্ ॥

বর্ষারে আনিতে দেখি বুঝিয়া শুঝিয়া
কোকিল বসিয়া রথ মগী চাপিয়া ।
পাঁক পাঁক কবে ব্যাঙ থাকিয়া যেখানে,
চূপ ক'রে থাকা ভাল বসিয়া সেখানে !

(১২)

মূর্খের আদর ও পণ্ডিতের অনাদর করিলেও মূর্খের মূর্খতা ও পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য
কিছুমাত্র অপনীত হয় না । কাচ ও মণির দৃষ্টান্ত দিয়া কবি এই লোকে এই
মহাবাক্যের বাথার্থ্য সপ্রমাণ করিতেছেন :—

মণিনু ঠতি পাদেষু কাচঃ শিরসি ধার্য্যতে
যথৈবাস্তু তথৈবাস্তাং কাচঃ কাচো মণির্মণিঃ ॥

মণিবে ফেলিয়া রাখ পায়ের তলার,
কাচেবে ধরিয়া রাখ তুলিয়া মাথার,
যেখানে সেখানে কেন থাক না বখনি,
কাচ সেই কাচ, আর মণি সেই মণি !

(১৩)

হুই জনের বাহ্য ভাব একরূপ হইলেও বাক্যকালে তাহাদের আত্যন্তরিক
বাক্য বা দোষ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কোকিল ও কাকের উদাহরণ দিয়া
কবি এই শ্লোকে ইহাই কহিতেছেন :—

কাক কৃষ্ণঃ পিক কক্কঃ কো ভেবঃ পিককাকযোঃ ।
বসন্তে সমুপায়াতে কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ ॥

রঙে রঙে মিলিলেও পিকে আর কাকে,
বসন্ত আসিলে কিন্তু চেনা যায় ডাকে !

(১৪)

নির্ধন হইয়া বন্ধু-গণের সহিত এ সংসারে বসতি করা অপেক্ষা অরণ্যে
গমন করাও সুখজনক। ইহাই এই শ্লোকের ফণিতার্থ :—

বরং বনং ব্যাত্র যুগেন্দ্রসেবিতং
ক্রমালয়ঃ পত্রফলাশুভোজনম্ ॥
তৃণানি শয্যা বসনঞ্চ বন্ধনং
ন বন্ধুমধ্যে ধনহীনজীবনম্ ॥

সিংহ-ব্যাঘ্র-পরিপূর্ণ সদাই যে বন,
বরং তাছাও ভাল, ছেন লয় মন ।
ফল পত্র কিংবা জল বরং থাইয়া
অরণ্যে থাকিব গিয়া সংসার ছাড়িয়া ।
বরং তৃণের শয্যা করিব রচন,
বরং বন্ধন-বন্ধ করিব ধারণ,
তবু যেন ধন-হীন হ'য়ে এ জীবনে

(১৫)

কোন কোন স্থলে কোন কোন লোকের জীবন মুহূৰ্ত্ত বোধ হয়, তাহাই
এই লোকে নির্ণীত হইয়াছে :—

সাধ্বীজ্ঞীণাং দয়িতবিরহে মানিনাং মানভঙ্গে
সল্লোকানামপি জনরবে নিত্রেহ পণ্ডিতানাম্ ।
অন্যোদ্রেকে কুটিলমনসাং নিগুণানাং বিদেশে
ভূত্যাভাবে ভবতি মরণং ভূরিসম্ভাবিতানাম্ ॥

পতির বিরহ-দুঃখ হয় বেই সতী,
মরণ হইল যেন, এই তার মতি ।
বারেক মানীর মান নষ্ট যদি হয়,
নিশ্চয় মরণ ব'লে তার মনে হয় ।
সজ্জনের অপবাদ কভু যদি রটে,
অমনি ভারিয়া লয় মরণ নিকটে ।
পণ্ডিত জনের কেহ করিলে পীড়ন,
বোধ হয় যেন তার হইল মরণ !
পরের দেখিলে ভাল কুটিল যে জন,
মরণ হইল যেন, এই তার মন ।
গুণ-হীন জন যদি বাইল বিদেশে,
মরণ হইল তার বসি ভাবে শেষে ।
ভূত্যের অভাব যদি হ'ল একবার,
যে জন ঐশ্বর্য্য-শালী মরণ তাহার

নীতি-সারঃ

(ষটকর্পর-বিরচিতঃ)

(১)

যে দুই জন পরস্পর মিত্রতা-সূত্রে চিরদিন আবদ্ধ থাকে, তাহারা বহুদূর
বসতি করিলেও সেই দূর পথ দূর বলিয়া বোধ হয় না, এবং তাহাদের মিত্রতা-বন্ধ
কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। ইহাই এই শ্লোকেব কলিতার্থঃ—

গিরৌ কলাপী গগনে পয়োদো
লক্ষান্তরেহর্বশ্চ জলেষু পদ্মম্ ।
ইন্দুর্দ্বিলক্ষে কুমুদস্ত্য বন্ধু-
র্যো যস্য মিত্রং ন হি তস্য দূরম্ ॥

ময়ূর বসতি কবে পর্বত-শিখরে,
কিন্তু তার বন্ধু মেঘ আকাশ উপরে ।
লক্ষ যোজনের পথে দেব দিবাকর,
প্রায়সী পদ্মিনী তাঁর জলের উপর ।
দ্বিলক্ষ যোজনে চন্দ্র আকাশের তলে,
প্রায়সী কুমুদিনী কিন্নর রহে জলে ।
এই সব পরস্পর থাকে কত দূরে,
কিন্তু সবে বাধা আছে প্রণয়ের ডোরে ।
বার প্রতি রহে যার প্রগাঢ় প্রণয়,
তাহাদের গথ কত দূর বোধ হয় ?

(২)

পুরুষের ধন না থাকিলে তাহার মাতা, পিতা, পুত্র, ভাৰ্য্যা, সহোদর, ভৃত্য
প্রভৃতি কেহই তাহাকে ভাল বাসে না। ধনই মানুষকে বশে রাখে।
ধনের মৎস্ব-বর্ণনই এই শ্লোকে কবির অভিপ্রেত বিষয়ঃ—

মাতা নিন্দতি নাভিনন্দতি পিতা ভ্রাতা ন সম্ভাষতে
ভৃত্যঃ কুপ্যতি নানুগচ্ছতি সূতঃ কাস্তা চ নালিঙ্গতি
অর্থপ্রার্থনশঙ্কয়া ন কুরুতেহপ্যালোপমাত্রং সূহৃৎ
ভ্রাতৃদর্শনুপার্কীয়স্ব স্মতে হর্থেন সর্বৈ বশাঃ ॥

কত নিন্দা করে মাতা, আর না করে পিতা
নিজ সঙ্গোদর নাহি করে সম্ভাষণ !
ভৃত্য বাক্য-বাণ হানে, পুত্র নাহি বধু বানে,
গৃহিণীও নাহি করে প্রেম আলোপন !
পাছে কিছু দিতে হয়, এই ভয়ে বন্ধ রয়,
একটী কহিতে কথা কিছুতে না চায় !
শুন ওহে বুদ্ধিমন কর অর্থ উপার্জন,
অর্থ-বলে মনীষিত সবাই ধরায় !

(৩)

ধনের প্রশংসা করিয়া কবি কহিতেছেন :—

ধনৈর্নিষ্কুলীনাঃ কুলীনা ভবন্তি
ধনৈরাপদং মানবা নিস্তরন্তি ।
ধনেভ্যঃ পরো বান্ধবো নাস্তি লোকে
ধনান্যর্জয়ধ্বং ধনান্যর্জয়ধ্বম্ ॥ ,

নাই ষার কুল, তার কুল হয় ধনে,
প্রধান উপায় ধন বিপদ-মোচনে,
ধন হ'তে শ্রেষ্ঠ বস্তু না আছে সংসারে,
প্রাণ-পণ কর ধন-উপার্জন তরে !

(৪)

ধনের মহিম-বর্ণনই এই লোকে কবির উদ্দেশ্য :—

ন নরশ্চ নরো দাসো দাসশ্চার্থশ্চ সর্বদা ।

গৌরবং লাঘবং বাপি ধনাধননিবন্ধনম্ ॥

নরেন দাসত্ব নাহি কভু করে নর,

অর্থেরি দাসত্ব নর করে নিরন্তর ।

পরম সম্মান তার, ধনী যেই জন,

অতি অপমান তার, যে জন নিধন ।

(৫)

উন্নত, নীচ, এমন কি যৎপরোনাস্তি নীচ উপায়েও কার্য-সাধন করা
মনুষ্যের কর্তব্য । নিজ কার্য উদ্ধার করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণকেও
কখনও বামন-রূপী ত্রিবিক্রম, কখনও শূকর, কখনও বা নৃসিংহের মূর্তি ধারণ
করিতে হইয়াছিল । বক্ষ্যমাণ শ্লোকে ইহাই কবির বক্তব্য বিষয় :—

ত্রিবিক্রমোহভূদপি বামনোহসৌ

স শূকরশ্চেতি স বৈ নৃসিংহঃ ।

নীচৈরনীচৈরতিনীচনোচৈঃ

সর্বৈরুপায়ৈঃ ফলমেব সাধ্যম্ ॥

কিবা নীচ, অতি নীচ, অথবা উন্নত,

যে কোন উপায়ে কার্য কব সম্পাদিত ।

বামন দেবের দেখ একপ নিরম,

শূকর, নৃসিংহ কভু, কভু ত্রিবিক্রম !

(৬)

মনুষ্যের চিত্ত, বিত্ত, জীবন, যৌবন প্রভৃতি বাবতীর পদার্থই বিনশ্বর ; কিন্তু
কাহার একমাত্র কীৰ্ত্তিই চিরস্থায়নী । ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

চলং চিত্তং চলং বিত্তং চলং জীবনযৌবনম্ ।

চলাচলমিদং সর্বং কীৰ্ত্তিৰ্ঘন্য স জীবতি ॥

কিবা ধন মন, কিবা জীবন বো বন,
স্থির নয় এ সবার কিছুই কখন !
কীর্ত্তিই সুস্থিৰ-ভাবে থাকে অনিবার,
যথার্থ জীবিত সেই, কীর্ত্তি রহে বার !

(৭)

এ সংসারে বাহ্যিক শৌর্য্যাদি ও দানাদি বিষয়-জনিত সুনাম থাকে, তিনিই
জীবিত ; কিন্তু যে ব্যক্তির এরূপ সুনাম নাই, সেই ব্যক্তিই জীবিত
কিরাও মৃতব্যং গণ্য হয় । ইহাই এই শ্লোকের ভাবার্থ :—

স জীবতি যশো যস্য কীর্ত্তিযস্য স জীবিত ।
অযশোহকীর্ত্তিসংযুক্তো জীবন্নপি মৃতোপমঃ ॥

সুনাম বহিবে বার শৌর্য্যাদি-জনিত,
এ সংসারে সেই জন যথার্থ জীবিত ।
দানাদি-জনিত বার বহিবে সুনাম,
যথার্থ জীবিত সেই জন অবিরাম ।
যে জনের যশঃ কীর্ত্তি না রহে কখন,
প্রাণ থাকিলেও তার যথার্থ মরণ !

(৮)

আহার ও বিহার এই দুই বিষয় ভিন্ন অন্য বিষয়ে বুদ্ধের কথা গ্রহণ করা
উচিত । কবি এই শ্লোকে ইহাই বলিতেছেন :—

বুদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যমাপংকালে হ্যপস্থিতে ।
সর্বত্রৈবং বিচারে তু নাহারে ন চ মৈথুনে ॥

উপস্থিত হয় যবে বিপৎ-সময়,
তিনিবে বুদ্ধের কথা ইহঁরা তন্ময় ।

সমস্ত কার্যেই রে'খো বৃন্দে'র বচন,
'জোজনে মৈথুনে কিন্তু না রে'খো কখন !

[৯]

যে ব্যক্তি ক্ষণে ক্ষণে রুষ্ট ও ক্ষণে ক্ষণে তুষ্ট হয়, অর্থাৎ যাহার চিত্তের স্থিরতা নাই, তাহার প্রসাদেও বিপদ এবং অমুগ্রাহেও নিগ্রহ আছে। ইহাই এই শ্লোকের কথামান বিষয় :—

কচিং রুষ্ট, কচিং তুষ্টো রুষ্টস্তুষ্টঃ ক্ষণে ক্ষণে ।
অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদেহপি ভয়ঙ্করঃ ॥

কখনও রুষ্ট হয়, বারনও তুষ্ট হয়,
ক্ষণে ক্ষণে রুষ্ট তুষ্ট যেই জন হয়,
তার মন এক নয়, ভিন্ন কালে ভিন্ন হয়,
তার প্রসাদেও রহে বিপদের ভয় !

(১০)

ক্রোধ করিবার যে কারণ থাকিলে মানুষ ক্রুদ্ধ হয়, সেই কারণ দূরীভূত হইলেই তাহার ক্রোধ নিবৃত্তি হইয়া থাকে ; কিন্তু কারণ না থাকিলেও যে ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয়, তাহার ক্রোধ কিছুতেই উপশমিত হয় না। ইহাই এই শ্লোকের বক্তব্য বিষয় :—

নিমিত্তমুদ্दिश्य हि यः प्रकुप्यति
প্রবং স তস্মাপগমে প্রসাদতি ।
অকারণদ্বেষ্ট মনোহন্তি যস্য বৈ
কথং জনস্তং পরিতোষয়িষ্যতি ॥

কারণ থাকিলে তবে ক্রোধ যায় হয়,
সে কারণ গে'লে, তাহা নাহি আর রয় ।

নাহি বার কিছুমাত্র ক্রোধের কারণ,
অথচ যতপি ক্রোধ করে সেই জন.
হেন জন কেবা কোথা রহে এ সংসারে,
সস্তুষ্ট করিতে পারে যে জন তাহারে?

(১১)

(সিংহের প্রতি শূকরের উক্তি,)

মহামূর্খই মহাপণ্ডিতের নিকটে আপনার পাণ্ডিত্যভিমান প্রকাশ করিয়া
সাধারণ লোকের হাস্যস্পদ হয়। ইহাই কবি কৌশল-সহকারে শূকর ও সিংহের
উদাহরণ দিয়া কহিতেছেন :—

দশ ব্যাঘ্রা জিতাঃ পূর্বং সপ্ত সিংহাস্ত্রয়ো গজাঃ ।
পশ্যন্তু দেবতাঃ সৰ্বা অদ্য যুদ্ধং ভয়া ময়া ॥

দশ ব্যাঘ্র, সপ্ত সিংহ, তিন হস্তী আর,
পরাজিত হইয়াছে নিকটে আমার ।
দর্শন করুক যত দেবতা-নিকর,
তোমাতে আমাতে আজ বাধিবে সমর!

(১২)

(শূকরের প্রতি সিংহের প্রত্যাুক্তি)

মহাপণ্ডিত মহামূর্খের নিকটে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা না
করিয়া স্বেচ্ছাক্রমেই পরাজয় স্বীকার করেন। পণ্ডিতই, পণ্ডিত ও মূর্খের
প্রভেদ বুঝিতে পারেন। সিংহ ও শূকরের উদাহরণ দিয়া কবি এই লোকে
ইহাই কহিতেছেন :—

গচ্ছ শূকর ভদ্রং তে ক্রুহি সিংহো ময়া জিতঃ ।

পণ্ডিতা এব জানন্তি সিংহশূকরয়োর্বলম্ ॥

[১৩]

রাও হে শূকর ! তুমি থাক হে কুশলে,
 সিংহেরে করেছি জয়, বলিও সকলে ।
 এ সংসারে বুদ্ধি বার আছে বিলক্ষণ,
 সিংহ-শূকরের বল বুঝে সেই জন !

(১৩)

ভেদবী পুরুষই উদ্ভট এবং কাপুরুষই দৈব-বল অবলম্বন করিয়া থাকে।
 দৈব-বলে বিশ্বাস না করিয়া স্বীয় পৌরুষ প্রদর্শন করাই পুরুষত্বের প্রথম
 লক্ষণ। কোনও কর্মে যত্নবান হইয়াও তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিলে
 কর্ম-কর্তার দোষ হয় না। ইহাই এই প্রাকের ফলিতার্থ :—

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী-
 দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি ।
 দৈবং বিহায় কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
 যত্তে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোহত্র দোষঃ ॥

উদ্যোগ করিয় থাকে যেই নিরস্তর,
 হইবে লক্ষ্মীর রূপা তাহারি উপর !
 দৈব-বলে সব মিলে, এ কথা যে বলে,
 নিশ্চয় সে কাপুরুষ, জানিও ভূতলে !
 দৈব-নার দূর করি, রে অবোধ মর !
 উদ্যোগ করহ সঙ্গা হটরা তৎপর ।
 বস্ত্রও করিলে যদি সিদ্ধি নাহি হয়,
 তবে আর কিবা দোষ বল তার মর ?

(১৪)

সংসারে নানাবিধ ছন্ডিকার বিষয় থাকিলেই পুরুষ তাহা মনে বস
 নিরস্তর আন্দোলন করিয়া অবশেষে কাষ্ঠবৎ শুক হইয়া যায়। ইহার বাধা
 প্রতিপাদন করিবার জন্ত কবি স্বয়ং ভগবানেরও দর্শিত্য কথা এই সৌকে
 কহিতেছেন :—

এক ভাৰ্য্যা প্রকৃতিমুখরা চকলা চ বিভীয়া
পুত্রোহপে .কা ভুবনবিজয়া মন্থথো ছুনিবারঃ ।
শেষঃ শয্যা শয়নমুদধৌ বাহনং পন্নগারিঃ
স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং দারুভূতো মুরারিঃ ॥

এক ভাৰ্য্যা সরস্বতী বড়ই মুখরা,
যাঁহার মুখের চাটে কে'টে যায় ধরা !
আর এক ভাৰ্য্যা রত্ন, লক্ষী নাম তাঁর,
এবাড়ী ওবাড়ী করা মহারোগ যাঁর !
দিগ্বিজয়ী এক পুত্র ছরস্তু মদন,
পঞ্চ শরে খুঁচে খুঁচে করে জাগাতন !
অনন্ত সর্পেতে শয্যা, সমুদ্রে নিগাস,
গরুড়ের কাঁধে উঠি চলা বারমাস !
এ সব মনে মনে তোলাপাড়া করি,
ওকাইয়া কাঠখানি হ'য়েছেন হরি !

(১৫)

এ সংসারে কিছুই চিবহাযী নহে । মানুষ ইহাতে কয়েকদিন মাত্র থাকিয়াই
আবার চলিয়া যাইবে ; ইহাই দৃশ্যের অব্যর্থ নিয়ম । এই নীতিই এই লোকের
শিক্ষণীয় বিষয় :—

অতিদূরপথশ্রান্তাশ্চায়াং যাস্তু চ নীতলাম্
নীতলাশ্চ পুনর্যাস্তি কা কশ্চ পরিদেবনা ॥

বহু-দূর পথে যদি কেহ কছু যায়,
শ্রান্তি দূর করে বসি নীতল ছায়ায় ।
শ্রান্তি দূর করিয়াই কোথা চ'লে যায়,
কার করে শোক হুঃখ করিবে যার !

(১৬)

মানের দিকে অক্ষিপ না করিয়া অপমান সহ করিয়াও কার্যোদ্ধার করা
এ সংসারে বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য। কার্যকালেই মানুষের মূৰ্খতা প্রকাশ
পাইয়া থাকে। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

অপমানং পুরস্কৃত্য মানং কৃত্বা চ পৃষ্ঠতঃ ।

স্বকার্যমুদ্ধরেৎ প্রাভঃ কার্যধ্বংসে হি মূৰ্খতা ॥

যত কিছু অপমান সম্মুখে ধরিয়া,
যত কিছু আছে মান পশ্চাতে রাখিয়া,
স্বকার্য সাধন করে বুদ্ধিমান জন,
কার্য-নাশ হইলেই মূৰ্খের লক্ষণ !

(১৭)

বহুগুণশালী লোকের একটিমাত্র দোষ থাকিলে তাহা লক্ষ্য না হইয়া
অনন্ত হইয়াই পড়ে :—এ কথাটি সত্য নহে, কারণ বহুগুণশালী লোকেব
একমাত্র দারিদ্র্য-দোষই স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। ইহাই এই শ্লোকে কবি
আক্ষেপোক্তি :—

একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোরিতি যো বভাষে ।
ন তেন দৃষ্টং কবিনা সমস্তং
দারিদ্র্যমেকং গুণরাশিনাশি ॥

“যাহার অসংখ্য গুণ রহে এ ধরায়,
একমাত্র দোষ তার কে দেখে কোথায় ?”
যে কবি এ কথা বলে, নাই তার জানা—
এই জগতের সব কাণ্ড কারখানা !

থাকুক অসংখ্য গুণ, কিন্তু তবু হায়
একমাত্র দারিদ্র্যেই সব ঢেকে যায় !

(১৮)

যে কার্য্য একবার করা হইয়াছে, তাহার আর কি করা যায় ? যে ব্যক্তি
একবার মরিয়া গিয়াছে, তাহার কিরূপে পুনর্ব্বার মরণ সম্ভবে ? যে বিষয়
অতীত হইয়া গিয়াছে, তাহার জ্ঞান আর শোকের প্রয়োজন কি ? ইহাই এই
শ্লোকে কবির বক্ষ্যমান বিষয় :—

কৃতস্য করণং নাস্তি মৃতস্য মরণং তথা ।
গতস্য শোচনং নাস্তি হেতুদেদবিদাং মতম্ ॥

যে কার্য্য করেছে তার কি আর করিবে ?
যে জন মরেছে, সে বা কি আর মরিবে ?
গত বিষয়ের শোকে কিবা প্রয়োজন ?
এই কথা বলেছেন বেদবিদ-গণ !

(১৯)

মৃত্যুর বিশেষ কারণ থাকিলেও কাল পূর্ণ না হইলে জীবের মৃত্যু নাই,
কিন্তু মৃত্যুর বিশেষ কারণ না থাকিলেও কাল পূর্ণ হইলেই তাহার মৃত্যু অবশ্য-
জ্ঞাবী । ইহাই এই শ্লোকে কবির বক্ষ্যমান বিষয়

নাকালে ত্রিয়তে জন্তুর্বিদ্বঃ শরণতৈরপি ।
কুশকণ্টকবিদ্ধোহপি প্রাপ্তকালো ন জীবতি ॥

সময় না হ'লে হায় কেহ নাহি মরে,
সে জন বিদ্বও যদি হয় শত শরে !
সময় তাহার কিন্তু আসিবে যখন,
কুশের কাঁটায় তাঁর হইবে মরণ !

(২০)

জীব, গজীর সমুদ্রেই মগ্ন হউক, উচ্চ পর্বত-শৃঙ্গ হইতেই পতিত হউক
অথবা ছরস্ত তক্ষক-সর্প দ্বারাই দষ্ট হউক, তথাপি যদি তাহার পরমায়ু থাকে,
কিছুতেই তাহার মৃত্যু হইবে না । ইহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

নিমগ্নস্ত পয়োরাশৌ পর্বতাং পতিতস্ত চ ।

তক্ষকেণাপি দষ্টস্ত আয়ুর্মর্য্যাণি রক্ষতি ॥

সমুদ্রেও মগ্ন যদি হয় কোন জন,
পর্বত হ'তেও যদি হয় বা পতন,
ছরস্ত তক্ষক-সর্প ধরিয়া তাহারে,
বিষ-দস্ত দিয়া যদি মগ্ন খণ্ড কবে,
তথাপি তাহার প্রাণ কে করে সংহার,
কিছুমাত্র পরমায়ু থাকে যদি তার !

(২১)

কার্য্য-নীতিজ্ঞ ব্যক্তি এই অনন্ত ভ্রমগুলের যাবতীয় স্থানেই পরিভ্রমণ করুন,
তথাপি জীবনের মনে বাহা আছে, সেইরূপ ফলই তিনি প্রাপ্ত হইবেন ; ইহা
অপেক্ষা অল্প বা অধিক ফল তিনি কিছুতেই প্রাপ্ত হইবেন না । ইহাই এই
শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

করোতু নাম নীতিজ্ঞো ব্যবসায়মিতস্ততঃ ।

ফলং পুনস্তদেব স্যাৎ যৎ বিধের্মনসি স্থিতম্ ॥

কার্য্য-নীতি বিলক্ষণ জানা আছে যার,
ছুটোছুটি করিলেও সদা চারিধার,
সেই ফল ভিন্ন তার আর গতি নাই,
বিধাতার মনে বাহা রয়েছে সদাই ।

গুণ-রত্নম

(ভবভূতি-বিরচিতম্)

(১)

কবি এই শ্লোকে দেবাধিদেব গণেশের লীলা-বর্ণন করিয়া মঙ্গলাচরণ
করিতেছেন :—

সানন্দং নন্দিস্তাহতমুরজরবাহুতকৌমারবর্হি-
ত্রাসান্নাসাগ্ররক্ষু : । নশতি কপিপতো ভোগসঙ্কোচভাজি
গণ্ডোডীনালিমালামুখরিতককুভস্তাণ্ডবে শূলপাণে-
বৈনায়ক্যশ্চিরং । বদনবিধুতয়ঃ পাস্তু চীৎকারবত্যঃ ॥

শূল-হস্ত নাচে শিব তাণ্ডব ধরিয়া,
মৃদঙ্গ বাজায় নন্দী হু-হাঙে করিয়া ।
হুতাশনি কার্তিকের ময়ূর সকল
মেঘ-ধ্বনি ঘনে করি এ'লো সেই স্থল ।
ময়ূরে : ভয়ে সর্প ফণা গুটাইয়া
লুকাইল গণেশের নাসিকায় গিয়া ।
মদ-গন্ধে মহাশবে যতেক লমর
উড়িতে লাগিল গন্ধ-গণ্ডের উপর ।
ভয়াকুল গণেশের মুখ-সঞ্চালন
করুন সর্বদা, দেবতাদিগকে পালন !

(২)

ষাঁহার গলে গরল, মস্তকে মন্দাকিনী, ক্রোড়ে ভগবতী ও কটিতে ব্যাঘ্র-
চর্ম, এবং ষাঁহার হৃৎস্থে মায়াজালে এই অনন্ত ত্রিভুবন চিরদিনই আবদ্ধ
রহিয়াছে, সেই দেবাধিদেব মহাদেবকে কবি এই শ্লোকে প্রণাম করিতেছেন :—

যৎকণ্ঠে গরলং বিরাজতিতরাং মৌলৌ চ মন্দাকিনী
 যস্তাক্ষে গিরিজাননং কটিতটে শাদ্দূলচন্দ্রান্বরম্ ।
 যন্মায়া হি রুণাক্ষি বিশ্বমখিলং তস্মৈ নমঃ শম্ভবে
 জম্বুবৎ জলবিন্দুবৎ জলজবৎ জম্বালবৎ জালবৎ ॥

কণ্ঠে কালকূট যাঁর শিরে মন্দাকিনী,
 ক্রোড়ে দুর্গা-মুখ, বজ্র ব্যাঘ্র-চন্দ্র খানি,
 ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপিনী যাঁর মায়া অনিবার,
 সে শিবের পদে নিত্য প্রণাম আমার—
 জম্বু জল-বিন্দু আর জলজের মত
 জম্বাল জালের মত শোভে অবিরত !

(৩)

কবি এই শ্লোকে বিদ্যার উৎকর্ষ-বর্ণন ও ধন অপেক্ষ তাহার শ্রেষ্টত্ব-প্রতি-
 পাদন করিয়া বিদ্যা-হীন মানুষ্যকে পমর সমান বলিয়া কল্পনা করিতেছেন :—

বিদ্যা নাম নরশ্চ রূপমধিকং প্রচ্ছন্নগুপ্তং ধনং
 বিদ্যা ভোগকরী যশঃশুভকরী বিদ্যা গুরুগাং গুরুঃ ।
 বিদ্যা বন্ধুজনো বিদেশগমনে বিদ্যা পরং দৈবতং
 বিদ্যা রাজসু পূজ্যতে ন হি ধনং বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ ॥

বিদ্যাই নরের রূপ, অতি গুপ্ত ধন,
 বিদ্যাই সম্ভোগ-শুভ-যশের কারণ,
 বিদ্যাই গুরুর গুরু এই মহীতলে,
 বিদ্যাই পরম বন্ধু বিদেশে থাকিলে,
 বিদ্যাই সংসারে এক দেবতা রতন,
 বিদ্যাই রাজার পূজ্য,—পূজ্য নহে ধন !
 হায় রে যাহার বিদ্যা নাই এ সংসারে,
 পশু বিনা কিবা আর বলা যায় তারে !

(৪)

গুণবান্‌ই গুণবান্‌নৈন গুণ এবং বলবান্‌ই বলবান্‌নৈন বল বুঝিতে সমর্থ ;—
নিগুণ ও নির্বলের তাহা বুঝিবার সামর্থ্য নাই । কোকিলই বসন্তের গুণ বুঝিতে
পারে, কিন্তু কাক তাহা বুঝিতে পারে না ; এবং হস্তীই সিংহের বল বুঝিতে
সমর্থ, কিন্তু ইন্দুর তাহা বুঝিতে সমর্থ নহে । ইহাই এই শ্লোকে কবির অতিশ্রেষ্ঠ
নিদর্শন :—

গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নিগুণো
বলী বলং বেত্তি ন বেত্তি নির্বলঃ ।
পিকো বসন্তস্ত গুণং ন বায়সঃ
করী চ সিংহস্ত বলং ন মূষিকঃ ॥

গুণীই গুণীর গুণ বুঝে লয় মনে,
নিগুণ তাহার গুণ বুঝিবে কেমনে !
বলীই বলীর বল বুঝিতে সক্ষম,
নির্বল তাহার বল বুঝিতে অক্ষম !
বসন্তের বসন্ত গুণ পিক বুঝে লয়,
কাকের বুঝিতে তাহা সাধ্য নাহি রয় !
হস্তীই সিংহের বল বুঝে লয় মনে,
ইন্দুরে ইন্দুর তাহা বুঝিবে কেমনে !

(৫)

গুণবান্‌ ব্যক্তি যাহা গুণ বলিয়া মনে করেন, নিগুণ ব্যক্তিই তাহা দোষ
বলিয়া স্বীকার করে । নদীর নির্মল জল স্মিষ্ট হইলেও সমুদ্রে গিয়া তাহা অপেক্ষ
অধিক উঠে । ইহাই এই শ্লোকের ভাবার্থ :—

গুণা গুণভেষু গুণীভবন্তি
ত্ৰ নিগুণং প্রাপ্য ভবন্তি দোষাঃ ॥

স্বাস্থ্যাতোয়প্রবহা হি নদ্যঃ
সমুদ্রেমাসাদ্য ভবন্ত্যপেয়াঃ ॥

গুণী গুণজ্ঞের কাছে গুণী হ'য়ে রন্,
নিগুণেব কাছে কিন্তু গদা দোষী হ'ন্।
নদীর নিম্নে জল মিষ্ট অতিশয়,
সমুদ্রে পড়িলে কিন্তু পান-যোগ্য নয়।

(৬)

সুজনের মুখে দোষও গুণ এবং দুর্জননের মুখে গুণও দোষ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। যে সমুদ্রের লোণা জল খাইয়াও মিষ্ট জল, এবং সর্প দুঃক্লেশ করিয়াও বিষ উদ্ধারণ করে। ইহা হ'ক ব এই শ্লোকে ব্যক্তিত্বজনক।

গুণায়ন্তে দোষঃ সুজনদদনে দুর্জনমুখে
গুণা দোষায়ন্তে তাদদমপি নো বিস্ময়পদম্।
যথা জাম্বতেহিয়ং লবণাঙ্গলধেবারি মধুরং
ফণী ক্ষীরং পীপ্তা বমতি গালং দুঃসহতরম্ ॥

সংসারে যথার্থ সাধু হ'ন্ যের জন,
দোষকেও গুণ বলি করেন গ্রহণ।
পরম অসাধু কিন্তু যেহ জন হয়,
গুণকেও দোষ বলি তার মনে লয়।
সাধু অসাধুর এই ভিন্ন আচরণ,
কিছুতেই নহে কভু বিস্ময়-কারণ!
জলধর সাগরের খায় লোণা জল,
কিন্তু মিষ্ট জল দিতে না হয় বিফল।
বিষধর সুমধুর দুঃক্লেশ-পান করে,
কিন্তু হায় মহাকটু গরল উগরে!

(৭)

বিদ্যা, ধন ও দৈহিক বল,—এই তিনটী বস্তু সৃজন ও দুর্জনের আশ্রয়ে থাকিলে তাহা হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ফল উৎপন্ন হয়। আধার-ভেদেই যে একই আধার বস্তুর গুণান্তর জন্মে, তাহার দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন করাই এই শ্লোকে লবির অভিপ্রেত :—

বিদ্যা বিবাদায় ধনং মদায়
শক্তিঃ পরেবাং পরিপীড়নায় ।
খলস্ত্য সাধোবিপরীতমেতৎ
জ্ঞানায় দানায় চ রক্ষণায় ॥

সংসারের খেলের বিদ্যা বিবাদ-কারণ,
গর্বের কারণ তার ধন-উপার্জন,
মংশক্তি রহে তার পরের পীড়নে,
এই সব বিপরীত কিন্তু সাধু জন্মে ;—
জ্ঞান হেতু বিদ্যা তাঁর, দান হেতু ধন :
পর-রক্ষা হেতু তাঁর শক্তিই সাধন !

(৮)

বল অপেক্ষা বুদ্ধিই প্রধান। বহু বল থাকিলেও কিছুমাত্র বুদ্ধি না থাকিলে বৃহদাকাব হস্তী চিরদিনই ক্ষুদ্রকায় মানবের অধীন রহিয়াছে কবি এই কথাটী কৌশল-ক্রমে এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

মতিরেব বলাং গরীয়সী
যদভাবে করিণামিয়ং দশা ।
ইতি ঘোষয়তীব ভিস্তিমঃ
করিণো হস্তিপকাহতঃ কণন্ ॥

বল হ'তে বুদ্ধি বড়, জানিও নিশ্চয়,
 বল আছে, বুদ্ধি নাই, কিবা তার হয় ?
 বুদ্ধি নাই, কিন্তু বল ধরে সর্বক্ষণ,
 তাই ত হস্তীর দশা হয়েছে এমন,—
 হস্তীর উপরি চড়ি ঢাক বাজাইয়া
 মাহত এ কথা সবে দেয় জানাইয়া !

(৯)

পুত্র বতই রূপবান, ধনবান ও গুণবান হউক, বিদ্বান না হইলে তাহার জীবন
 নুনা । ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ :—

বরং গর্ভস্রাবো বরমপি চ নৈবাভিগমনং
 বরং জাতপ্রেতো বরমপি চ কন্যাভিজননম্ ।
 বরং বক্ষ্যা ভাৰ্য্যা বরমপি চ গর্ভেষু বসতি-
 ন' চাবিদ্বান্ রূপদ্রবিগগণযুক্তোহপি তনয়ঃ ॥

সেও ভাল গর্ভস্রাব যদি কভু হয়,
 সেও ভাল, নারী-সঙ্গ যদি নাহি হয়,
 সেও ভাল, জন্মিয়াই যদি যায় ম'রে,
 সেও ভাল, জন্মে যদি কন্যাই উদরে,
 সেও ভাল, ভাৰ্য্যা যদি বক্ষ্যা বার-মাস,
 সেও ভাল গর্ভে যদি নিত্য করে বাস !
 রূপ-ধন-চয়-যুক্ত হ'লেও তনয়
 বিদ্যা না থাকিলে তার কিছু কিছু নয় !

(১০)

কি কি গুণ থাকিলে যামিনী, কামিনী, মাধুরী ও চাতুরী-নামের সার্থকতা
 সম্পাদিত হয়, কবি এই শ্লোকে তাহারই নিরূপণ করিতেছেন :—

যা রাক। শশিশোভা। গভবা। সা যামিনী যামিনী
 যা সৌন্দর্য্যগুণান্বিতা প তরতা। সা কামিনী কামিনী।
 যা গোবন্দরসপ্রসাদমধুরা। সা মাধুরী মাধুরী।
 যা লোকদয়সাদনী তনুভূতাঃ সা চাতুরী চাতুরী ॥

নির্দেঘ পূর্ণিমা রানি, সেই ত যামিনী !
 অপরূপা পরিব্রতা, সেই ত কামিনী !
 ভবি-প্রম-স্বা-বদ, সেই ত মাধুরী !
 তরার উভয় দেহ, সেই ত চাতুরী !

(১১)

কি কি কারণে বিদ্যাই মন-শ্রেষ্ঠ ধন, তাগ কবি এই শ্লোকে নিরূপণ
 করিতেছেন :—

জ্ঞাত্তিভিঃ স্টাতে নৈব চৌরেণাপি ন নীয়তে ।
 দানে নৈব ক্ষয়ঃ যাতি বিদ্যারত্নং মহাধনম্ ॥

জ্ঞাত্তিবাও নাহি পারে করিতে বণ্টন,
 চুরি করিতেও নাহি পারে চোর-গণ,
 বহু দান করিলেও নাহি হয় ক্ষয়,
 বিদ্যার মতন ধন আর কিবা রয় ?

(১২)

কখনই মৃত্যু হইবে না, এইরূপ মনে করিয়াই বিদ্যা ও ধন উপার্জন করা
 শ্রদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্তব্য : এবং এখনও মৃত্যু হইবে, এইরূপ মনে করিয়াই
 ভীহার ধর্ম্ম-কার্য্য করা উচিত । ইহাই এই শ্লোকের কলিতার্থ :—

অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থক চিন্তয়েৎ
 মৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ ॥

বিজ্ঞা আর অর্থ যবে করে উপার্জন,
 শ্রম অমর ভাবে বুদ্ধিমান জন ।
 ধরেছে চুলের বুঁটি এসে যেন যম,
 ধর্ম-কার্য্য হেতু তাঁর ইহাই নিয়ম !

(১৩)

লোকে রূপ অপেক্ষা গুণেরই আদর করিয়া থাকে । প্রিয়-দর্শন পুষ্প-
 গন্ধ-শূন্য হইলে কেহই তাহার আদর করে না । ইহাই এই শ্লোকে কথিত
 হইয়াছে :—

গুণেন স্পৃহণীয়ঃ স্যাৎ ন রূপেন মূতো জনঃ ।
 সৌগন্ধ্যহীনং নাদেয়ং পুষ্পং কান্তমাপ কচিৎ ॥

গুণ যার থাকে, তার পরম আদর,
 রূপের আদর নাই সংসার-ভিতর ।
 পুষ্পটী হউক যত নেত্র-ভূষিত-কর,
 স্নগন্ধি না হ'লে, তার কে ববে আদর ?

ধর্ম-বিবেকঃ

(হলায়ুধ-বিরচিতঃ)

(১)

ত্রিভুবনে শত সহস্র বৃক্ষ আছে, ধর্ম-বৃক্ষের ত্রায় পরম পূজ্য ও
অমূল্য বৃক্ষ আর নাই। শ্রদ্ধাই ইহার বীজ, এবং ব্রাহ্মণ-গণের জল-সেচনাই
হে। পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়। চতুর্দশ বিদ্যাই ইহার শাখা, এবং পুণ্য-লাভ
হেতুই লোকে ইহার আদর করিয়া থাকে। এই বৃক্ষের স্থূল ও সূক্ষ্ম দুইটা
ফল আছে ;—একটীর নাম “কাম” ও অপরটীর নাম “মোক্ষ”। ইহাই এই
শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

শ্রদ্ধাবীজো বিপ্রবেদাম্মুসিত্তঃ
শাখা বিদ্যাস্তাশ্চতস্ত্রো দশাহপি ।
পুণ্যান্তর্থা বে ফলে স্থূলসূক্ষ্মে
কামো মোক্ষো ধর্মবৃক্ষোহয়মীদ্যঃ ॥

ধর্ম-বৃক্ষ সকলেরি পূজ্য সর্বক্ষণ,
বেদ-জলে পুষ্ট তাহা করেন ব্রাহ্মণ ।
চতুর্দশ-বিদ্যা-শাখা তার চারিধারে,
যত্ন করে তারে লোক পুণ্য লাভ করে ।
স্থূল সূক্ষ্ম দুই ফল তাহে অবিরাম,
কাম মোক্ষ এই দুই তাহাদের নাম !

(২)

স্থূল-বুদ্ধি মানব, ধর্মের সূক্ষ্ম-গতি বুঝিতে পারে না। ভগবান্কে সর্বদা
দান করিয়াও বলি-রাজ পাতালে বদ্ধ হইয়াছিলেন ; কিন্তু এক সরাসরি
হাতু দান করিয়াও কোনও এক ঋষি (উল্লবতি বা ঋচীক ?) স্বর্গ-লাভ করিয়া—

ছিলেন। বাল্যকাল হইতে অশ্বীথাকিয়াজ কুন্তী-দেবীর ভাগ্যে স্বর্গ লাভ ঘটিয়াছিল, কিন্তু সতী সাধবী পতিব্রত সীতা-দেবী পাতালে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইরা-
ছিলেন! ইহাই এই শ্লোকের বক্ষ্যমাণ বিষয় :—

যাতঃ ক্ষমামগিলাং প্রদায় হরয়ে পাতালমূলং বলিঃ
শত্রু প্রস্থবিসর্জনাং স চ মুনিঃ স্বর্গং সমারোপিতঃ ।
আবাল্যাদসত্য সতী সুরপুত্রীং কুন্তী সমারোহয়ং
হা সীতা পতিদেবতাহগমদধো ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ ॥

সমস্ত পৃথিবী দগ্ন করি দাবায়ণে
বলি-বাজ বক্র হুই পাতাল-মূল !
এক : বা হাতু দিয়া পাতাল এক মূল
স্বর্গে যান কামোদন — এক গুণ ও গুণি !
বাল্য-কাল হাত কুন্তী দাম আশী,
অবশেষে পাতালে হইয়া গিয়াছে গতি !
কিন্তু সেই সীতা-দেবী পতিব্রত সতী,
কি দোষে পাতালে গিয়াছে গিয়াছে গতি !
ধর্মের পক্ষ স্বয়ং দায় নিহন্তন,
সন্ধান কি পায় তাম্র-বৃন্দ-নর !

(৩)

যে পক্ষ পাণ্ডবের চিত্রাঙ্গ দাস কন্যার কুমারীর গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করিয়া
স্বীয় ভ্রাতৃ-বধূর বৈশ্য দাসের গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া কুণ্ঠিত হইল নাই ; যে পক্ষ
পাণ্ডবের পিতা স্বয়ং পাণ্ডু-রাজ্যে জাতি পুত্র বসিরা চিরদিন অভিহিত আছেন ;
যে পক্ষ পাণ্ডব, পিতা বিগ্রামান থাকিতেও, অথ পক্ষ দেবতার গুণে জন্মগ্রহণ
করিয়াছিলেন ; যে পক্ষ পাণ্ডব একমাত্র ভর্যা লক্ষ্মী চামিন তাঁহাতেই নিরত
ছিলেন ; সেই পক্ষ পাণ্ডবেরও গুণ-কীর্তন করিলে মানবের অক্ষয় পুণ্য
উপার্জিত হয় ! অতএব ধর্মের স্বয়ং-গতি বুঝিতে পারা হুই-বুদ্ধি মানবের
শক্তি-বহির্ভূত ! কবি এই শ্লোকে এই নীতি-শিক্ষা দিতেছেন :—

কানীনশ্চ যুনে: স্ববান্ধববধূবৈধব্যবিধবঃসিনো
নপ্তারঃ খলু গোলকশ্চ তনয়াঃ কুণ্ডাঃ স্বয়ং পাণ্ডবাঃ ।
তেহ্মী পঞ্চ সদৈকযোনিনিরতাস্তেষাং গুণোক্তিৰ্ভনা
দক্ষযাং স্কৃতং ভবেদনুদ্দিনং ধৰ্মশ্চ সূক্ষ্মা গতিঃ ॥

পঞ্চ পাণ্ডবের জন্ম-কথা-বিবরণ
আশ্চর্য্য হইবে লোক করিলে শ্রবণ :—
তাঁহাদের পিতামহ ব্যাস ঋষি-বর,
ব্যাসের অনুব কথা শুন ওহে নর ;—
মৎস্তগন্ধা-কুমাৰীৰ সূপ সহবাসে
ঋষিৰ পৰাশর জন্ম দিলা ব্যাগে ।
বিচিত্রবীৰ্য্যের মৃত্যু হইবার পরে
অম্বালিকা পত্নী তাঁর রহিলেন ঘরে ।
কনিষ্ঠ-ভ্রাতার বধু অম্বালিকা-পত্নী,
ব্যাসদেব তাঁর সনে করিলেন রতি ।
সেই রতি-ফলে পাণ্ডু জন্মিল ধন্য,
তাঁর পত্নী কুণ্ডী, তাঁর জীবৎ-দশায়
বিহার করিয়া ধৰ্ম্ম বায়ু ইন্দ্র সনে,
জন্ম দিলা যুধিষ্ঠির ভীম ও অৰ্জ্জুনে ।
আর এক পাণ্ডু-পত্নী, মাদ্রী নাম যাঁর
অদ্বিতী-কুমাৰ সনে করিলা বিহার ;
নকুল ও মহদেব এই দুই-জন,
সেই বিবাহের ফলে দিলেন দর্শন ।
পঞ্চ পাণ্ডবের কথা বুঝে উঠা ভার,
এক জৌপদীর সনে সবারি বিহার
হেন পঞ্চ পাণ্ডবের গুণ-সম্বীৰ্ত্তনে,
অতুল অক্ষর গুণ্য রত্ন । লিখিবনে ।

হাহারে ধর্মের সূক্ষ্ম গতি নিরন্তর,
 বুঝিতে কি পারে তাহা হৃদ-বুদ্ধি নব ?

(৪)

কোকিল ও মহাপুরুষ দুই ভূম্য : কারণ প্রত্যেকেরই আশার শুচি, ও
 স্বর মধুর ; প্রত্যেকেই পর-বাসে পরাধীন, স্বজনের প্রতি মায়া-শূন্য
 বনবাসে স্পৃহাবান্, এবং মাধবে (বসন্ত-কালে ; পক্ষে, ত্রীকৃষ্ণ-গুণ-জ্ঞাপনে)
 বিশেষ বাকপটু । অতএব একপু আদরের ধন কোকিলেরও অনাদর করিয়া
 লোকে যে কুমিতোষী খঞ্জনের সমানর কবিতা থাকে, ইহাও আতি আশ্চর্য্য।
 ধর্মের বিচিত্র গতি বুঝিতে পারে মানবের শক্তি-বহির্ভূত !

আহারে শুচিতা ধ্বনৌ মধুরতা নীড়ে পরাধীনতা
 বন্ধৌ নির্মমতা বনে রসিকতা বাচালতা মাধবে ।
 এতৈরেব গুণৈর্যুতং পরভূতং ত্যক্ত্বা কিমেতে জনা
 বন্দন্তে খলু খঞ্জনং কুমিভুজং চিত্রা গতিঃ কৰ্ম্মণাম্ ॥

পরম পবিত্র ফল প্রত্যহ আহার,
 পরম মধুব ধ্বনি মুখে অনিবার,
 পর-বাসে অবস্থিতি অধীন হইয়া,
 বন্ধু-বান্ধবের মায়া দেয় কাটাইয়া,
 লোকালয় ত্যজি কত বদ্র বন-বাসে,
 মাধবে দেখিলে মুখে কত কথা আসে ;—
 মহা সাধু পুরুষের যে সব লক্ষণ,
 কোকিলের সেই সব রহে অগুহ্যণ ।
 এত গুণ থাকিতেও কোকিলে ত্যজিয়া
 কীট-ভোজী খঞ্জনেরে ধরিয়া আনিয়া
 বদ্র করি রাখে লোকে গৃহে আপনার,
 হাহারে ধর্মের সূক্ষ্ম গতি বুঝা ভার

(৫)

কোনও এক কপোতিকা, কপোতকে কহিতেছিল, “নাথ ! আমাদের আন্তিম কাল আসিয়া উপস্থিত হইল । কারণ দেখ, নিম্ন-দিকে এক ব্যাধ ধনুর্বাণ হস্ত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এবং এক বাজ-পক্ষী আমাদের চতুর্দিকে গুরিরা বেড়াইতেছে” । এমন সময়ে হঠাৎ সর্প-দংশনে ব্যাধের মৃত্যু হওয়াতে তাহার হস্তস্থিত বাণ সহসা ছুটিয়া গিয়া বাজ-পক্ষীর প্রাণ-সংহাব করিল ; এবং কপোত ও কপোতিকাও নিরাপদ হইল । দৈবের গতি বড়ই বিচিত্র !

কান্তং বক্তি কপোতিকা কুলতয়। কান্তাহন্তকালোহধুনা
ব্যাধোহধো ধৃতচাপশাণিতশরঃ শ্যেনঃ পরিত্রায়াতি ।
ইথং সত্যাহিনা স দষ্ট ইযুগা শ্যেনোহপি তেনাহত-
স্তূর্ণঃ তৌ তু যমালয়ং প্রতি গতো দৈবী বিচিত্রা গতিঃ ॥

মনোহুঃখে কপোতিকা কপোতেরে কর,—

“আমিল মোদের আজ আন্তিম সময় ।

নিম্ন-দিকে দেখ ব্যাধ ধনুর্বাণ ধ’রে,

চারিদিকে বাজ-পক্ষী দেখ ঘুরে, ফিরে。”

এইরূপে প্রাণভয়ে দৌহের জল্লন,

ইতিমধ্যে ব্যাধে সর্প করিল দংশন !

ধনুকে যে বাণ ছিল তাহা ছুটে গিয়া

সেই বাজ-পক্ষীকেও দিইল বিধিরা !

এইরূপে দুই শত্রু গেল যমালয়,

দৈবের বিচিত্র গতি, জানিও নিশ্চয় !

(৬)

চরিত্র-নামক এক শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক এই প্রোকে আক্ষেপ করিয়া কহিতে-
ছেন—“ভ্রষ্টি ও গোকুর পেষণ করিয়া ঔষধ খাইবার জন্য কানও রোগীর
ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলাম । কিন্তু সেই দোগী গোকুরের (কষ্টক-বৃক্ষ-

বিশেষের) পরিবর্তে গোকুর (গরুর খুর) থাইয়াছিল। নিরোধ লোকের
বাটীতে অর্থ, যশ ও সুখ-লাভ করা দুবে থাকুক, লাভের মধ্যে আমি গো-বধ-
পাপে লিপ্ত হইলাম।”

শুণ্ঠীগোকুরয়োবিচার্য্য মনসা কল্কাশনং যন্ময়া
প্রোক্তং তদ্বিপরীতকং কৃতমহো দত্তং যতো গোঃ ক্ষুরম্ ।
নার্থো মূৰ্খজনালয়ে ন চ সুখং নো বা বশো লভ্যতে
সম্বৈতে কবিভূপতো হরিহরে লাভঃ পরং গোবধঃ ॥

মনে মনে সবিশেষ বিচার করিয়া
শুণ্ঠি গোকুরের দিহু ব্যবস্থা করিয়া ।
বা বলিহু, হ'লো তার ফল বিপরীত
থাইল। গরুর খুর শুঠেব মাংস !
কিবা সুখ, কিবা যশঃ, কিবা আর ধন,
মূর্খের বাটীতে নাহি মিলে বদাচন ।
“কবিরাজ হরিহর” খ্যাতি অনিবার,
হইলে লাভেব মধ্যে গো-বধ আমার !

(৭)

“সিংহ-জয় করিবার বাসনায় একটা কুকুরকে প্রত্যহ প্রচুর-পরিমাণে
গো-মাংস, দধি, অন্ন ও পায়সাদি খাইতে দিয়া তাহাকে বিলক্ষণ স্বর্ষ্ট-পুষ্ট
করিয়াছিল; কিন্তু সিংহ-জয় করা দূরে থাকুক, সিংহের রব শুনিয়াই কুকুরট
জয়ে ব্যাকুল হইয়া পর্বত-গুহায় প্রবেশ করিল। আমার সমস্ত আশা বিফল
হইল, এবং লাভের মধ্যে আমি গো-বধ-পাপেব অধিকারী হইলাম।” ইহাই
কবি এই লোকে কহিতেছেন :—

পঞ্চান্সস্য পরাভবায় ভয়কো মাংসেন গোভূয়সা
দধাশ্নৈরপি পান্যৈস্ প্রতিদিনং সংবর্দ্ধিতো যো যয়া

সৌহর্যং সিংহরবাদ্ গুহান্তরগম্য ভীত্যা কুলঃ সম্ভ্রমাৎ
হস্তাশা দিলয়ং গত। হতবিধে লাভঃ পরং গোবধঃ ॥

সিংহ-জয় করিবার অভিলাষ করি
পুষিত কুকুর এক কত দিন ধরি ।
গো-মাংস পায়স দধি অন্ন দিয়া তারে
স্টুপ্ট পুষ্ট করিলাম কতই আদরে ।
কিন্তু সিংহ-রব শুনি প্রাণ-ভয়ে হার
প্রবেশ করিল এক পক্ষত-গুহায় !
যত কিছু আশা মোর ত'লো ছাবখাব,
সেই পোড়া বিবি ! শুধু গো-বধ আমার !

(৭)

কিন্তু এই শ্লোকে কোনও ব্যাধকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন ; “হে ব্যাধি-
রাজ ! তুমি সিংহ-জয় করিবার আশা করিয়া গো-মাংস খাওয়াইয়া কতকগুলি
কুকুরকে স্টুপ্ট পুষ্ট করিলে ; কিন্তু তাহাদের কটু-রবে কাণ বালাপালা হইয়া গেল।
যে সিংহ মদ-মত্ত হস্তীকেও প্রথর-নথরে ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলে, সেই সিংহকে
কুকুর পরাজিত করিবে, ইহাই তোমার ছবুন্ধি ! লাভের মধ্যে গো-বধ-পাপে
তোমাকে লিপ্ত হইতে হইল ।” ইহাই এই শ্লোকের বক্ষ্যমাণ বিষয় :—

পারিন্দ্রঃ পরাভবায় সুরভীমাংসেন দুর্মেধসা
পুষ্যন্তে কিল পীবরাঃ কটুগিরঃ শ্বানঃ প্রযত্নাদমী ।
ন হ্রেভির্মদমত্তবারণচমুবিদ্রাবণঃ কেশরী
জেতব্যো ভবত। কিরাতনৃপতে লাভঃ পরং গোবধঃ ॥

সিংহ-জয় করিবার আশে অবিরল
ফতনে পুষিলে এই কুকুর সকল ।

গো-মাংস খাইয়া হ'লো হুটু পুটু সবে,
 মালাপালা হ'লো কাণ কিন্তু কটু রবে ।
 মদ-মত্ত হস্তীকেও ধরিয়া নথরে
 যে সিংহ বিদীর্ণ করে খণ্ড খণ্ড ক'রে,
 সেই সিংহ-জয় হেতু করি অভিলাষ
 পুষিলে কুকুর গুলা তুমি বারমাস ।
 হে ব্যাধ ! তোমার মত মূর্থ কেবা আর,
 হুটু লাভের মনো গোবধ তোমার !

(৯)

এক ভূমিতেই শালি-ধান ও শ্যামা-ঘাসের জন্ম হয় : এবং তাহাদের দল ও
 কাণ্ড দেখিতে একরূপ । কেবল ফল হেতুই তাহাদের প্রভেদ বুঝিতে পারা
 যায় । ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

এক। ভূরভয়োঁরৈক্যমুভয়োঁর্দলকাণ্ডয়োঃ ।

শালিশ্যামাক্যোর্ভেদঃ ফলেন পরিচীর্যতে ॥

কিবা শ্যামা ঘাস, আর কিবা শালি ধান,
 এক ভূমিতেই উভয়েরি জন্ম-স্থান ।
 কিবা উভয়েরি দল, কিবা কাণ্ড আর,
 সহজে চিনিয়া লয়, সাধ্য হেন কার ?
 কিন্তু এক এক ফল করিয়া দর্শন
 কেবা শ্যামা, কেবা শালি, বুঝে মর্ক জন !

(১০)

যিনি সূর্য্য-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বাজাধিরাজ দশরথ বাহ্যার পিতা,
 ৭তী সাক্ষী পতিব্রতা সীতা-দেবী বাঁহার পত্নী, বীর-শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ বাঁহার ভ্রাতা
 বাহ্যার মত হৃদীন্তু-প্রতাপ নৃপতি এই ত্রিভুবনে আর ছিল না, এবং যিনি সাক্ষাৎ
 জায়ান, সেই স্বয়ং রামচন্দ্রকেও যখন দৈব-বশে নিঃস্বস্ত হইতেহইয়াছিল, তখন

অন্যের কথা আর কি বলা যাইতে পারে ! ইহাই এই শ্লোকের ন্যায়ান বিষয় :—

জাতঃ সূর্য্যকূলে পিতা দশরথঃ কৌণ্ডিন্দ্রজামগ্রীঃ
সীতা সত্যপরায়ণা প্রণয়িনী যশ্চানুজো লক্ষ্মণঃ ।
দোর্দ্দণ্ডেন সমো ন চাস্তি ভুবনে প্রত্যক্ষবিষ্ণুঃ স্বয়ং
রামো যেন বিড়ম্বিতোহপি বিধিনা চান্দ্রে পরে কা কথা ॥

সূর্য্য-বংশে জন্ম যাঁর, পিতা দশরথ,
যে পিতার দশদিকে বহু রথী রথ,
সীতা সতী প্রণয়িনী যাঁর নিরন্তর,
লক্ষ্মণ পরম বীর যাঁর সহোদর,
যাঁর মত মহাবীর নাই ত্রিভুবনে,
সাক্ষাৎ বিষ্ণুই বলি যাঁরে সবে গণে,
বিধিবশে বিড়ম্বিত তবু সেই রাম,
কি কব আগুর কথা, বিধি যার বাম !

(১১)

কি কি কারণে জগন্নাথ-দেব কাষ্ঠময় হইয়াছিলেন, তাহাই এই শ্লোকে
নিরূপিত হইয়াছে । যখন নিজ সংসারের ছাং নিরন্তর তাবিরে স্বয়ং জগন্নাথ
দেবকেও কাষ্ঠময় হইতে হইয়াছিল, তখন মনুষ্যের ত কথাই নাই । ইহাই এই
শ্লোকের ধ্বনি :—

একা ভার্যা প্রকৃতিমুখরা চকলা চ দ্বিতীয়া
পুত্রোহপ্যেকো ভুবনবিজয়ী মন্মথো দুর্নিবারঃ ।
শেষঃ শয্যা শয়নমুদবো বাহনং পন্নগারিং
স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং দারুভূতো মুরারিঃ ॥

“নীতি-সারঃ” প্রবন্ধের চতুর্দশ শ্লোকের অন্তিমাদ্রষ্টব্য ।

(১২)

এই অসার সংসারে খণ্ডর-গৃহই একমাত্র সার বস্তু । হর হিমালয়ে এবং হরি কীরোর-সাগরেই চিরদিন বাস করিতেছেন । ইহাই এই হাশ্ব-রসাত্মক শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুরমন্দিরম্ ।
হিমালয়ে হরঃ শোভে হরিঃ শোভে মহোদধৌ ॥

অসার সংসার,—সার শ্বশুরের ঘর,
হরি রনু-সাগরেতে, হিমালয়ে হর !

(১৩)

কানী-বাস, সাধু-সঙ্গ, গঙ্গা-জল-সেবন ও শিব-পূজাই এই অসার সংসারে সার বস্তু । ইহাই এই শ্লোকে কবির দৃষ্টিতে বিবৃত :—

অসারে খলু সংসারে সারমেতচ্চতুষ্টয়ম্ ।
কাশ্যাং বাসঃ সতাং সঙ্গো গঙ্গান্তঃশান্তুসেবনম্ ॥

সাধু-সঙ্গ, শিব-পূজা, কানী-ধামে বাস,
জান্ন-বীর জলে স্নান পান বারমাস,
অসার সংসারে এই চারিটাই সার,
তাঁহা বিনা যত কিছু সকল অসার !

(১৪)

বিপদ হইতে পরিজ্ঞান-পাইবার জন্ত ধন-সঞ্চয় করিবে এবং সেই বহু-প্রমার্জিত ধনের বিনিময়েও নিজ পত্নীকে রক্ষা করিবে । কিন্তু কি ধন, কি পত্নী উভয়েরই বিনিময়ে আপনার জীবন-রক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না । ইহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

আপদার্থং ধনং রক্ষেৎ দারান্ রক্ষেৎ ধনৈরপি ।
আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি ॥

বিপদে তরিতে ধন রাখ যত্ন করি,
 ধন দান কবিয়াও রক্ষ নিজ নারী,
 কিবা সেই নিজ নারী, কিবা সেই ধন,
 ছই দিয়া রক্ষা কর আপন জীবন !

(১৫)

কি কি কারণে স্ত্রীলোক, পুরুষ, অশ্ব ও বস্ত্র জর্জর হইয়া যায়, তাহাই এই
 শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে :—

চিন্তা তুরো মনুষ্যাণামনধ্বা বাজিনাং তু
 অসন্তোষো তুরঃ স্ত্রীণাং বস্ত্রাণামাতপো

জীর্ণ শীর্ণ হয় লোক হৃষ্টতা থাকিলে,
 জীর্ণ শীর্ণ হয় অশ্ব পথ না চলিলে,
 সন্তোষ-বর্জিতা নারী জীর্ণ শীর্ণ হয়,
 জীর্ণ শীর্ণ হয় বস্ত্র রৌদ্রে যদি রয় !

(১৬)

যে শক্তি উন্ময় হইয়া ভক্তি-ভরে শ্রীকৃষ্ণের চরণে স্থায় মন প্রাণ সমর্পণ
 করিয়াছে, তাহার কল্যাণ, ধারণে ও হারান কাননেও ভয় থাকে না, ইহাও এই
 শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে :—

• যদি বৃক্ষপদে চিন্তা ভক্তিস্তৎপদপঙ্কজে ।
 দুর্গমে গৃহনে বাপি বা চিন্তা মরণে নৃণে ॥

বৃক্ষ-পদে চিন্তা করে সদাই যে জন,
 সেই পদে পুনঃ যার ভক্তি সক্ষমণ,
 কি ভয়, কি ভয়, তার সুদুর্গম বনে,
 কি ভয়, কি ভয়, তার মরণে বা বণে ।

[১৭]

দেবতা, তীর্থ, ব্রাহ্মণ মন্ত্ৰ, দৈবজ্ঞ, ঔষধ ও গুরু এই কয়েকটি সম্বন্ধে যিনি
যেৰূপ চিন্তা করিবেন, তিনি সেইরূপই ফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহাই কবি এই
শ্লোকে বলিতেছেন :—

দেবে তীর্থে দ্বিজ্যে মন্ত্ৰে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরো ।
যাদৃশী ভাবনা যশ্চ সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ॥

কিবা দেব, তীর্থ, মন্ত্ৰ অথবা ব্রাহ্মণ,
কি ঔষধ, কি দৈবজ্ঞ; কিংবা গুরু জন,
এই সব চিন্তা যার যেৰূপ রহিলে,
ঠিক সেইরূপ ফল তাহার ফলিবে !

(১৮)

মাতা পুত্রকে অভিশাপ দেন না, সর্বসংহা পৃথিবী কাহারও দোষ-গ্রহণ করেন
না, সাধু জন কাহারও প্রতি হিংসা প্রকাশ করেন না, এবং দেব-দেবীও সৃষ্টি-
নাশ করেন না। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :

ন মাতা শপতে পুত্রং ন দোষং লভতে মহী ।
ন হিংসাং কুরুতে সাধুর্ন দেবঃ সৃষ্টিনাশকঃ ॥

পুত্রে অভিশাপ মাতা না দেন কখন,
সর্বসংহা কোরো দোষ না করে গ্রহণ,
হিংসা নাহি করে সাধু কাহারো উপরে,
দেবতাও সৃষ্টি-নাশ কছু নাহি করে !

(১৯)

পণ্ডিত-গণ কহেন, স্মরণই ধার্মিককে ব্রহ্মা করিয়া থাকেন। ইহাই এই
শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয় :—

জল্পন্তি সূরয়ঃ সর্বৈ ধর্মো রক্ষতি ধার্মিকম্ ।
এতজ্জাতব্যাম্ভৈব কিমত্র চ ভবিষ্যতি ॥

ধর্মই রাখেন তারে, ধর্মের দ্বারা মন,
একথা কহেন নিত্য সাধু-জন-গণ ।
এ চির প্রবাদ সত্য, কিংবা মিথ্যা আর,
পরীক্ষা লইব আমি অদ্বৈত ইহার !

(২০)

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে ধর্ম-শীল পক্ষ পাণ্ডবের নিত্য সহায়, তাঁহারা যে সহজেই
ক্লম-লাভ করিবেন, তাহা আর নিচিহ্ন কি ! যেখানে শ্রীকৃষ্ণ, সেইখানেই ধর্ম,
এবং যেখানে ধর্ম সেইখানেই জয়-লাভ ! ইহাই এই শ্লোকে কবি কহিতেছেন :—

জয়োহিস্ত পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনাৰ্দ্দিনঃ ।
যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্মো যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ ॥

জয় জয় জয় পক্ষ পাণ্ডবের জয়,
যাঁহাদের পক্ষে রনু কৃষ্ণ কৃপাময় ।
যে স্থানে রহেন কৃষ্ণ ধর্ম সেই স্থানে,
যেখানে রহেন ধর্ম, জয় সেই স্থানে !

পদ্য-সংগ্রহঃ

(কথিতটু-কৃতঃ)

(১)

সর্ব-সম্পন্ন-করী সরস্বতী-দেবীকে প্রণাম করিয়া কবি এট শ্লোকে মঙ্গলাচরণ
করিতেছেন :—

নহা তাং পরমেশ্বরীং শিবকরীং ত্রীভারতীং ভাস্বতীং
গঙ্গাতীরনিবাসিনা সুকবিনা লোকোপকারাথিনা ।
নানাপণ্ডিতবক্ত্রুনির্গতবতাং নির্মীয়তে কেনচিৎ
পদ্যানামিহ সংগ্রহোহমৃতকথাপ্রস্তাববিস্তারিণাম্ ॥

স্বয়ং ঈশ্বরী যিনি, যিনি শুভকরী,
যাহার সুচারু কান্তি মনোমুগ্ধকরী,
সেই ভারতীর পদে নমি অনুল্লসণ
গঙ্গা-তীর-বাসী কোন কবি এক জন
পর-উপকার হেতু হইয়া তন্ময়
করিলেন এই সব কবিতা-সঞ্চয় :—
যাহা বহু পণ্ডিতের মুখ-বিনির্গত,
যাহা স্বাতন্ত্র্য-রসে সিক্ত অবিস্রত !

(২)

যে কাব্যের সুধারস পান করিয়া পরম পণ্ডিত-গণও পরম পরিতোষ প্রাপ্ত
হন, তাহা দর্শন করিবামাত্র দার্ভিক জন তাহার দোষাদ্বেষেই প্রবৃত্ত হয় । যে
সরোবরে পদ্মিনী-গণ ফুটিয়া রহিয়াছে, যে সরোবরে রাজহংস-গণ মহানন্দে কোল
করিতেছে, সেই সরোবরের অণু কোনও বিষয়ে লক্ষ না করিয়া বক সকল তাহার
ভারস্ব কেবল শব্দকেই আশ্রয়ণেই বাস্তব হয় । ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

কাব্যে ভব্যতমেহপি বিজ্ঞনিবহৈরাশ্বাঘ্রমানে মুহু-
দোষান্বেষণমেব মৎসরজুবাং নৈসর্গিকো দুঃখীঃ ।
কাসারেহপি বিকাসিপঙ্কজচয়ে খেলন্যরালে পুনঃ
ক্লৌকশ্চক্ষুপুটেন কুণ্ডিতবপুঃ শম্বু কমন্বিষ্যতি ॥

যে কাব্যের সুধারস পিয়া অবিরল
বিহ্বল হইয়া গেছে পণ্ডিতের দল;
সে কাব্য দান্তিক জন হেরিলে নয়নে,
অমনি ছুটিবে তার দোষ-অন্বেষণে ।
খেলিতেছে রাজহংস সেই সরোবরে,
ফুটেছে পদ্মিনী-গণ নাহার উপরে,
তাব তীরে ধীবে ধীবে বক ঠোঁট,দিয়া
শাম্বুক খুঁজিতে থাকে ঘাড় বাঁকাইয়া !

(৩)

রমণীয় দেহে ক্ষত-স্থান দেখিলেই মক্ষিক-গণ যেহেতু তাহার উপাধি
অপ্লাদে পতিত হয়, রমণীয় কাব্য দেখিলে গল-স্বভাব ব্যক্তিও সেইরূপ তাহার
গাবান্বেষণ করিতেই প্রবৃত্ত হয় । ইহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

অতিরমণীয়ে কব্যে পিণ্ডনোহ্নেঘয়তি দূষণাত্মক
অতিরমণীয়ে বপুষি ত্রাণেন হি মক্ষিকানিকরঃ ॥

রম্য দেহ দেখিলেই মক্ষিকা যেমন
শুধু তার ক্ষত স্থান করে অন্বেষণ,
সেইরূপ সুবন্দ্য কাব্য হেরিলে নয়নে
ছুটে যায় খল তার দোষ-অন্বেষণে ।

(৪)

কোনও কবি, কোনও ভগবদ-ভক্ত, ভাগ্যবান্ সুপণ্ডিত বাজার নিকট নিম্ন
কৌশল-ক্রমে এই শ্লোকে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন :—

কীর্তিস্বর্গতরঙ্গিণীভিরভিতো বৈকুণ্ঠমাপ্লাবিতং
ক্ষৌণীনাত্ম তব প্রতাপতপনৈঃ সন্তাপিতঃ ক্ষীরধিঃ ।
ইত্যেবং দয়িতাযুগেন হারণা ত্বং যাচিতঃ স্বাশ্রয়ঃ
স্বংপদ্যং হরয়ে শ্রিয়ে স্বভবনং কণ্ঠং গিরে! দত্তবান্ ॥

তব কীর্তি-মন্দাকিনী, ওড়ে মহানাজ ।
বৈকুণ্ঠ প্লাবিত ক'বি ক'নিছে দিবাজ ।
পবন প্রচণ্ড তব তাপ-দিবাকর
সন্তাপিত রাখিয়াছে ক্ষীরবোদ-নাগব ।
নিরাশ্রয় হ'রি তাই দুই ভাৰ্য্যা সনে
আশ্রয় মাগিল আসি তে স্বার ভবনে ।
ও'বিকে ব'হিলে দান নিজ জদাসন,
ব'ক্ষীকেও দিলে তুমি আপন ভবন ।
তার পব রহিলেন বিনি সবস্বতী—
তাঁহাকেও নিজ-কণ্ঠ দিয়াছ বসতি !

(৫)

সূৰ্য্য, কবি ও যুদ্ধের সার বস্তু কি ? কিরূপ ছুঁটিনায় ক্রয়কের ভয় হয় ।
কুমর-গণ কি খাইতে ভালবাসে ? কোন্ ব্যক্তির সন্মুখাই ভয় থাকে, এবং কোন
ব্যক্তিবই বা কদাপি ভয় নাই ? এই সাতটি প্রশ্নের উত্তর কৌশল-সহকাৰে
কবি এই শ্লোকের চতুর্থ চরণে লুকায়িত রাখিয়াছেন :—

রবেঃ কবেঃ কিং সমরস্ত্র সারং
কুষেভ্যং কিং কিমুশন্তি ভৃগাঃ ।

সদা ভয়ং চাপ্যভয়ক কেবাং
ভাগীরথীতীরসমাপ্রিতানাম্ ॥ (১)

সূর্য্যের কি সার বস্তু ? প্রচণ্ড কিরণ ;
কবির কি সার বস্তু ? অমৃত-বচন ;
যুদ্ধের কি সার বস্তু ? রথী সমুদয় ;
কারে ভয় করে কৃষি ? শস্ত্র-বিঘ্ন-ছয় ;
কিবা ইচ্ছা করে ভৃঙ্গ ? রস স্বাদ-যুত ;
কোন্ জন ভীত সদা ? যে জন আশ্রিত ;

(১) ব্যাখ্যা । বর্ষদাস-বিষ্ণুচিহ্নিত “বিদগ্ধমুখমণ্ডনম্” গ্রন্থে এই শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায় । কবি ইহার রচনায় আশ্চর্য্য কোশল প্রকাশ করিয়াছেন । শ্লোকটির প্রথম তিন চরণে সাতটি প্রশ্ন এবং চতুর্থ চরণে তাহাদের উত্তর যথাক্রমে নিহিত রহিয়াছে । “ভাগীরথীতীরসমাপ্রিতানাম্” এই চতুর্থ চরণটির বিশ্লেষণ করিলে ইহার ঐক্লপ আকার দেখান যাইতে পারে ;—ভা + গীঃ + রথী + ঈতিঃ + রসম্ + আপ্রিতানাম্ । এক্ষণে দেখা যাউক, ইহা হইতে কিরূপে সাতটি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইতে পারে । (১) রবির (সূর্য্যের) সার বস্তু কি ? ভা (কিরণ) । (২) কবির সার বস্তু কি ? গীঃ (বাক্য) । (৩) সমরের (যুদ্ধের) সার বস্তু কি ?—রথী (যোদ্ধা) । (৪) কে কৃষকে ভয় দেখায় ?—ঈতিঃ (ছয়টি শস্ত্র বিঘ্ন) । (৫) ভৃঙ্গ (ভ্রমর) কি চায় ?—রসম্ (পুষ্প-মধুকে) । (৬) সর্বদাই কাহাদের ভয় রহিয়াছে ?—আপ্রিতানাম্ (যাহারা অপরের আশ্রয়ে বাস করে, তাহাদের) । (৭) কাহাদের কিছুমাত্র ভয় নাই ?—ভাগীরথীতীরসমাপ্রিতানাম্ (যাহারা পাতত-পাবনী গঙ্গা-দেবীর তীরে আশ্রয় লইয়াছে তাহাদের) ।

“ঈতিঃ” শব্দের অর্থ, ছয়টি শস্ত্র-বিঘ্ন কি কি, তাহা এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

অতিবৃষ্টিরনারুষ্টিঃ শলভা মুষিকাঃ খগাঃ
প্রত্যাঙ্গরাশ্চ রাজানঃ বড়েতা ঈতয়ঃ স্বতাঃ ॥
অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ইন্দুর, পতঙ্গ,
সমাগত বৈদেশিক নৃপতি, বিহঙ্গ,
“ঈতি”—নাম-ধারী এই শস্ত্র-বিঘ্ন ছয়,
নান্না হ’তে কৃষকের হর মহাভয় !

কার মনে নাহি থাকে কিছুমাত্র ভ্রাস ?

গঙ্গা-তীরে বাস যার রহে বার মাস !

(৬)

সুবর্ণ-পিঞ্জরে নিরন্তর বাস করিতেছি, রাজা শ্বশুরে আমার গাত্র-মার্জন। কবিগণ
দিতেছেন, সুমধুর দাড়িম ফলের রস ও সুধাসম জলপান করিতেছি, রাজ-সভায়
থাকিয়া সর্বদাই পবিত্র রাম-নাম উচ্চারণ করিতেছি, এবং আমার প্রকৃতিঃ
স্বভাবতঃ অতি শান্ত ; কিন্তু তথাপি আমার জন্ম-স্থান সেই বৃক্ষ-কোটরে
বাইবার জন্য আমি সর্বদাই উৎকণ্ঠিত রহিয়াছি। কোনও শুক-পক্ষীও ধ্যান-
দিয়া কবি এই শ্লোকে ইহাই কহিতেছেন :—

বাসঃ কাঞ্চনপিঞ্জরে নৃপকরাভ্যাজৈস্তনুমার্জনঃ
ভক্ষ্যং স্বাদুরসালদাড়িমফলং পেয়ং সুধাভং পয়ঃ ।
পাঠঃ সংসদি রামনাম সততং ধীরস্য কীরস্য মে
হাহা হন্ত তথাপি জন্মবিটপিক্রোড়ে মনো ধাবতি ॥

সর্বদাই করি বাস সোণার পিঞ্জরে,
নিজ হস্ত দিয়া রাজা 'দেহ তাজা করে,
নিত্য খাই রসে ভরা দাড়িমের ফল,
সুধাসম জলটুকু খাই অবিরল,
রাজ-সভা-মধ্যে আমি থাকি অবিরাম,
নিরন্তর বলি মুখে শুধু রাম-নাম,
হায়রে এসব সুখ তথাপি ছাড়িয়া,
গাছের কোটরে রয় প্রাণটা পড়িয়া !

(৭)

পশ্চিম দিকেও যদি সূর্যোদয় হয়, পর্বত-শিখরে প্রস্তরেরও উপনি যদি পদ
প্রক্ষুটিত হয়, সূর্যের পর্বতও যদি গমন-শীল হয়, এবং অগ্নিও যদি

শৈল্য-গুণ ধারণ করে, তথাপি সাধু জনের কথা কিছুতেই অগ্রথা হয় না। ইহাই এই শ্লোকে কবির বক্তব্য বিষয় :—

উদয়তি যদি তানুঃ পশ্চিমে দিশ্বিভাগে
বিকসতি যদি পদ্মঃ পৰ্বতাগ্রে শিলায়াম্ ।
প্রচলতি যদি মেঘঃ শীততাং যাতি বহি-
র্নচলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ ॥

পশ্চিম দিকেও যদি হয় সূর্য্যোদয়,
পৰ্বত-শিখরে যদি পদ্ম ফুটে বয়,
মেঘের পদত যদি চলে অবিরল,
শীতল জল যদি হয় স্নানোত্তল,
তথাপি যথাগ সাধু হন যেই জন,
যতদ না হয় কহু তাঁহার বচন !

(৮)

নির্ব্বাণদীপে কিমু ছৈলদানং
চৌরে গতে বা কিমুতাপ্তানম্ ।
বয়োগতে কিং বনিতানিলানঃ
পয়োগতে কিং খলু সেতুবন্ধঃ ॥

‘নীতি-প্রদীপ’-প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত শ্লোকের মুখ্য অর্থ ও অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

(৯)

বরং আত্মহত্যা করাও ভাল, বরং গুণভাবে দুঃস্বপ্নে বসতি করাও সুখকর,
বরং ভিক্ষা-বৃত্তি প্রাপ্তজন করিয়া জীবন ধারণ করা কিংবা অনাহারে থাকাও
শ্রেয়স্কর, বরং ঘোর নরকে পতিত হইয়া অশেষ কষ্ট অনুভব করাও সুখ-জনক,
তথাপি ধন-মদে মত্ত বন্ধুর আশ্রয় গ্রহণ করা কিছুমাত্র সুখকর নহে। এই
শ্লোকে ইহাই কবির বক্তব্য বিষয় :—

[১৭]

বরমসিধারা তরুতলবাসঃ
বরমিহু ভিক্ষা বরমুপবাসঃ ।
বরমপি ঘোরে নরকে পতনং
ন চ ধনগর্ষিতবান্ধবশরণম্

বরং কণ্ঠেও লগ্ন অশাঙ্কিত অসি,
বরং বৃক্ষের তলে বাস দিবানিশি ;
বরং পদের দ্বারে ভিক্ষা বারমাস,
বরং করাও ভাল নিত্য উপবাস ;
বরং বিষম ঘোর নরকে পড়িয়া
ছটফট করা ভাল তথায় নাতিয়া ;
হায়বে তথাপি কিন্তু যেন কোন জন
ধন-মত্র বান্ধবের না লগ্ন শরণ !

২১

অগ্নির উত্তাপেই শরীর দগ্ধ হইয়া যায় ; কিন্তু কুগ্রামে বসতি, কুজনের
সেবা ও কুদ্রব্য আশ্রয় করিয়া এবং কুপিতা গৃহিণী, মুর্থ পুত্র ও বিধবা কন্যা
হইয়া গৃহে বাস করিলে পুরুষের শরীর অগ্নির উত্তাপ না পাইয়াও দিবানিশি দগ্ধ
হইতে থাকে । ইহাই এই শ্লোকে কবির খেদোক্তি :—

কুগ্রামবাসঃ কুজনস্ত্র সেবা
কুভোজনং ক্রোধবতী চ ভার্য্যা ।
মুর্থশ্চ পুত্রো বিধবা চ কন্যা
বিনাশনলেনৈব দহন্তি দেহম্ ॥

কুগ্রামে বসতি করে যে জন সতত,
কুজনের সেবাতেই যেই জন রত,

যাহার অদৃষ্টে নিত্য কুখ্যাত্ত আহার,
ক্রোধভরা ভার্য্যা ল'য়ে ঘরকন্না যার,
মূর্থ পুত্র ল'য়ে যার সুখ নাহি রহ, .
বিধবা কন্তানে ল'য়ে সঙ্গা যার ভয়,
বিনা আশুনেই হায় দেহখানি তার
দ্বিবানিশি পুড়ে পুড়ে হর ছারখার !

(১১)

মিথ্যা কথা না বলিরা বরং মানুষের নিস্তর হইয়াও থাকা উচিত, পর-নারীর প্রতি আসক্ত না হইয়া বরং পুরুষের নপুংসক হইয়া থাকাও কর্তব্য, পরের ধনে সুখভোগ না করিয়া বরং ভিক্ষা করিয়াও জীবন-ধারণ করাও সুখকর, এবং দুর্জনের কথার স্খীতি-লাভ না করিয়া বরং প্রাণত্যাগ করাও ভাল । ইহাই এই শ্লোকে কবির বক্তব্য বিষয় :—

বরং মোনং কার্য্যং ন চ বচনমুক্তং যদনৃতং
বরং ক্লেব্যং পুংসাং ন চ পরকলত্রাভিগমনম্ ।
বরং ভিক্ষাশিত্বং ন চ পরধনাস্বাদনসুখং
বরং প্রাণত্যাগো ন চ পিশুনবাক্যেষভিরুচিঃ ॥

বরং সর্বদা তুমি মোনভাবে রবে,
তবু কিছুতেই নাহি মিথ্যা কথা কবে !
বরং পুরুষ হ'য়ে ক্রীষ সম রও,
তবু পর-নারী সনে আসক্ত না হও !
বরং ভিক্ষার তুমি ঘাপিবে জীবন,
তবু পর-ধনে সুখী না হবে কখন ।
বরং স্বচ্ছন্দে তুমি ত্যজিবে পরাণ,
তথাপি খলের বাক্যে নাহি দিবে কাণ !

নিঃশ্বোহপ্যেকশতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপো
লক্ষেশঃ ক্রিতিপালতাং ক্রিতিপতিশ্চত্রেণতাংকাঙ্ক্ষতি ।
চত্রেণঃ সুররাজতাং সুরপতিব্রহ্মাস্পদং বাঞ্ছতি,
ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং হরিঃ শিবপদং তৃষ্ণাবধিং কো গতঃ ॥

“অষ্টরত্নম্” প্রবন্ধের অষ্টম স্লোকেব্দে মুখবন্দ ও অনুবাদ দ্রষ্টব্য ।

(১৩)

দেবরাজ ইন্দ্র ভগবান, চন্দ্র কলকী, নাবায়ণ গোপ-সন্তান, বশিষ্ঠ বেণী-পুত্র
মদন শরীর-হীন, অগ্নি সঞ্চভুত, ব্যাসদেব মৎস্যগন্ধ-গর্ভ-জাত, সমুদ্র লবণ-
পক্ষ পাণ্ডব জারজ সন্তান, এবং স্বয়ং শিবও ভাস্কর ও নব-কপাল-ধারী । ইহা
দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হয়, এই ত্রিভুবনে এমন কেহই নাই যে, তিনি সম্পূর্ণ
নির্দোষ । ইহাই এই স্লোকে কথিত হইয়াছে :—

খ্যাতঃ শক্ৰো ভগাস্তে বিধুরপি মলিনো মাধবো গোপজাতে
বেশ্যাপুত্রো বশিষ্ঠো রতিপতিরতনুঃ সর্বভক্ষী হতাশঃ ।
ব্যাসো মৎস্যোদরীয়ঃ সলবণ উদধিঃ পাণ্ডবা জারজাতা
রুদ্রো ভাস্কাস্থিধারী ত্রিভুবনসতাং কস্য দোষো ন চাস্তি ॥

ইন্দ্রের শরীরে ছুটে চিহ্ন যায় দেখা !
চন্দ্রের শরীরে কত কলঙ্কের রেখা !
পালিত হ'লেন কৃষ্ণ গোয়ালার ঘরে ।
বশিষ্ঠের জন্ম হ'লো বেশ্যার উদবে !
রতি-পতি হইয়াও অনঙ্গ মদন !
দাছা পায়, তাহা খায় লোভী হতাশন ।
ব্যাসদেব মৎস্যগন্ধা-কুমারী-তনয় !
সমুদ্রের লোণা জল নুখে নাহি সয় !

উপপতি-জাত পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন !
চিতা-ভষ্ম অস্থি-ধারী দেব জিহোচন !
ত্রিভুবনে কাহাকেও দেখিতে না পাই,
কোন কিছু দোষ বার কখনই নাই !

(১৪)

শত সহস্র অর্থ, লক্ষ লক্ষ গো ও গজ, স্বর্ণ ও রৌপ্য-পাত্র, সমাগরা
পুখিরা এবং সংকুল-জাতা কোটি কন্তাকে দান করিলে যে ফল হয়, তাহা
অপেক্ষাও অল্প-দানে যল অধিক । এই লোককে কবি এই উপদেশ প্রদান
করিতেছেন :—

তুরগশতসহস্রং গোগদানাক্ষ লক্ষং
কনকরজতপাত্রিঃ মেদিনীঃ সাগরান্তাম্ ॥
বিমলকুলবধূনাং কোটিকন্যাশ্চ দদ্যাৎ
ন হি ন হি সমমৈতৈরন্নদানং প্রদানম্ ॥

কিবা লক্ষ লক্ষ বহু স্নানব তুবঙ্গ,
কিবা আব লক্ষ লক্ষ ধেনু বা মাতঙ্গ,
কিবা স্বর্ণ-পাত্র কিবা বোপ্য-পাত্র আর,
কিবা এই সমাগরা ধরা সুবিস্তার,
সুনির্ম্মল দংশ-জাত রত্ন বহু সত্য,
তাহাদের কোটি কোটি কন্তা গুণবতী,—
এই সব দানে যত পুণ্য এ ভুবান,
তা' হ'তে অধিক পুণ্য এক অল্প-দানে ।

(১৫)

কালিদাসের কবিতা, নবীন বোবন, মহিষ-হৃৎ-জাত দধি শর্করা-মিশ্রিত
চক্ক, মৃগের মাংস ও কোমলাঙ্গী রমণী,—এই করেকটী গৃহীর পক্ষে অতি আনন্দকর
ধন একারণ বশতঃ কবি ইহাদের জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন :—

কালিদাসকবিতা নবং বয়ো
 স্নাহিষং নধি সশর্করং পরঃ ।
 এনমাংসমবলা চ কোমলা
 সন্তবন্তু যম জন্মভ্রমনি ॥

কালিদাস-স্বকবিতা, নবীন বো, বন,
 স্নাহিষের নধি চন্দ্র শর্করা-মিলন,
 রুগ-বাংস, স্নেহামল-সেহা নারী আব
 ভরে ভয়ে ঘটে যেন অদৃষ্টে আমার !

(১৬)

খিনি পরম উদার-বতাব, তিনি প্রার্থি-জনকে কহানি “না” কথাটি
 বলিতে (সংকট “না” বর্ণটি উচ্চারণ করিতে) পারেন না । ইহাই এই শ্লোকের
 কলিতার্থ :-

না করানি পঠতা কিমপাঠি
 বিন্মুক্তঃ কিমথবা পঠিতোহপি
 ইখমর্থিজনসংশয়দোলা-
 খেলনং থলু চকার নকারঃ ॥ (১)

নিবেগন করি আমি, তুমি হে রাজন্ !
 “না” কথাটি কর নাই করু অধ্যয়ন ?
 কিংবা অধ্যয়ন করি বারেকের তরে,
 ছুটিয়া গিয়াছ তুমি তুমি ভাবি তারে ?
 গরম উদার-চিত্ত তুমি হে রাজন্ !
 ভোমার নিকটে প্রার্থী করিয়া গমন,

(১) ইহা ঐহিক-দেব-প্রদত্ত “নৈমিষাচারিত” (বোধাই সংকরণ) কাব্যের ৩য় সর্গের ১২১
 শ্লোক । দেবরাজ ঐহিক এই শ্লোকে মহারাজ নলের উদারতা বর্ণন করিতেছেন ।

"না" কথাটি না তুলিলে তোমার বদনে,
এরূপ সম্ভেদ হাঁহু হয় মনে মনে !

(১১)

কথিত আছে, রাজা বল্লাল সেন কোনও এক নীচ-বংশীয়া কস্তুরকে
(কীল্যটীকে ?) বিবাহ করিতে উদ্ভূত হইলে তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেন
ইহা জানিতে পারিয়া একখানি পত্রে তাঁহাকে এই লোকটা লিখিয়া
পাঠাইয়াছিলেন :—

শৈত্যং নাম গুণস্তবৈব সহজঃ স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা
কিং ক্রমঃ শুচিতাং ভবন্তি শুচয়ঃ স্পর্শেন যস্তাপরে ।
কিঞ্চান্যৎ কথয়ামি তে স্তুতিপদং যজ্জীবিনাং জীবনং
স্বক্কে নীচপথেন গচ্ছসি পয়ঃ কস্তাং নিরোদ্ধুং ক্রমঃ ॥

এই মোর নিবে.ন, তুমি তে.হে.ন !
স্বভাবতঃ তুমি স্বচ্ছ, তুমি স্নানীতল ।
তুমিই যে কতই শুচি, কি কহিব আর,
অশুচিও শুচি হয় পরশে তোমার ।
তোমার গুণের কথা লো নাতি বাত,
প্রাণ ধরে প্রাণীগণ তোমারি কপায় ।
তুমি যদি নীচ পথে করহ গমন,
কে করিতে পারে বল তোমার বার !

(১৮)

পুত্র লক্ষ্মণ সেনের উক্ত পত্র পাইয়া, পিতা বল্লাল সেন তাঁহাকে এই লোকটা
লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন :—

তাপো নাপগতস্তৃষা ন চ কৃশা ধৌতা ন ধূলিস্তনো-
ন স্বচ্ছন্দমকারি কন্দকবলঃ কা নাম কেলীকথা ।

দূরোৎকৃষ্টকরেণ হন্ত করিণা স্পৃষ্টা ন বা পদ্মিনী
প্রারকো - মধুপৈরকারণমহো ঝঙ্কারকোলাহলঃ ॥

কিছুমাত্র তাপ হোব না হইল দন,
কিছুমাত্র মা কমিন পিপাসা প্রদুব,
শবীর ভহতে মোর নাহি গেল ধূলি,
না স্মৃথে খাইলু মূল, না কবিলু ক্ষেত্রি,
দূর হইতেই কব করি প্রসারণ,
পদ্মিনীনে নাহি করী স্পর্শিল কখন।
কিছু চায় কারুণে লম্বন সকল,
আরক্ত কাণয়া দিল কত কোলাহল।

(১৯)

যশস্বিনী সেনের পত্র পাইয়া লক্ষণ সেন লিখিলেন :—

পরীবাদস্তথো ভবতি বিতথো বাপি মহতাং
তথাপ্যুচ্চৈর্ধাম্নো হরতি মহিমানং জনরবঃ ।
তুলোত্তীর্ণস্তাপি প্রকটিতরূতাস্যৈতমসো
রবেস্তাদৃক্ তেজো ন হি ভবতি কন্যাং গতবতঃ ॥

যদিও বা হয় সত্য কিংবা মিথ্যা হয়,
সাধুর ছর্নাম কভু ঘুচিবার নয় !
সাধুর ছর্নাম যদি রটে একবার,
নিশ্চয় হইবে নষ্ট মহিমা তাঁহার ।
যে সূর্য্য করেন অন্ধকার নিবারণ,
হার যদি সেই সূর্য্য কন্যা-গত হন,
তার পর তুলোত্তীর্ণ হইলেও, তাঁর
পূর্বের মতন তেজ নাহি থাকে আর।

(২০)

সেনের পত্র পাইয়া বল্লাল সেন এই শেষ উত্তর দিয়াছিলেন
 স্খাংশোৰ্জাতেয়ং কথমপি কলঙ্কস্ত কণিকা
 বিধাতুর্দৌষোহয়ং ন চ গুণনিবেস্তস্ত কিমপি ।
 স কিং নাত্রেঃ পুত্রো ন কিমু হরচূড়ার্চনমণি-
 র্ন বা হন্তি ধ্বান্তং জগদুপরি কিং বা ন বসতি ॥

যা কিছু কলঙ্ক-রেখা চন্দ্রে দেখা যায়,
 বিধাতারি দৌষ তাহে, চন্দ্রের কি তার ?
 চন্দ্র কি স্খাংশু নন্ ? নন্ গুণনিধি ?
 অত্রি-পুত্র নামে খ্যাত নন্ নিরবধি ?
 না বহেন তিনি হন-শিরে অনিবার ?
 না করেন নষ্ট তিনি গোর অন্ধকার ?
 জগতের উর্ধ্বে তিনি না করেন বাস ?
 রথা অপবাদে কিবা মহতের ত্রাস ?

(২১)

বখিত আছে, একদা মহারাজ বল্লাল সেন কোনও বিশেষ কারণ বশতঃ স্বীয়
 পুত্র লক্ষণ সেনকে কোনও দূরবর্তী স্থানে প্রেৰণ করিলে, লক্ষণ সেনের পত্নী
 বর্ষা-সমাগমে পতির বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া শিশুরের ভোজন-গৃহের প্রাচীরে
 এই শ্লোকটী লিখিয়া রাখিয়াছিলেন :—

পতত্যবিরতং বারি নৃত্যন্তি শিথিনো মৃদা ।
 অথ কান্তঃ কৃতান্তো বা দুঃখস্তান্তং করিষ্যতি ॥

ঝরিতেছে অবিরল বরষার জল,
 কুতূহলে নাচিতেছে ময়ূর সকল ।
 এই সব দেখে যোর মনে পড়ে পতি,
 কান্ত বা কৃতান্ত আজ একমাত্র গতি !

(২২)

মহারাজ বল্লাল সেন উক্ত শ্লোক-পাঠে পুত্র-বধুর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া
কৌশল-ক্রমে নিম্ন-লিখিত শ্লোকটী রচনা করিয়া পুত্র লক্ষণ সেনের নিকট পাঠা-
ইয়া দিয়াছিলেন :—

সমুদ্রা দশমধ্বজাশুগতিনা সংমুচ্ছিতা নির্জলে
তুর্ঘ্যদ্বাদশবৎ দ্বিতীয়মতিমনেকাদশাভিস্তনী ।
স। ষষ্ঠী নৃপপঞ্চমস্ত নবমক্রঃ সপ্তমৌবর্জিতা
প্রাপ্তোত্যন্তমবেদনাং প্রথম হে তূর্ণং তৃতীয়োভব ॥

দশম-ধ্বজের বাণে বিদ্ধ নিঃসুর,
একাদশ-স্তনী তাই ব্যাথিত-অস্থির,
নির্জলে চতুর্থ আর দ্বাদশ যেমতি,
তুর্ঘ্য সংমুচ্ছিতা সেও—হে দ্বিতীয়-মতি ।
নৃপ-পঞ্চমেন ষষ্ঠী, সপ্তমৌ-বর্জিতা
নবম-ক্র, কিন্তু তবু সেই সূচরিতা
অষ্টম-যাতনা-বশে যিয়মাণা অতি,
প্রথম ! তৃতীয় তুমি হও শীঘ্রগতি !

(১) ব্যাখ্যা । মহারাজ বল্লাল সেন ইচ্ছা করিয়াই কৌশল-সহকারে এই শ্লোকটীকে
সংকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন । বিবাহ-পীড়িত পুত্র-বধুর বিরহ সংবাদ পুত্রকে সহজ কথায় দেওয়া
বুদ্ধিমান পণ্ডিত পিতার কর্তব্য নহে । শ্লোকটিতে মেবাদি দ্বাদশ রাশির সংখ্যাক-নির্দেশ
দ্বারা বক্তব্য বিষয় সূচিত হইয়াছে । দশমধ্বজাশুগতিনা—দশমধ্বজের (মদনের) বাণ দ্বারা
একাদশাভিস্তনী—যে বর্মণের স্তন কুস্তুর দ্বারা । তুর্ঘ্যদ্বাদশবৎ—করুট ও মীনের মত ।
দ্বিতীয়মতিমন্—হে বৃষভ-বৃদ্ধ । নৃপপঞ্চমস্ত—রাজসিংহস্ত । ষষ্ঠী—কন্যা । নবমক্রঃ—যে
লক্ষণের ক্রমধর মত । সপ্তমৌ বর্জিতা—তুলা গুণ্ডা (অতুলা, অনুপমা) । অষ্টমবেদনা—বৃত্তিক-
যাতনা । প্রথম—সেই বর্জিত মুখ । তৃতীয়ো ভব—মিথুন (মিলিত) হও ।

নীতি-সার-সংগ্রহঃ

(কবিচন্দ্র-কৃতঃ)

(১)

স্বকার্য্য-সাধনের জন্তু মহান্ লোককেও ক্ষুদ্র লোকের মনস্তপ্তি করিতে দেখা
হায় । দেবদেব স্বয়ং গণেশও নিজ দেহভার বহন করাইবার জন্তু ইন্দুরের সস্তোষ
সাধন করিয়া থাকেন । ইহাই শ্লোকের বক্তব্য বিষয় :-

গণেশঃ স্তোতি মার্জ্জারং স্ববাহন্যভিরঙ্কণে ।
মহানপি স্বকার্য্যার্থং নীচকপি নিষেবতে ॥

রক্ষা করিতেই নিম্ন মূষিক বাহন,
বিড়ালের স্তুতিকারী দেব গঙ্গানন ।
ছোট লোক হইলেও বড় লোক তার
সেবা করে নিজ কার্য্য করিতে উদ্ধার !

(২)

এ সংসারে ঘুরিয়া না বেড়াইলে কাহারও উদর-পূর্তি হয় না । ইহাই এই
শ্লোকের ফলিতার্থ :-

ভ্রমন্তং পূরয়েৎ বৈদ্যো ভ্রমন্তং পূরয়েৎ দ্বিজঃ ।
ভ্রমন্তং পূরয়েৎ তকূর্ন ভ্রমন্তং ন পূরয়েৎ ॥

ঘুরিয়া বেড়ায় যত চিকিৎসক-গণ,
ততই তাদের পেট ভরিবে তখন !
যতই ব্রাহ্মণ-গণ বেড়াবে ঘুরিয়া,
ততই তাদের পেট যাইবে ভরিয়া !

টে'কো যত চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইবে,
ততই তাহার পেট ভরিয়া যাইবে।
ঘুরে ঘুরে না বেড়ায় যে জন সংসারে,
এ সংসারে তার পেট ভরাতে কে পারে ?

(৩)

কোন দুর্মতির বিরূপ দুরাশা, তাহা এই শ্লোক নির্ণীত হইয়াছে :—

তৈজসে যস্য বিভ্রাশা মিষ্টাশা পোতরোহিতে ।

জামাতরি চ পুত্রাশা দুরাশা তস্য দুর্মতেঃ ॥

যে করে ধনের আশা পিতল কাঁসায়,
মিষ্টতার আশা করে ক্রয়ের ছানায়,
জামা'য়ে পুত্রের আশা করে যেই জন,
তা হ'তে নিকোঁধ আর কে আছে কখন !

(৪)

মানুষ কুটিল হইলে শত উপদেশেও তাহার কোটিল্য অপনীত হয় না।
প্রসারণী-তৈল দিয়া কুকুরের বাঁকা ল্যাজ শতবার মর্দন করিলেও তাহা কিছুতেই
সোজা হইতে চায় না। ইহাই এই শ্লোকে কবির কথ্যমান বিষয় :—

কদাপি সদ্ধাক্ষতেন ধীরো

ন মূঢ়কোটিল্যমুপৈতি দূরম্ ।

প্রসারণীতৈলসহস্রমর্দনাং

শ্বলাঙ্গুলং নৈব জহাতি বক্রতাম্ ॥

পণ্ডিত কুটিলে দিয়া শত উপদেশ
নাশিতে না পারে তার কোটিল্য অশেষ।
প্রসারণী-তৈল দাও হাজার হাজার,
কুকুরের বাঁকা ল্যাজ সোজা করা ভার !

(৫)

সুপাত্রে দান করিলে কি কি ফল হয়, তাহা এই শ্লোকে নির্ণীত
হইয়াছে :—

সুপাত্রেদানাচ্চ ভবেৎ ধনাটো
ধনপ্রভাবেণ করোতি পুণ্যম্ ।
পুণ্যপ্রভাবেৎ সুরলোকবাসী
পুনর্ধন'চ্যঃ পুনরৈব ভোগী ॥

সুপাত্রে করিলে দান হ'লে বহু ধন,
ধন-প্রভাবেই করে পুণ্য উপার্জন,
পুণ্য-প্রভাবেই লোক ধার স্বর্গ-পুরে,
পুনশ্চ ধনাচ্য হ'য়ে সুখভোগ করে !

(৬)

কুপাত্রে দান করিলে কি কি ফল হয়, তাহা এই শ্লোকে বর্ণিত
হইয়াছে :—

কুপাত্রেদানাচ্চ ভবেৎ দরিদ্রো
দারিদ্রাদোষণে করোতি পাপম্
পাপপ্রভাবেৎ নরকং প্রযাতি
পুনর্দরিদ্রো ন পুনস্তু ভোগী ।

কুপাত্রে করিলে দান হয় ধন-হীন,
ধন-হীন হ'লে পাপ করে প্রতিদিন,
পাপেই নরকে গিয়া কষ্টে কাল হরে,
পুনশ্চ দরিদ্র হ'য়ে পাপ-কর্ম্ম করে !

(৭)

মাগধ বয়সে জ্যেষ্ঠ হইয়া না,—ওগেই জ্যেষ্ঠ হইয়া থাকে । চক্ষু, দধি ও
হস্তের দৃষ্টান্ত দিয়া কবি এই শ্লোকে ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন :—

জন্মনি ন হি জ্যেষ্ঠত্বং জ্যেষ্ঠত্বং বিদ্যতে শুণে ।

শুণাৎ গুরুত্বমায়াতি দুষ্কং দধি স্নাতং তথা ॥

বয়সে না জ্যেষ্ঠ হয়, জ্যেষ্ঠ হয় শুণে,

শুণ থাকিলেই শ্রেষ্ঠ এই ত্রিভুবনে ।

দুষ্ক হ'তে দধি হয়, দধি হ'তে স্নাত,

জন্মিত জনক হ'তে স্বশুণে আদৃত !

(৮)

উদ্যোগ না থাকিলে জীবের অভাব মোচন হয় না । বিড়ালের গুরু নাই, তথাপি সে উদ্যোগ-বলেই নিত্য দুধ পান করিয়া থাকে ! ইহাই এই শ্লোকের বক্ষ্যমাণ বিষয় :—

উদ্যোগঃ খলু কর্তব্যঃ ফলং মার্জ্জারবৎ ভবেৎ ।

জন্মপ্রভৃতি গৌর্নাস্তি পয়ঃ পিবতি নিত্যশঃ ॥

না থাকে উদ্যোগ যদি নাহি ফল ফল্গু

বিড়াল সফল হয় উদ্যোগের বলে ।

বিড়াল পুষেছে গুরু, কে শুনে কোথায়,

কিন্তু নিত্য দুধ টুকু তার পেটে যায় !

(৯)

এক ধনাঢ্য দাতার নাম শুনিয়া এক দরিদ্র তাঁহার নিকট কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করিতে গিয়াছিলেন । কিন্তু সেই ধনাঢ্য দাতা সম্প্রতি কপর্দকশূন্য হওয়ায় মনের দুঃখে দরিদ্রকে এই শ্লোকটি কহিয়াছিলেন :—

দিনকরকরতাপৈস্তাপিতঃ পান্থ একো

ক্রান্তগতিরতিবেগাৎ বৃক্ষমূলং প্রয়াতি ।

তরুরপি দলহীনো মূলদেশহতিতপ্তঃ

পথিকহৃদয়ঘর্ষান্নিকতেচ্ছাং কৰোতি ॥

সূর্য্য-তাপে বন্ধ হ'য়ে পায় এক জন
বন্ধ-মূলে ছুটে যায় লইতে শরণ ।
বন্ধটীও পত্র-শূন্য ; পুনঃ তার তল
রৌদ্র-তাপে ঠিক যেন হ'য়েছে অনল ।
হারে বন্ধও হেথা প্রাণের জালায়
পথিকের ঘর্ম্ম দেহ নীতলিতে চায় ।

(১০)

যে দুই জনের বন্ধুত্ব বহুকাল ধরিয়া বন্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, কুচক্রীর চক্রে
পড়িলে তাহাও শীঘ্র উৎপাটিত হইয়া যায় । দধি ও মস্থান-দণ্ড-চক্রেব দৃষ্টান্ত
দিয়া কবি এই মহাবাক্যটির বথার্থ প্রতিপাদন করিতেছেন :—

আজন্মবন্ধমপি ভিদ্যত এব সখ্যং
ভেদক সংজনয়তে যদি তত্র চক্রী ।
মস্থানদণ্ডপরিঘটনতো হি ভিন্নং
নীতং দ্বিধা দধি বথা নবনীততক্রম্ ॥

যে বন্ধুতা বন্ধ আছে আজন্ম ধরিয়া,
তাও ভেদ ক'রে দেয় চক্রী তথা গিয়া,
মস্থান-দণ্ডের চক্রে দধি যদি পড়ে,
ননী ঘোল এই দুটি ভেদ ক'রে ছাড়ে !

(১১)

নিজের উপার্জিত ধন “উত্তম”, পিতার উপার্জিত ধন “মধ্যম”, ভ্রাতার
উপার্জিত ধন “অধম” এবং স্ত্রীর উপার্জিত ধন “অধম অপেক্ষাও অধম” ইহাই
কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

উত্তমং স্বার্জিতং বিত্তং মধ্যমং পিতুরর্জিতম্ ।
অধমং ভ্রাতৃবিত্তকং স্ত্রীবিত্তমধমাদধমম্ ॥

নিজের অর্জিত ধনে ধনী যেই হয়,
 “উত্তম” বলিয়া তার হয় পরিচয় ।
 পিতার অর্জিত ধনে ধনী যেই জন,
 “মধ্যম” বলিয়া তার হইবে গণন ।
 ভ্রাতৃ-ধনে ধনী যেই সে হয় “অধম”
 -ধনে যে জন ধনী, সেই নরাধম !

(১২)

কুপণ লোক পরম ধনবান্ হইলেও ধন-ভোগ করিতে জানে না । আকর্ষণ
 কলমথ হইলেও কুকুর মুখ ডুবাওয়া জন না খাইয়া জিহ্বা ধারাই তাহা পুনঃ পুনঃ
 চাটিয়া থাকে ! ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

উপভোক্তুং ন জানাতি কদাপি কুপণো জনঃ ।
 আকর্ষণজলময়োহপি কুকুরো লেট্টি জিহ্বয়া ॥

কুপণের যত ধন সমস্ত অসার,
 কভু নাহি ভোগ তার, নাড়াচাড়া সার !
 কুকুর আকর্ষণ জলে ছোট পিপাসায়,
 চে'টে চে'টে মরে তবু মুখ না ডুবায় !

(১৩)

যিনি বিপদে পতিত হইয়াও স্বীয় সাধু ভাব পরিত্যাগ করেন না, তিনিই
 ধন্য ! প্রচণ্ড সূর্যের কিরণে তাপিত হইয়াও তুষার-রাশি স্রবীভূত হইয়া যায়,
 কিন্তু তথাপি স্বীয় নীতদ্ব-গুণ পরিত্যাগ করে না । কবি এই শ্লোকে ইহাই
 কহিতেছেন :—

ধন্য এব স্বরূপং যো ন মুকতি বিপৎস্বপি ।
 ত্যজত্যর্ককরৈস্তপ্তং হিমং দেহং ন নীততাম্ ॥

বিপদেও নিপতিত হইয়া যে জন
স্বীয় সাধু ভাব নাহি করেন বর্জন,
তেনা স্বী তাঁহার মত না করি দর্শন,
যত্ন বহিরাই তিনি গণ্য সদা হন।

(১৪)

ক্ষতে প্রহারা নিপতন্তি নিত্যশঃ
বনজয়েহ্মির্জঠরে প্রবন্ধতে ।
বিপৎসু বৈরাগি সदैব সন্তি
হিদ্বেষনর্থা বহ্নীভবন্তি ॥

ঘায়ের উপবে লাগে আঘাত প্রবল,
ধন-ক্ষয় হইলেই বাড়ে ক্ষুধানল,
বিপদে পড়িলে বহু শত্রু ব উদয়.
এক ছিদ্র থাকিলেই বহু ছিদ্র হয় !

(১৫)

অজ্ঞান খাণ্ডব বন, হনুমান্ লঙ্কাপুরী ও মহাদেব মদনকে ভস্মীভূত করিয়া-
ছেন। কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই যে, এ পর্য্যন্ত “দারিদ্র্যকে” কেহই দন্ধ করিতে
পারিলেন না। ইহাই এই শ্লোকে কবির আক্ষেপোক্তি :-

দন্ধং খাণ্ডবমর্জুনেন বলিনা দিব্যৈর্দ্রুমৈঃ সেবিতং
দন্ধা বায়ুশ্বতেন রানগপুরী লঙ্কা পুনঃ স্বর্ণভুঃ ।
দন্ধঃ পক্ষশরঃ পিনাকপাতিনা তেনাপ্যযুক্তং কৃতং
দারিদ্র্যং জনতাপকারকমিদং কেনাপি দন্ধং ন হি ॥

অজ্ঞান খাণ্ডব বন করিল দহন,
হুন্দর হুন্দর বৃক্ষ যাছে অগণন ।

[১৬]

সাধের সোণার লক্ষা রাবণ রাজার
অগ্নি দিয়া ক'রে দিল হুগু ছারখার ।
নেত্রাননে ক্রোধ-ভরে দেব ত্রিলোচন
ভস্ম ক'রে ফেলে দিল হুরস্তু মদন :
যে দারিদ্র্য বহু কষ্ট দেয় এ সংসারে,
ছায়রে কেহ না দুগ্ধ করিল তাহারে !

(২৬)

বিপদে সমুগীন হইলেই মাছুষের বুদ্ধি-ভুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়। কাহ্ন
এই কথাটির যথার্থ্য, রামচন্দ্র, রাবণ, ও যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টান্ত দ্বারা এইরূপে
দেখাইতেছেন :—

পৌলস্ত্যঃ কথমন্যদারহরণে দোষং ন বিজ্ঞাতবান্
রামেণাপি কথং ন হেমহরিণস্ত্যাসম্ভবো লক্ষিতঃ ।
অষ্টকশ্চাপি যুধিষ্ঠিরেণ সহস্রা প্রাপ্তো হনর্থঃ কথং
প্রত্যাসন্নবিপত্তিমূঢ়মনসাং প্রায়ো মতিঃ ক্ষীয়তে ॥

হরিলে পরের নারী দোষ নাহি রয়,
রাবণের কেন ইহা হইল প্রত্যয় ?
সোণার হরিণ কভু নাহি দেখা যায়,
বিশ্বাস করিলা রাম তবু কেন তার ?
চালিয়া পাশার চাল রাজা যুধিষ্ঠির
শেষে কেন কষ্ট পেয়ে হ'লেন অস্থির ?
সম্মুখ-বিপদে চিত্ত অস্থির যাওয়ার,
প্রায় তার বুদ্ধি-ভুদ্ধি নাহি থাকে আর !

(১৭)

সংসারে কোন্ কোন্ বস্তু পরিত্যজ্য, তাহা অনেক কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে
বহিতেছেন :—

নীতি-সার-সংগ্রহ

বরং শূন্য শালা ন চ থলু বরো দুর্ঘটনভো
বরং বশ্য বেষ্য ন পুনরবিনীতা কুলবধুঃ
বরং বাসোহরণ্যে ন পুনরবিবেকাধিপপুরে
বরং প্রাণত্যাগো ন পুনরধমানামুপগমঃ

বরং গোয়াল শূন্য, তাও প্রাণে সয়,
কিছু তবু ছুট যাঁড় পোষা কিছু নয় !
বরং থাকাও ভাল গণিকা-নিকটে,
তবু ছুট কুল-নারী নাহি যেন জুটে !
বরং অরণ্য-বাসে কিছু সুখ রয়
নির্বোধ রাজার দেশ তবু কিছু নয় !
বরং এ শরীরের হউক পতন,
নীচের নিকটে যেন না হয় গমন

(১৮)

কি কি উপায় অবলম্বন করিলে মানুষ অত্যন্ত চতুর হয়, তাহাই এই শ্লোকে
নিরূপিত হইয়াছে :

দেশাটনং পণ্ডিতমিত্রতা চ
বারাঙ্গনারাজসভাপ্রবেশঃ ।
অনেকশাস্ত্রাণি বিলোকিতানি
চাতুর্যমূলানি ভবন্তি পক ॥

পৃথিবীর নানা দেশ নিত্য পর্যটন,
পণ্ডিত লোকের সনে সদা সন্নিহন,
নিরন্তর যাতায়াত গণিকা যণায়,
নিরন্তর গতিবিধি রাজার সভায়,
এই পাঁচ কার্য্য যার রাহে সর্বজন,
চতুরের চুড়ামণি হয় সেই জন

(১৯)

কোন্ কোন্ স্থলে বিশ্বাস সংস্থাপন করিলে মানুষকে বিপদে পড়িতে হইবে তাহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

চরিতে যোষিতাং পূর্ণে সরিতোয়ে নৃপাদরে
সর্বত্রৈব বণিক্স্নেহে ন কুর্যাৎ প্রত্যয়ং কচিৎ ॥

অল-পূর্ণা নদী, নারী, নৃপের আদর,
বণিকের স্নেহে আস্থা না রাখিও নর !

(২০)

পৃথিবীর পক্ষে কি কি মহাতার, তাহাই এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে :—

যাচমানজনমানসবৃত্তে:
পুরণায় বত জন্ম ন যশ্চ ।
তেন ভূমিরতিভারবতীয়ং
ন ক্রমৈর্ন গিরিভির্ন সমুদ্রে: ॥ (১)

যে জন মানব-জন্ম করিয়া গ্রহণ,
যাচকের অভিলাষ না করে পূরণ,
সেই জন পৃথিবীর পক্ষে মহাতার,
সমুদ্র-পর্বত-বৃক্ষে তার কিবা তার ?

(২১)

এ সংসারে চারি প্রকার দুঃখী আছে । তন্মধ্যে কোন দুঃখীর দুঃখের মাত্রা নিক্রপ, তাহাই এই শ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে :-

দুঃখাতিদুঃখং নধনা হি যে বা
তাতোহপি দুঃখং কৃপণস্য সেবা ।

(১) ইহা ঐহিক-প্রণীত “নৈষধচরিত” (বোধাই-সংস্করণ) কাব্যের ৫ম সর্গের ৮৮ শ্লোক

ভতোহপি দুঃখং পরগেহবাসঃ

ততোহপি দুঃখং স্থচিরপ্রবাসঃ ॥

এ সংসারে নাহি যার কিছুমাত্র ধন,
দুঃখী হইতেও দুঃখী নিশ্চয় সে জন ।
তাহা হইতেও দুঃখী সে জন নিশ্চয়,
কপণের সেবা করি যাব দেহ-ক্ষয় ।
তাহা হইতেও দুঃখী জানিও তাহাকে,
যে জন পরের ঘবে মিত্য বাস করে ।
তা হ'তেও দুঃখী আর আছে এক জন,
পরিদেশে পড়িয়া যার কাটিল জীবন !

(২২)

১১ সংসারে কি কি অসম্ভব, তাহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

কাকে শৌচং দ্যুতকারে চ সত্যং
সর্পে ক্রান্তিঃ স্ত্রীযু কামোপশান্তিঃ ।
ক্লীবে ধৈর্য্যং মদ্যপে তত্ত্বচিন্তা
রাজা মিত্রং কেন দৃষ্টং শ্রুতং বা ॥

কাক শুচি, দ্যুতকার সত্যবাদী অতি,
সর্প ক্রমানীল, নাবী কাম-শূন্য-মতি,
ক্লীব ধীর, মদ্যপানী তত্ত্ব-চিন্তা-কারী,
নৃপতি পরম বন্ধু চিরদিন ধরি ;—
এ সব আশ্চর্য্য কথা শুনে হাসি পায়,
কে দেখেছে, কে শুনেছে কোথায় ধরায় ?

(২৩)

বড় লোকের নিন্দা ও ছোট লোকের প্রশংসা করিতে হইলে, কোন্ কোন্
বিদ্যে লক্ষ রাখা উচিত, তাহা কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

মহতাং যদি নিন্দনে রতি-
 গুণসংদৈখ্যে তদা বিধীয়তাম্ ।
 অসতামপি চেৎ স্তবে রতি-
 ন্ননু তদদুষণমেব গণ্যতাম্ ॥
 মহতের নিন্দা যদি করহ বাসনা,
 গুণ গুলি তুমি তাঁর করহ গণনা ।
 নীচের প্রশংসা হেতু থাকে যদি রতি,
 দোষ-গণনার তার দিও তুমি মতি !

(২৪)

কাহার কি গুণ থাকিলে, তাহাই একদিন তাহার শত্রুতা সাধন করিয়া থাকে, তাহাই এই শ্লোকে কবির বক্তব্য বিষয় :—

মাংসং যুগাণাং দশনৌ গজানাং
 যুগদ্বিষাং চক্ষু ফলং ক্রমাণাম্ ।
 স্ত্রীণাং স্বরূপঞ্চ নৃণাং হিরণ্য-
 মেতে গুণা বৈরকরা ভবন্তি ॥

হরিণের মাংস, আর হস্তীর দশন,
 যুগেক্স সিংহের চক্ষু, পরম ভূষণ
 রমণীর রূপ, ফল বৃক্ষের ভূষণ,
 মানুষের ধন ;—সব ভূষণ শোভন ।
 যার যা ভূষণ, তার তাই শত্রু হয়,
 ইহাই স্রগতে হায় অতীব বিষয় !

(২৫)

গুণি-জনের দোষ দেখিয়াও গুণগ্রাহী জন তাঁহার প্রতি বিরক্ত হন না ।
 লোকে পরম প্রীতি সহকারে চন্দের কলঙ্ক দর্শন করিয়া থাকে । ইহাই এই
 শ্লোকে কবির বক্ষ্যমাণ বিষয় :—

দোষমপি গুণবতি জ্ঞেন দৃষ্ট্বা গুণরাগিণো ন খিণ্ডন্তে ।
প্রীত্যেব শশিনি পতিতং পশ্যতি লোকঃ কলঙ্কমপি ॥

গুণগ্রাহী, গুণ-জ্ঞেন দেখিলেও দোষ,
কখনই তার প্রতি না করেন রোষ ।
চন্দ্রে আছে কত শত কলঙ্কের দাগ,
তবু তার প্রতি নাই কার অনুরাগ ?

(২৬)

এ সংসারে এক জন মাত্র গুণবান্ থাকিলেই অন্য নিগুণ দশ জন তাঁহাকে
আশ্রয় করিয়াই সুখে জীবন ধারণ করিতে পারে । কিন্তু সেই গুণবান্ এক জনের
অভাবে অন্য নিগুণ লোক গুলির বিশেষ কষ্ট হয় । “শূন্যের” দৃষ্টান্ত দিয়া ইহাই
এই শ্লোকে কবি প্রমাণ করিতেছেন :—

একমেব পুরস্কৃত্য দশ জীবন্তি নিগুণাঃ
বিনা তেন ন শোভন্তে সংখ্যাক্ষেপিব বিন্দবঃ ॥

এক জন গুণবানে করিয়া আশ্রয়
গুণ-হীন দশ জন প্রাণে বেঁচে রয় ।
একের অভাবে অন্য দশের দুর্গতি,
একেরে রাখিলে অগ্রে কিছু সুখ অতি ।
অসার “শূন্যের” দেখ নাহি কিছু সার,
কিন্তু অগ্রে এক পোলে মূল্য কত তার !

(২৭)

পণ্ডিত রাজ-সভা বিনা ও রাজ-সভা পণ্ডিত বিনা সেরূপ কিছুমাত্র শোভা
পায় না, চন্দ্র রাত্রিকাল বিনা ও রাত্রিকাল চন্দ্র বিনা সেরূপ কিছুতেই শোভামান
হইতে পারে না ! ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইরাছে :—

ন শোভতে রাজসভাং বিনা গুণী
 ভিমস্তরেথাপি ন শোভতে চ সা ।
 যথা শশাঙ্কেন বিনা নিশীথিনী
 নিশীথিনীকাপি বিনা নিশাকরঃ ॥

বিনা রাজ-সভা গুণী না শোভে কখন,
 রাজ-সভা নাহি শোভে বিনা গুণি-জন ।
 রাত্রি নাহি শোভা পায় চন্দ্র না থাকিলে,
 চন্দ্রও না শোভা পায় রাত্রি না আসিলে !

(২৮)

দনীদ বিনয় ও বিনয়ীর ধন দেখিতে পাওয়া যায় না । বাহার ধন ও বিনয়,
 উভয় গুণই থাকে, তাহার হয় ত বিজ্ঞা নাই । সংসারে এক জনের স্বর্ণপট
 সকল সদগুণ থাকা অসম্ভব । ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

যত্রাস্তি লক্ষ্মীবিনয়ো ন তত্র
 অভ্যাগতো যত্র ন তত্র লক্ষ্মীঃ ।
 উভৌ চ তৌ যত্র ন তত্র বিজ্ঞা
 নৈকত্র সর্বৌ গুণসম্মিপাতঃ ॥

লক্ষ্মী যথা রয়, তথা না রয় বিনয়,
 বিনয় যথায়, তথা লক্ষ্মী নাহি রয় ।
 ছুটিও রহিলে পুনঃ বিজ্ঞা নাহি রবে,
 এক সঙ্গে সব গুণ কোথা রয় কবে ?

(২৯)

এ সংসারে কবির অদৃশ্য, পক্ষীর অভক্ষ্য, সুরা-পানীর অকণ্য ও ত্রীলোকের
 অকার্য্য কিছুই নাই । ইহাই কবি এই শ্লোকে বলিয়াছেন :—

কবয়ঃ কিং ন পশ্যন্তি কিং ন ভক্ষন্তি বায়সা
মন্ত্ৰণাঃ কিং ন জল্পন্তি কিং ন কুৰ্বন্তি মোষিতঃ ॥

কবি-গণ কোথা কিবা না করে দর্শন ?

কাক-গণ কোথা কিবা না করে ভক্ষণ ?

মাতালেও কি না বলে মদেব নেশায় ?

জীলোকোও কি না কবে, বল এ ধবায় ?

(৩০)

সে কবির কাব্য ও সে ধনুদ্বরের বাণ অপরের হৃদয়ে প্রবেশ করিবা মা
ভাহার মন্তক ঘুরাইয়া দিতে পারে না, তাহাদেব বাণ্য ও বাণে প্রয়োজন কি ?
ইহাই এই শ্লোকে কবির বক্তব্য বিষয় :—

কিং কাব্যেন কবেন্তশ্চ কিং কাণ্ডেন ধনুশ্চ্যুতঃ ।

পরশ্চ হৃদয়ে লগ্নং ন ঘূর্ণয়তি যচ্ছিরঃ ॥

সে কবির কাব্যে কিবা আছে প্রয়োজন ?

সে বীণের বাণে হর কি ফল কখন ?

পরের হৃদয়ে বাহা প্রবেশ করিয়া

দিতে নাহি পাবে তার মাথা ঘুরাইয়া !

(৩১)

আশা ত্যাগ করিতে না পারিলে মহান্ লোকেরও বিষম অনর্থ আসিয়া
উপস্থিত হয় । সূর্য্যের উদাহরণ দিয়া কবি এই শ্লোকে এই মহাকাব্যটির সত্যতা
নিরূপণ করিতেছেন :—

আশালতাচ্ছেদনমন্তুরেণ

ভবেদনর্থো মহতামবশ্যম্

[২০]

ভোগপ্রসক্তঃ ক্রমশো বিবস্বান্
মীনঞ্চ মেঘঞ্চ বৃষঞ্চ ভুঙক্তে ॥

ভোগ-মুখে মহাজন চিপ্ত যদি রয়,
অশেষ দুর্গতি তার উপস্থিত হয় ।
হায় রে দেখনা সূর্য্য ভোগসুখ তরে
আগে মীন, পরে মেঘ, শেষে বৃষ ধরে !

(৩২)

যে কবিতা ও বনিতা পদ-বিন্যাস-মাত্রই মনোহরণ করিতে না পারে,
সে কবিতা ও বনিতায় প্রয়োজন কি ? ইহাই এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে :—

তয়া কবিতায়া কিংবা কিংবা বনিতয়া তয়া ।
পদবিন্যাসমাত্রেন মনো নাপহতং যয়া ॥

সেই কবিতারে ল'য়ে কিবা প্রয়োজন,
সেই বনিতারে ল'য়ে কি সুখ কখন,
পদের বিন্যাস-মাত্র হইলেই যার,
শক্তি নাই মন প্রাণ কে'ড়ে লইবার ?

ভ্রমরাষ্টকম ।

(১)

কেতকী পুষ্পের (কেয়া ফুলের) মনোহর গন্ধ ও সুন্দর বর্ণ ত্রিভুবনে
বিদিত । একটা ভ্রমর মধু-পান করিবার ইচ্ছায় পদ্ম মনে করিয়া তাহার
উপরি গিয়া পতিত হয় । মধুপান করা দূবে থাকুক, কেয়া ফুলের রেণুতে ভ্রমর
অন্ধ হইয়া গেল এবং কেয়া-গাছের কণ্টকেও তাহার পক্ষ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া
পড়িল । তখন ভ্রমরের একরূপ চুর্দশা হইল যে, তাহার থাকা বা যাওয়া উভয়ই
অসম্ভব হইল । ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

গন্ধাঢ্যাসৌ ভুবনবিদিতা কেতকী স্বর্ণবর্ণা
পদ্মভ্রান্ত্যা ক্ষুধিতমধুপঃ পুষ্পমধ্যে পপাত ।
অন্ধীভূতঃ কুসুমরজসা কণ্টকৈকচ্ছিন্নপক্ষঃ
হ্রাতুং গন্তুং কথমপি সখে নৈব শক্তো দ্বিরেকঃ ॥

কেতকীর কিবা গন্ধ ! সোণার বরণ !
এই ত্রিভুবনে তার খ্যাতি সর্বক্ষণ ।
মধুপান ইচ্ছা করি ব্যাকুল ভ্রমর
পড়িল পদ্মিনী ভাবি তাহার ভিতর ।
পরাগ লাগিল চক্ষু, না পায় দেখিতে,
কণ্টকে ছিঁড়িল পক্ষ, না পাবে উড়িতে ।
থাকিতে বাইতে কিংবা শক্তি নাই তার,
হে সখে ! পড়িল ফাঁদে ভ্রমর এবার !

(২)

একটা ভ্রমর সুগন্ধি নব-মল্লিকার মধু-পানে তৃপ্ত না হইয়া সুখিকার নিকট
মধু-পান করিতে গেল, সেখানে তৃপ্তিলাভ না করিয়া সে চম্পকপুষ্পের উপরি

গিয়া পতিত হইল। সেখানেও পরিতপ্ত না হইয়া অবশেষে পদ্মিনীর নিকাট উপস্থিত হয়। দেখিতে দেখিতে চন্দ্রোদয় হওয়ায় পদ্মিনী মুদ্রিত হইয়া গেল এবং ভ্রমরও তাহার ভিতর আবদ্ধ হইয়া রহিল। যাগর মনে কদাপি সন্তোষ নাই, তাহারই এইরূপ দুর্গতি হইয়া থাকে। কবি এই শ্লোকে এই নীতি-শিক্ষা দিতেছেন :—

গন্ধাঢ্যাং নবমল্লিকাং মধুকরস্ত্যক্তা গতো যুথিকাং
তাং দৃষ্ট্বাশ্চ গতঃ স চম্পকবনং পশ্চাৎ সরোজং গতঃ ।
বদ্ধস্তত্র নিশাকরেণ সহসা ক্রন্দত্যসৌ মন্দবীঃ
সন্তোষেণ বিনা পরাভবপদং প্রাপ্নোতি যুগো জনঃ ॥

নব মল্লিকার গন্ধ ছাড়িয়া ভ্রমর
অবশেষে পড়ে গিয়া যুথিকা উপর ।
যুথিকা ছাড়িয়া শেষে চম্পকের বনে,
তাব পব পড়ে গিয়া কমল-কাননে ।
ক্ষণেক বসিয়া তথা রহিলে ভ্রমর;
সগনে সহসা দেখা দিল নিশাকর ।
কমলিনী দেখি তারে মুদিল নয়ন,
ভ্রমর পড়িয়া কাদে করিল রোদন ।
সন্তোষ যাগর মনে কভু নাহি রয়,
অশেষ দুর্গতি তাব হইবে নিশ্চয় !

(৩)

কবি এই শ্লোকে কোনও আশ্র-বৃক্ষকে তিরস্কার করিয়া কহিতেছেন, “হে আশ্র-বৃক্ষ! তোমার বুকুলোদগমের সময় হইতে ভ্রমর-গণ প্রত্যাহ তোমার আশ্রয়ে থাকিয়াও তোমার ফলের বাধিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; এবং তুমি একবারও তাহাদিগকে আপ্যায়িত করিতেছ না। কিন্তু যে সকল কীট তোমাকে চক্ষেও একবার দেখে নাই, তুমি আজ তাহাদিগকে সমাদরে আপনার হৃদয়ের ভিতর স্থান দিয়াছ। হে আশ্র-বৃক্ষ! কে তোমার আশ্রয় ও কে তোমার পর,

ইহা যে অজ্ঞাবধি তুমি চিনিতে পারিলে না, ইহাই বড় দ্রঃণের বিষয় ।” ইহাই
এই শ্লোকে কবিত হইয়াছে :—

যেহ ভিত্তা মুকুলোদগমাদনুদিনং ত্রামাশ্রিতাঃ ষট্পদা-
স্তে ত্রাম্যন্তি ফলাং বহির্বহিরহো দৃষ্টা ন সম্ভাষসে ।
যে কীটাস্তব দৃকপথং ন চ গতাস্তে ত্বৎফলাভ্যন্তরে
ধিক্ ত্বাং চুততরো পরাপরপরিজ্ঞানানভিজ্ঞো ভবান্ ॥

যে অবধি জন্মিয়াছে তোমার মুকুল,
সে অবধি অলিকুল হইয়া ব্যাকুল,
তোমারি আশ্রয়ে দেখি র'য়েছে সদাই,
বল হ'লো বলি আজ ত্যজ তারে তাই ।
ঘুরিয়া বেড়ায় তারা বলের বাহিরে,
একবার মুখ তুলি নাহি চাও ফিরে !
যে কীট পড়ে নি কভু তোমার নয়নে,
বুকের ভিতর তারে রেখেছ বতনে !
ধিক্ ধিক্ জ্ঞান-তরু ! ধিক্ শতবার,
জ্ঞান-পর-জ্ঞান হায় না দেখি তোমার !

(৪)

যে ভ্রমর পান্নীর সহিত থাকিয়া স্বেচ্ছাক্রমে মধু-পান করিয়া তথায জন্ম
কাটাইয়া দিল, যে ভ্রমর মালতীর সহিত অনায়াস কেলি করিয়া মনে মনে
মহা সুখলাভ করিত, সেই ভ্রমর মধু-গন্ধ-লোলুপ হইয়া আজ গুঞ্জালতার আশ্রয়
গ্রহণপূর্ব্বক কি ছুর্গতিই না প্রাপ্ত হইয়াছে ! দৈবের বিড়ম্বনা বুঝা ভাব ! ইহাই
এই শ্লোকে কবির আক্ষেপোক্তি :—

নীতং জন্ম নবীননীরজবনে পীতং মধু স্বেচ্ছয়া
মালত্যাঃ কুশ্মেষু যেন নিয়তং কেলী কৃতা হেলয়া ।

তেনেয়ং মধুগন্ধলুক্কমনসা গুঞ্জালতা সেবাতে .
হা ধিগ্ দৈবকৃতং স এব মধুপঃ কাং কাং দশাং নাগতঃ ॥

পদ্ম-বনে জন্ম কে'টে গেল যার হার,
সে করিত মধু-পান নিজের ইচ্ছায় ;
আহ্লাদে উন্মত্ত হ'য়ে স্নানতীর সনে
কেলি করি মহা সুখ হ'তো যার মনে ;
মধু-গন্ধ-লোভে আজ সেই মধুকর,
গুঞ্জা-লতা সনে কেলি করে নিরন্তর !
কি দুর্গতি না হ'য়েছে তার এখন ?
ধিক্ ধিক্ দৈব-বলে ধিক্ অনুরাগ !

(৫)

একটা লম্বা পলাশ-পুষ্প-ব্রমে একটা শুক-পক্ষীর চুপ-পুটে গিয়া পড়িল ।
শুক-পক্ষীও জম্বুফল মনে করিয়া তাহাকে ভক্ষণ করিয়াবার জন্য ব্যগ্র হইল !
প্রান্তি-বশতঃ জীবকে কত ব্রমে ও কত বিপদেই পড়িতে হয় ! কবি এই শ্লোকে
এই নীতি-শিক্ষা দিয়াছেন :—

পলাশকুম্ভমভ্রান্ত্যা শুকতুণ্ডে পতত্যলিঃ ।
সোহপি জম্বুকলভ্রান্ত্যা তমলিং হস্তমিচ্ছতি ॥

ভাবিয়া পলাশ-পুষ্প মত্ত মধুকর
ছুটে গিয়া পড়ে শুক-চকুর উপর ।
শুক-পক্ষী -জম্বুফল মনে করি তার
পূরিয়া উদর-মধ্যে রেখে দিতে চায় !

(৬)

একটা লম্বা একখানি চিত্র-পটে একটি বৃহৎ পদ্ম অঙ্কিত দেখিয়া আহ্লাদে
মত্ত হইয়া তথায় উপস্থিত হইল । কিন্তু তাহাকে কিছুমাত্র মধু বা গন্ধ না

পাইয়া লজ্জায় অপ্রতিভ হইয়া মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে চলিয়া গেল ! ইহা
এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

দৃষ্ট্বা স্ফোতোহভবদলিরসৌ লেখ্যপদ্মঃ বিশালং
চিত্রং চিত্রং কিমিতি কিমিতি বাহরন্ নিষ্পপাত
নাস্মিন্ গন্ধো ন চ মধুকণো নাস্তি তৎ সৌকুমার্য্য
ব্রীড়য়া নির্জগাম ॥

চিত্র-পটে পদ্মিনীরে অঙ্কিত দেখিয়া
ভ্রমর করিল গর্জ বার্থ ভাবিয়া ।
ছুটে গিয়া প'ড়ে গেল তাহাব উপর,
মধু-গন্ধ নাহি দেখি ব্যথিত অন্তর ।
লজ্জা পে'য়ে মাথাটিকে নাড়িতে নাড়িতে
স্ব:ধামুখে গেল, নাহি পারিল থাকিতে !

(৭)

যে ভ্রমর চিরদিন কমলিনী ও কুমুদিনীর সহিত কেলি করিয়া মহানন্দে
তাহাদের মধু-পান করিত, আজ তাহা কুটজ (কুরচি) পুষ্পের মধুকেও আদরের
বস্তু বলিয়া গণ্য করিতেছে । দৈব-বিড়ম্বনায় জীবের অদৃষ্টে চিরদিনই একভাবে
সুখ থাকে না ! ইহাই এই শ্লোকের নীতি :—

অলিরয়ং নলিনীকুলবল্লভঃ
কুমুদনীকুলকেলিকলালসঃ ।
বিধিবশাৎ পরদেশমুপাগতঃ
কুটজপুষ্পরসং বহু মন্যতে ॥

পদ্মিনী প্রাণ-পতি যেই মধুকর,
কুমুদিনী সনে যার কেলি নিরন্তর,

বিধি-বশে হায় তারে যাইয়া বিদেশে
কুটজ-পুষ্পের মধু খে'তে হ'লো শেষে !

(৮)

এক ভ্রমর কোনও এক পদ্মিনীর ভিতরে বসিয়া মধু-পান করিতেছি :
সহসা সন্ধ্যা হওয়াতে পদ্মিনী নির্মীণিত হইল, এবং ভ্রমরটীও তাহার ভিতরে
আবদ্ধ হইয়া রহিল । তখন ভ্রমর আশা করিতে লাগিল যে রাত্রি প্রভাত হইলে
সূর্য্যোদয় হইবে, এবং পদ্মিনীও প্রস্তুত হইবে । তখন আশি স্বচ্ছন্দে বাহিরে
যাইতে পারিবে ! ভ্রমর যখন এইরূপ আশা করিতেছিল, তখন একটা হস্তা
আসিয়া সেই ভ্রমর-মধ্যা পদ্মিনীকে গ্রাস করিয়া ফেলিল । জীব মনে একদল
ভাবে, কিন্তু কার্যো তাহার অন্তরূপ ঘটে । ইহাষ্ট এই শ্লোকের নীতি :—

রাত্রির্গমিষ্যতি ভবিষ্যতি সুপ্রভাতং
ভাস্বানুদেষ্যতি হসিষ্যতি পদ্মজাতম্ ।
ইথং বিচিন্তয়তি কোষগতে দ্বিরেফে
হা হন্ত হন্ত নলিনীং গজ উজ্জহার ॥

রাত্রিও চলিয়া যাবে, প্রভাত আসিবে,
সূর্য্যও উদিত হবে, পদ্মিনী হাসিবে ।
পদ্মিনীর বক্ষে নিশি করিয়া বিহার
ভ্রমর করিছে আশা বাহিরে যাবার ।
হেন-কালে গিয়া এক হস্তী পদ্ম-বন
হার দেই পদ্মিনীকে করিল ভক্ষণ !

বানরাষ্টকম্ ।

ঈষ দক্ষঃ ক্রতো রূপং স্তব্ধঃ শুষ্কেন্ননং জবঃ
দুর্মন্ত্রিণমিতি শ্লোকাঃ কথিতা বানরাষ্টকে ॥

(১)

পর-শ্রী-কাতর, ঘৃণা-শীল, ছরাকাজ্ঞ, কোপন-স্বভাব, নিত্য-ভীত ও পরাশ্রিত,—এই ছয় জন এ সংসারে অশেষ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। ইহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন :-

ঈর্ষী ঘৃণী হসন্তকঃ ক্রোধনো নিত্যশঙ্কিতঃ ।
পরভাগ্যোপজীৱী চ যড়েতে দুঃখভাগিনঃ ॥

দেখিলে পরের ভাল বুক ফাটে যার,
সবারি উপবিমান ঘৃণা অনিবার,
সন্তোষের হেশমাত্র নাহি যার মনে,
যে জন চটিয়া যায় সামান্য কারণে,
সর্বদাই মনে মনে আছে যার ভয়,
খাইয়া পরের ভাত বেঁচে যেই রয়,
এ সংসারে জে'নো তুমি সেই ছয় জন
অশেষ দুঃখের ভাগী হয় হয় সর্বক্ষণ !

(২)

পটু লোকই লক্ষীবান্ হয়, মিভাহারী ব্যক্তিকে সুস্থ-দেহে বাস করে,
দীর্ঘরোগ জনই সুখভোগী হয়, উত্তোঙ্গী পুরুষই বিদ্যালভ করে, এবং নম্রস্বভাব
লোকই ধার্মিক, ধনবান্ ও যশস্বী হয়। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :-

দক্ষঃ ত্রিয়মধিগচ্ছতি পথ্যাশী কল্যাভাং সুখমরোগী ।
উদ্যাক্তো বিদ্যান্তঃ ধর্মার্থযশাংসি চ বিনীতঃ ॥

[২১]

হাস্তী-লাভ করে নিত্য কার্য-দক্ষ জন,
 মিতাহারী সুস্থ-দেহে থাকে, সর্বক্ষণ;
 মহাসুখে থাকে সেই, রোগ নাই তার,
 সদাই উদ্যোগ তার, বিভা হয় তার,
 পরম বিনীত-ভাবে রহে যেই জন,
 ধর্ম অর্থ যশঃ তার ভাগ্যে অনুক্ষণ!

(৩)

যজ্ঞ, বিবাহ, বিপদ, শত্রু-নাশ, যশোজনক কার্য, মিত্র-সংগ্রহ, প্রিয়তমা
 রমণী ও নির্ধন বন্ধু—এই আটটি বিষয়ে অপরিমিত ব্যয় করিলেও তাহাতে
 মহাত্মা জনের মহা গৌরব হইয়া থাকে। ইহাই কবি এই শ্লোকে বর্ণিত হইছেন :—

ক্রতো বিবাহে ব্যসনে রিপুক্ষয়ে
 যশস্বরে কৰ্ম্মণি মিত্রসংগ্রহে ।
 প্রিয়ানু নারীষধনেষু বন্ধুযু
 বহুব্যায়েহপ্যস্তি সত্যং হি গৌরবম্ ॥

বিবাহে বিপদে যজ্ঞে শত্রু-বিনাশনে,
 কীর্তিকর কার্যে, মিত্র-সংগ্রহ-করণে,
 প্রিয়তমা রমণীর মানস-রঞ্জনে,
 দরিদ্র বন্ধুর চিত্ত-তৃষ্টি-সম্পাদনে,
 সাধু জন বহু ধন করিলেও ব্যয়,
 তাহাতে গৌরব তাঁর, জানিও নিশ্চয়!

(৪)

কি কি কারণে মানুষের রূপ, স্থখ, পৌরুষ, গৌরব, গুণ, বল ও সম্পদ নষ্ট
 হইয়া যায়, তাহাই এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে :—

রূপং জরা সর্বসুখানি তৃষ্ণা
খলস্ত সেবা পুরুষাভিমানম্
যাচঞা গুরুত্বং গুণমাত্মপূজা
চিন্তা বলং হস্তাদয়া চ লক্ষ্মীম্ ॥

জরা আসিলেই রূপ নষ্ট হয়ে যায়,
সব সুখ নষ্ট হয় বিষয়-তৃষ্ণায় ;
যে জন খলের সেবা করিবে যখন,
থাকিবে না তার মান সম্মান তখন ;
প্রার্থনা করিতে গেলে গৌরব না রয়,
আত্মপ্রাণা করিলেই গুণ নষ্ট হয় ;
বল নাহি থাকে তার, সদা চিন্তা যার,
দ্রব্য নাই যার, লক্ষ্মী নাহি থাকে তার।

(৫)

কোন কোন জনের যশঃ, মিত্রতা, কুল, ধর্ম, বিদ্যা, সুখ ও রাজ্য নষ্ট হই
যায়, তাহাষ্ট এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

সুদৃশ্য নশ্চতি যশো বিষমস্ত মৈত্রী
নষ্টক্রিয়স্ত কুলমর্থপণস্ত ধর্মঃ
বিদ্যাধনং ব্যমনিनঃ রূপণস্ত মোখ্যং
রাজ্যং প্রমত্তসচিবস্ত নরাধিপস্ত ॥

যেই জন জড়, তার যশঃ নষ্ট হয়,
সাম্য নাহি যার, তার মিত্রতা না রয়,
কুল নাহি রহে তার, ক্রিয়া নষ্ট যার,
ধন ল'য়ে ব্যস্ত যেই, ধর্ম যায় তার,
বিদ্যা নষ্ট তার, জীড়া-মত্ত যেই জন.
সুখ নাই ভাগ্যে তার, যে জন রূপণ.

যে রাজার দৃষ্ট মন্ত্রী থাকে নিরস্তর,
সে রাজার রাজ্য নষ্ট হইবে মতর !

(৬)

কাহাকে কাহাকে আশ্রয় করিলেই অগ্নি, শোক, কোপ, কাম, ধন, ধর্ম ও
সহিষ্ণুতা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

শুক্ষেপ্তেনে বহিরূপৈতি বুদ্ধিঃ
বালেষু শোকশচপলেষু কোপঃ ।
কান্তাস্থ কামঃরূপণেষু বিত্তং
ধর্মো দয়াবৎসু মহৎসু ধৈর্য্যম্ ॥

শুদ্ধ কাষ্ঠ পাইলেই বাড়িবে অনল,
বালকের কাছে শোক হইবে প্রবল,
ক্রোধ তার বাড়ে, অতি অস্থির যে জন,
কামিনী-সংসর্গে বাড়ে কাম-হতাশন,
দয়ালুর ধর্ম বাড়ে, রূপণের ধন,
সহিষ্ণুতা বাড়ে তাঁর, মহাত্মা যে জন ।

(৭)

অশ্ব, স্ত্রীলোক, তপস্বী, দ্বিজ, নৃপতি ও শত্রু-ধারীর কি কি গুণ থাকা
প্রার্থনীয়, তাহাই এই শ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে :—

জঘো হি সপ্তেঃ পরমং বিভূষণং
ব্রহ্মসুনায়াঃ কুশতা তপস্বিনঃ ।
দ্বিজস্য বিদ্যা নৃপতেরপি ক্রমা
পরাক্রমঃ শত্রুবলোপজীবিনাম্ ॥

তুরঙ্গের শোভা, যদি দ্রুত গতি হয়,
ব্রহ্মণীর শোভা, যদি থাকে লজ্জা-ভয়,

তপস্বীর শোভা, যদি ক্লশ অনিবার,
ব্রাহ্মণের শোভা, যদি বিগ্না থাকে ভার,
রাজার পরম শোভা, ক্রমা যদি রয়,
পত্নীর পরম শোভা বিক্রম নিশ্চয় !

(৮)

যাহার ছুটে মগ্নী থাকে, তাহার নীতিদোষ আসিয়া উপস্থিত হয় ; পথ্যাশী
না হইলে, তাহাকে যাবজ্জীবন রোগ-ভোগ করিতে হয় ; ধনবান্ হইলেই
খান্নবের অহঙ্কারের সীমা রহে না ; যম প্রাণি-মাত্রকেই নিহত করিয়া থাকে ,
এবং ইন্দ্রিয়-জিত ব্যক্তিই অনুতাপামনে দগ্ধীভূত হয় । ইহাই কবি এই শ্লোকে
বহিতছেন :—

দুৰ্ম্মত্রিণং কম্পযান্তি ন নীতিদোষাঃ
সন্তাপয়ন্তি কম্পপথ্যভুজং ন রোগাঃ ।
কং শ্রীর্ন দর্পয়তি কং ন নিহন্তি যত্নাঃ
কং স্বীকৃতা ন বিষয়াঃ পরিতাপয়ন্তি ॥

“যত্নরত্নম্”-প্রবন্ধেব পঞ্চম শ্লোকের অনুবাদ দ্রষ্টব্য ।

বানর্য্যকম্ ।

মাধুর্য্যং শাস্ত্রমারোগ্যং দানং মূৰ্খো বিজাতিকঃ ।

বৈদ্যং সুজীৱং বুদ্ধঞ্চ বানর্য্যক্রমিহাকম্ ॥

(২)

রমণীর প্রতি মিষ্ট-বাক্য-প্রয়োগ, সরলের সতিত সরল ব্যবহার, শত্রু-
প্রতি শোঁর্য্য-প্রকাশ, গুরু জনের সতিত নম্রতাচরণ, ধার্মিক লোকের প্রতি
সাধু ব্যবহার, মৰ্ম্মজ্ঞ ব্যক্তির নিকট স্বীয় মৰ্ম্ম-বেদনা-জ্ঞাপন, পণ্ডি-
ত্বের প্রতি সম্মান-প্রদর্শন, এবং শঠের সহিত শঠতাচরণ,—এই আটটি
গুণ সাংসারিক ব্যক্তির আত্মীবন থাকা উচিত । ইহাই এই শ্লোকে উক্ত
হইয়াছে :—

মাধুর্য্যং প্রমদাজনেযু ললিতং দাক্ষিণ্যমার্য্যে জনে
শোঁর্য্যং শত্রুযু নম্রতা গুরুজনে ধর্ম্মিষ্ঠতা ধার্ম্মিকে ।
মৰ্ম্মভেদেনুত্তমং বহুবিধো মানো জনে পণ্ডিতে
শাঠ্যং দুষ্কজনে নরস্ত কথিতাঃ পর্য্যন্তমর্কো গুণাঃ ॥

রমণীর প্রতি নিত্য মধুর বচন,
সরলের প্রতি সরলতা-প্রদর্শন,
শোঁর্য্য-প্রদর্শন নিত্য শত্রুর উপর,
গুরু-জন প্রতি নম্র ভাব নিরন্তর,
ধার্মিক জনের সনে ধর্ম্ম-আচরণ,
ব্যথার ব্যথীর কাছে ব্যথা-বিজ্ঞাপন,
সুপণ্ডিত জন প্রতি মান-প্রদর্শন,
শঠতা তাহার প্রতি শঠ যেই জন,
এই অষ্ট মহাগুণ মহামূল্য ধন
আত্মীবন থাকে তাঁর সাধু যেই জন !

(২)

বিশিষ্ট বিচার করিয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেও তাহার পুনঃপুনঃ চিন্তা করা কৰ্ত্তব্য। বিশেষরূপে রাজার সেবা করিলেও মনে মনে আপত্তি রাখা উচিত। যুবতী বয়সীকে ক্রোড়ে করিয়া রাখিলেও নিশ্চিন্ত থাকা বুদ্ধিমান পুরুষের কৰ্ত্তব্য নহে। শাস্ত্র, রাজা ও যুবতী দুজনকে বশীভূত রাখা বড়ই বিষম ব্যাপার! ইহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন:—

শাস্ত্রং স্ফুটন্তিতমপি প্রতিচিন্তনীয়ং
স্বারাধিতোহপি নৃপতিঃ পরিশঙ্কনীয়ঃ।
অন্ধে স্থিতাপি যুবতিঃ পরিরক্ষণীয়া
শাস্ত্রে নৃপে চ যুবতো কথমাত্মভাবঃ ॥

“নন্দরত্নম্”—প্রবন্ধের প্রথম শ্লোকের অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

(৩)

কায়িক ও মানসিক সুস্থতা, ঋণ-পরিশূন্যতা, স্বদেশে বসতি, জীবিকা-নির্বাহের স্থির উপায়, নির্ভয়-চিত্তে বাস, ও সাধু জনের সহিত সন্মিলন,— এই ছয়টি বিষয় গৃহীব পক্ষে অতি সুখজনক ইহাই এই শ্লোকে বক্তব্য বিষয় :—

আরোগ্যমানু্যমবি প্রবাসঃ
সপ্রত্যয়া বৃত্তিরভীতিবাসঃ।
সন্তির্মনুষ্যৈঃ সহ সঙ্গমশ্চ
যদ্ জীবলোকস্য সুখানি সত্যম্ ॥

নিরন্তর সুস্থ যদি থাকে দেহ মন,
কিছুমাত্র ঋণ যদি না থাকে কখন,
বিদেশে না থাকে যদি চিরদিন ধরে,
সঙ্গদেহ না থাকে যদি জীবিকার তরে,

না করিতে হয় যদি ভয়ে ভয়ে বাস,
সাধু সনে হয় যদি বাস বার বাস,
তা হ'লেই এ সংসারে এই ছয় ধন
মানবে ষথার্থ সুখ করে বিতরণ !

(৪)

দানং দরিদ্রেষু বিভোঃ ক্ষমিত্বং
যুনন্তপো জ্ঞানবতশ্চ যৌনম্ ।
সুখেহ প্রযুক্তিশ্চ সুখান্বিতশ্চ
দয়া কঠোরশ্চ দিব্যং নয়ন্তি ॥

“ষড়্‌ব্রহ্ম”-প্রবন্ধের চতুর্থ লোকের মুখবন্ধ ও অনুবাদ দ্রষ্টব্য ।

মূৰ্খো দ্বিজাতিঃ শ্ববিরো গৃহস্থঃ
কামী দরিদ্রো ধনবাংস্তপস্বী ।
বেশ্য কুরুপা নৃপতিঃ কদৰ্ষ্যো
লোকে ষড়্‌ভেদানি বিদিশ্চিতানি ॥

“ষড়্‌ব্রহ্ম”-প্রবন্ধের তৃতীয় লোকের মুখবন্ধ ও অনুবাদ দ্রষ্টব্য ।

(৫)

বৈদ্যং পানরতং নটং কুপঠিতং স্বাধ্যায়হীনং দ্বিজং
যোধং কাপুরুষং হয়ং গভরয়ং মূৰ্খং পরিত্রাজকম্ ।
রাজানঞ্চ কুমন্ত্রিভিঃ পরিহৃতং দেশঞ্চ সোপদ্রবং
ভার্য্যাং যৌবনগর্বিতাং পররতাং মুকন্তু শীত্ৰং বুধাঃ ॥

“পঞ্চব্রহ্ম”-প্রবন্ধের তৃতীয় লোকের মুখবন্ধ ও অনুবাদ দ্রষ্টব্য ।

(৭)

ভুক্ত দ্রব্য যদি সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ হয়, পুত্র যদি কার্যাদক্ষ হয়, ভাৰ্য্যা যদি শোভিত থাকে, নৃপতি যদি অসেবিত হয়, এবং যদি বিশেষ বিবেচনা করিয়া কথা কহা ও বিশেষ বিচার করিয়া কার্য করা যায়, তাহা হইলে এই সকল বিষয় পবিণামে কদাপি নিফল হয় না। ইগাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে ।

অজীর্ণমন্নং অবিচক্ষণঃ স্তুতঃ
অশাসিতা স্ত্রী নৃপতিঃ অসেবিতঃ
অচিন্ত্য চোক্তং অবিচার্য্য যৎ কৃতং
অদীৰ্যকালেহপি ন যাতি বিক্রিয়াম্ ॥

জীর্ণ যদি হয় তাহা খা কর ভক্ষণ,
পুত্রটী তোমাব যদি হয় বিচক্ষণ,
ভাৰ্য্যাটী তোমাব যদি থাকে সদা বশে,
রাজাকে রাখহ যদি মনের হরষে,
কথা যদি কও তুমি ভাবিয়া চিন্তিয়া,
কার্য্য যদি কল তুমি বিচার করিয়া,
তা হ'লেই এত ছয় অমূল্য রতন
কিছুতেই নাহি হবে বিক্রপ কখন ।

(৮)

বৃক্ষ ফল-শূন্য হইলেই পক্ষি-গণ প্রস্থান কবে, সরোবর জল-শূন্য হইলেই শাবন-গণ অন্তর্ধান করে, পুষ্প মধু-হীন হইলেই ভ্রমর-গণ তথায় বসিতে চাহে না, ঘন অগ্নি-দগ্ধ হইলেই মৃগ-গণ কোথায় চলিয়া যায়, পুরুষ-গণ ধনহীন হইলেই নিকা-গণ তাহাদিগকে পরিত্যাগ কবে, নৃপতি লক্ষ্মী-শূন্য হইলেই মন্ত্রী-গণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় । এই সব দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, স্বার্থ থাকিলেই সকলে সকলেরই বন্ধু হয় এবং স্বার্থ না থাকিলে কেহট

কাহারও বন্ধু হইতে চায় না! কবি এই শ্লোকে এই নীতি-শিঙ্গা দিতেছেন :—

বৃক্ষং ক্লীণফলং ত্যজন্তি বিহগাঃ শুক্লং সরঃ সারসাঃ
পুষ্পং পযু্যষিতং ত্যজন্তি মধুপা দধ্বং বনাস্তং মৃগাঃ ।
নির্দ্রব্যং পুরুষং ত্যজন্তি গণিকা ভ্রষ্টং নৃপং মন্ত্ৰিণঃ
সর্বঃ কার্য্যবশাৎ জনোহভিরমতে কস্ম্যন্তি কো বল্লভঃ ॥

“সপ্তরত্নম্”—প্রবন্ধের চতুর্থ শ্লোকের অনুবাদ দ্রষ্টব্য ।

পূর্বচাতকাকম্

(১)

চাতক পক্ষী চিবকাকই মেঘের ভক্ত ও শরণাগত। এজন্য কেমনও চাই। এই শ্লোকে মেঘকে সম্বোধন করিয়া কবি-তেছে, “হ মেঘ!” কবি প্রবল দয় বাহে আমাকে কল্পিত কবির দাও, গভীর গর্জন কবিসাই আমাকে ভয় প্রদান কর, কিংবা শিলারুষ্টি দ্বারাও আমাব এই ক্ষুদ্র দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দাও, তথাপি এখন আমি তোমাবই জলবিন্দু পান করিয়া অটুপুটু ভেঁয়াছি, তখন তুমি কি কুমার আর অন্য গতি নাই” —

বাতৈতবিধূনয়ু বিভীষয় ভীমনাদৈঃ
সংচূর্ণয় হুমথবা করকাভিযাতৈঃ ।
হুদ্বারিনিন্দুপরিপালিততৌদিতস্র
নান্যা গতিভবাত বারিদ চাতকস্র ॥

চাতকে বায়ুর বেগে কাপাইয়া দাও,
গভীর গর্জন হাবে ভয় বা প্রদখাও।

চূর্ণ করি ফেল তারে শিলাবৃষ্টি ক'রে,
যত কষ্ট দাও তারে, সে না তার ডরে !
আজন্ম তোমাবি জল টুকু করি পান
চাতক কবিছে রক্ষা আপনার প্রাণ ।
তাই বলি জে'নো মেঘ ! চাতক তোমার,
তোমা বিনা চাতকের গতি নাই আর !

(২)

চাতক তৃষ্ণায় কাতর হইয়া তিন চারি বিন্দু জলের জন্ত মেঘের নিকট প্রার্থনা
করে । মেঘও প্রতুব-পরিমাণে জলদান করিয়া চাতকের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া
দয় । মহতের উদারতা অসীম ! ইহাই এই শ্লোকের নীতি :—

চাতকস্ত্রিচতুরান্ পয়ঃকণান্
যাচতে জলধরং পিপাসয়া
সোহপি পূরয়তি ভূয়সাম্বুসা
হন্ত হন্ত মহতামুদারতা ॥

চাতক পাইয়া বড তৃষ্ণায় যাতনা
জলদেরে মাগে জল তিন চারি কণা ;
জলদও ঢাড়িয়া দেব জল আপনার,
ধন্ত ধন্ত মহতের মহিমা অপার ।

(৩)

চাতক মেঘকে কহিতেছে, “নদ, নদী, সমুদ্র প্রভৃতিতে বহু জল আছে, আমি
সেই জলপান করিয়াও আমার জীবন রক্ষা করিতে পারি । কিন্তু হে মেঘ !
তোমাব জলপান না করিয়া অগরের জলপান করিলে আমার কুলে চির-কলঙ্ক
থাকিবে ।” আপনার জীবন রক্ষা করিতে গিয়া নিষ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্ক রাখিয়া
যাওয়া কাহাবও কর্তব্য নহে । ইহাই এই শ্লোকের নীতি :—

শক্যতে যেন কেনাপি জীবনেনৈব জীবিতুম্ ।
কিন্তু কোলত্রতোদুঙ্গপ্রসঙ্গঃ পরদুঃসহঃ ॥

কত জল রয়ে মদ নদী ও সাগরে,
জীবন ধরিতে পারি তাও পান ক'রে ;
কুলের কলঙ্ক কিন্তু করিলে অরণ,
বিষম বহুগানলে দহে মোর মন !

(৪)

হে মেঘ ! তুমি গর্জন করিতেছ বটে, কিন্তু বর্ষণ করিতেছ না। আমি তোমারই জলপান করিবার জন্য উদ্গ্রীব রহিয়াছি। এক্ষণে সহসা যদি দক্ষিণ বায়ু আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তুমিই বা কোথায় থাকিবে, আর আমিই বা কোথায় থাকিব, এবং তোমার জল-বর্ষণই বা কোথায় থাকিবে ! ইহাই এই শ্লোক মেঘের প্রতি কোনও চাতকের আক্ষেপোক্তি :

গর্জসি মেঘ ন যচ্ছসি তোয়ং
চাতকপক্ষী ব্যাকুলিতোহহম্ ।
দৈবাদিহ যদি দক্ষিণবাতঃ
ক্ব ত্বং ক্বাহং ক্ব চ জলপাতঃ ॥

কতই করিছ মেঘ ! গভীর গর্জন,
বিন্দু মাত্র জল কিন্তু না কর বর্ষণ ;
আমি হে চাতক-পক্ষী কাতর হইয়া
তোমারি মুখের দিকে আছি তাকাইয়া !
দৈবাৎ দক্ষিণ বায়ু উঠে যদি হয়,
কোথায় বা রবে তুমি, আমি বা কোথায় !
কোথায় বা রবে বল তব জলপাত,
না জানি ঘটে বা বুঝি বিষম উৎপাত !

(৫)

চাতক মেঘকে বলিতেছে,—“তড়াগাদিব জল অতি অল্প এবং তাহাও বিষবৎ অনিষ্টকারী। হ্রদের জল নীচাশয় জীবেরই সেব্য। মহাসাগরের জলও স্পৃহণীয় নহে, কারণ অগস্ত্য-মুনি তাহা এক গণ্ডুষেই পান করিয়াছিলেন। গঙ্গাদি নদীর জলের কথা আর কি কহিব, তাহা সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। হে মেঘ! এজ্ঞা এ সব জল পরিত্যাগ করিয়া তোমারই জলপান করিয়া চাতক নিজের সম্মান রক্ষা করিতে চায়।” :—

বপী স্বল্পজলাশয়ো বিষময়ো নীচাবগাহো হ্রদঃ
ক্ষুদ্রাং ক্ষুদ্রতরো মহাজলনিধির্গণ্ডুষমেকং মুনেঃ ।
গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ পয়োনিধিগতাঃ সংত্যজ্য তস্মাদিমান্
সম্মানী খলু চাতকো জলমুচামুচ্চৈঃ পয়ো বাঙ্ছতি ॥

তড়াগে অল্পই জল, তাও বিষময়,
নীচেব গন্তব্য হ্রদে ইচ্ছা নাহি হয় !
ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্রতর জানি রত্নাকরে,
অগস্ত্য গণ্ডুষে বারে পূরিল উদবে ।
গঙ্গাদি যতেক নদী আছয়ে ধরায়,
সবাই পড়েছে গিয়া সাগরেতে হায় .
চাতক ত্যজিয়া সবে তাই মানে মানে
জল হেতু সদা চায় জলদেরি পানে !

(৬)

মেঘ জলদান করিলে বীজ সকল অঙ্কুরিত হয়, সকল নদীর জলবৃদ্ধ হয়, পিপীলিকা-গণ আনন্দে উড়িতে থাকে, বৃক্ষ সকল পল্লব ধাবণ করে, এবং মনুষ্যাগণ প্রফুল্ল-চিত্ত হয়। কিন্তু হে চাতক ! তুমি কি মহাপাতক করিয়াছ যে, তোমার চক্ষু-পুটে ছই তিন বিন্দুও জল. পতিত হইল না ! ইগাই এই নোকে চাতকের প্রতি কবির খেদোক্তি :—

বীজৈরক্ষুরিতং নদীভিরুদ্ধিতং বন্যীভিরুজ্জ্বলিতং .
 বৃক্ষৈঃ পল্লবিতং জনৈশ্চ মুদ্রিতং ধারাধরে বর্ষতি ।
 ভ্রাতৃশতাতক পাতকং কিমপি তে সম্যগ্ ন জানীমহে
 যন্তেহস্মিন্ ন পতন্তি চক্ষুপুটকে দ্বিত্রাঃ পয়োবিন্দবঃ ॥

পাইলে মেঘের ডল বীজ অক্ষুরিত,
 নদী সুবিস্তৃত, পিপীলিকা সমুদ্রিত,
 বৃক্ষের পল্লব হয়, আনন্দ সবার,
 মেঘ হ'তে ! সকলেরি হয় উপকার ।
 কিন্তু এক কথা বলি, ভাই হে চাতক ।
 কহ মোরে, কিনা তুমি কবেছ পাতক ?
 কি আশ্চর্য্য, চক্ষু-পুটে ভাই বে ! তোমার
 ছুই তিন বিন্দু ডল নাহি পড়ে আর !

(৭)

অন্যান্য জীবগণ নদ হ্রদ প্রভৃতির জলপান করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ
 করিতে পারে; কিন্তু হে মেঘ ! তুমিই চাতকের একমাত্র অবলম্বন ! ইহাই
 এই শ্লোকের বক্তব্য বিষয় :—

নদেভ্যোহপি হ্রদেভ্যোহপি পিবন্ত্যন্তো সদা পয়ঃ ।
 চাতকস্য তু জীমূত ! ভবানেবাবলম্বনম্ ॥

নদী বা হ্রদের জলে অন্য জীবগণ
 করিতেছে সর্বদাই তৃষ্ণা নিবারণ ।
 ওহে মেঘ ! তোমারি বিনা উপায় কি হয়,
 চাতকের একমাত্র তুমিই আশ্রয় !

(৮)

হে মেঘ ! চাতক এই নিরবলম্বন আকাশে বহুক্ষণ অবস্থিত হইয়া তোমারই
 দিকে চক্ষুপুট উল্টোলন করিয়া জলের জন্য অপেক্ষা করিল । জলদান করা দুবে

গাকুক, একবার মধুর শব্দেও তাহাকে তুমি আপ্যায়িত করিলে না ! ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

নভসি নিরবলম্বে সীদতা দীর্ঘকালং
ত্বদভিমুগনিবিষ্টোত্তানচকুপুটেন ।
জলধর জলধারা দূরতস্তাবদাস্তাং
ধ্বনিরপি মধুরস্তে ন শ্রুতশ্চাতকেন ॥

নিরাশ্রয় আকাশেতে বহুকাল ধ'রে
চাতক ঘুরিল কত, সীমা কেবা কবে !
চাহিয়া তোমারি পানে উর্দ্ধমুখে হায় !
কত কাল কে'টে গেল, বলা নাহি যায় !
জলদান দূবে থাক্ ; যাক্ মানে মানে ;
মধুব ধ্বনিও তব না শুনিল কাণে !

উত্তরচাতকাষ্টকম্ ।

(১)

হে মেঘ ! প্রসিদ্ধ সরোবর সকল স্বচ্ছ হউক, আর নাই হউক ; তৃষ্ণার
কাতর হইয়া আগার প্রাণ নষ্ট হউক, আর নাই হউক ; অল্প বা অধিক জল
তুমি দাও, আর নাই দাও, চাতক-শিশু তোমারই উপর প্রাণটী সমর্পণ করিয়া
নিশ্চিন্ত আছে : ইহাই এই শ্লোকের বক্তব্য বিষয় :—

স্বচ্ছাঃ সৌম্যজলাশয়াঃ প্রতিদিনং তে সন্তু মা সন্তু বা
প্রাণা মেহপি বহিস্তু যাকুলতয়া তে যাস্তু মা যাস্তু বা ।
স্বল্পং বা বহুলং জনং জলধর ত্বং দেহি মা দেহি বা
প্রত্যাশা ভৃশমস্ত চাতকশিশোভ্রূযোব বিশ্রাম্যতি ॥

হোক বা না হোক নিত্য স্বচ্ছ সরোবর,
 থাক বা না থাক প্রাণ তুষার কাতর,
 দাও বা না দাও অল্প অধিক বা জল,
 তোমার পরম ভক্ত চাতক সকল !
 হে মেঘ ! চাতক-শিশু নিশ্চিন্ত হইয়া
 প'ড়ে আছে তোমাতেই প্রাণ স'পে দিয়া !

(২)

হে মেঘ ! মাথা হেঁট করিয়া যদি নদী, সমুদ্র ও সরোবরের জলপান করি,
 তাহা হইলে তাহাতে আমার কলঙ্ক আছে । এজন্য এই সকলের জল পরিত্যাগ
 করিয়া তোমারই জলপান করিবার জন্য চাতক উদ্গ্রীব হইয়া থাকে । ইহাই
 এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

কাসারেষু সরিৎসু সিদ্ধুষু তথা নীচেষু নীরগ্রহং
 ধিক্ তত্রাপি শিরোনতিং কিমপরং হেয়ং ভবেৎ মানিনাম্
 ইত্যালোচ্য বিমুচ চাতকযুবা তেষু স্পৃহামাদরা-
 দুদ্গ্রীবস্তব বারিবাহ কুরুতে ধারাভরালোকনম্ ॥

নদী-সিদ্ধু-সরোবরে খেঁতে যদি জল
 মাথা হেঁট হয় কভু, জীবনে কি ফল ?
 নিজ মান না রাখিলে কভু মানী জন,
 তার পক্ষে হের আর কি রহে কখন ?
 ইহাই চাতক-যুবা ভাবিয়া অন্তরে
 এ সব জলের তরে ইচ্ছা নাহি করে ;
 কেবল তোমার পানে তাকাইয়া রয়,
 হুহে মেঘ ! চাতকের তুমিই আশ্রয় ।

(৩)

এই পৃথিবীতে অনেক মনোহর সরোবর আছে বটে, কিন্তু ইহাই আশ্চর্য্য যে, চাতক কিছুতেই তাহাদিগের বিলুপ্তি জলপান না করিয়া বিপৎ-সঙ্কল ঘেঘেরই জলপান করিয়া থাকে । ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

কে বা ন সন্তি ভুবি তামরসাবতংসা
হংসাবলীবলয়িমো জলসন্নিবেশাঃ ।
কিং চাতকঃ ফলমপেক্ষা সবজ্রপাতাং
পৌরন্দরীং কলয়তে নববারিধারাম্ ॥

সংসারে রয়েছে শত শত জলাশয়,
কত শত পদ্ম তায় শোভা ক'রে রয় !
শত শত হংস-গণ বলয়ের মত
বিচরণ করি তাহে শোভা করে কত !
হায় রে ! চাতক কিন্তু তাও পরিহরি
কেন থাকে বল দেখি উর্দ্ধমুখ করি !
শিরে তার বজ্রপাত হোক শতবার,
হে মেঘ ! তোমারি জলে তবু ইচ্ছা তার !

(৪)

হে মেঘ ! তোমার জল-ধারা-বর্ষণে এই নীরস পৃথিবীও সরস হইয়া গেল ;
কিন্তু এই দুর্ভাগ্য চাতক জলের প্রত্যাশায় ব্যথিত হইয়াও তোমাতেই মন প্রাণ
সমর্পণ করিয়া নিশ্চিত আছে ! ইহাই এই শ্লোকের ভাবার্থ :—

রে ধারাধর ধীর নীরনিকরৈরেবা রসা নীরসা-
শেষা পৃষকরোংকরৈরতিথরৈরাপূরি ভুরি ত্বয়া ।
একান্তেন ভবন্তুমন্তরগতং স্বান্তেন সংচিন্তয়ন্
আশ্চর্য্যং পরিপীড়িতোহপি রমতে যচ্চাতকন্তু ময়া ॥

[২১]

শুষ্ক হ'য়ে যায় যদি অনন্ত ধরণী,
 বহু জলে তুষ্ট কব তাহাবে তগনি ;
 কিন্তু চাতকের হ'লে প্রবল পিপাসা,
 তোমার হৃদয়ে রে'খে করে কত আশা ।
 শত শত কষ্ট তুমি দিলেও তাহায়,
 তোমারি মুখের পানে আনন্দে তাকায় ।
 কি আশ্চর্য্য ! তোমাতেই সদা তার মতি,
 তোমা বিনা চাতকের নাহি আর গতি ।

(৫)

সমুদ্র শুষ্ক হইয়াই যাউক, কিংবা তাহার জলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দাবিত হইয়াই
 যাউক, তাহাতে চাতকের কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই । যেমতই চাতকের একমাত্র
 প্রাণ-স্থল ! ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ :—

আত্মানমন্তোনিধিরেতু শোষণং
 ব্রহ্মাণ্ডমাসিক্তত্ব বা তরঙ্গৈঃ ।
 নাস্তি ক্ষতির্নোপচিতিঃ কদাপি
 পয়োদরভেদে খলু চাতকস্য ॥

যাউক যাউক মহাসমুদ্র শুকিয়া,
 তাহার তরঙ্গে যাক ব্রহ্মাণ্ড ভাসিয়া,
 চাতকের ক্ষতি বৃদ্ধি কিছু নাহি তায়,
 যেমত বিনা চাতকের না আছে উপায় !

(৬)

হে মেঘ ! তুমি জল দাও আর নাই দাও, চাতক তোমাতেই মন প্রাণ
 সমর্পণ করিয়া পড়িয়া আছে । বরং সে ছরস পিপাসায় মরিয়া যাইবে, তথাপি
 রাখনই অপরের উপাসনা করিবে না । ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

পয়োদ হে বারি দদাসি বা ন বা
 দ্ব্যোকচিহ্নঃ পুনরেষ চাতকঃ ।
 বরং মহতা ত্রিয়তে পিপাসয়া
 তথাপি নান্যশ্চ করোতুপাসনাম্ ॥

কর আর নাহি কর মেঘ ! জল-দান,
 তোমাতেই প'ড়ে থাকে চাতকের প্রাণ ;
 সবং মরিয়া যাবে পিপাসার ভরে,
 অপরের উপাসনা তবু নাহি করে !

(৭)

নিও চাতক-পক্ষী অসময়ে মেঘের নিকট জল প্রার্থনা করে, তথাপি মেঘ
 তাহার প্রতি কুপিত হয় না, কারণ মেঘ বিনা চাতকের অন্য উপায় নাই।
 ইহাই এই শ্লোকে করিব অভিপ্রেত বিষয় :-

যদ্যপি চাতকপক্ষী
 ক্ষেপয়তি জলদমকালবেলায়াম্
 তদপি ন কুপ্যতি জলদো
 গতিরিহ নান্যা যতন্তুশ্চ ॥

হায় বে চাতক-পক্ষী পিপাসার ভরে
 অকালে বিরক্ত করে যদি জলধরে,
 তবু চাতকের প্রতি ক্রোধ নাহি তার,
 মেঘ বিনা চাতকের উপায় কি আর !

(৮)

চাতকের মত মানী পক্ষী আব নাই ; কারণ হয় সে তুমার অসহ বহুগাম
 মরিয়া যাইবে, কিংবা ইচ্ছের নিকট প্রার্থনা করিবে। ইহাই এই শ্লোকেব বক্তব্য
 বিষয় :-

এক এব খগো মানী চিরং জীবতু চাতকঃ ।
ত্রিয়তে বা পিপাসায়াং যাচতে বা পুরন্দরম্ ॥

চাতক হইতে কোন্ পক্ষী শ্রেষ্ঠ আর ?
বাচুক সে চিরদিন বাসনা সবার ।
পিপাসায় ম'রে ধাবে, এরূপ কামনা,
অথবা ইজের কাছে করিবে প্রার্থনা ।

সমস্যা-পূরণম্ ।

(১)

এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, একদিন মহারাজ বিক্রমাদিত্য কালিদাসকে পবাক্ষিত করিবার উদ্দেশে তাঁহাকে এই কঠিন সমস্যাটি পূরণ করিতে দিয়া ছিলেন । সরস্বতীর বরপুত্র কালিদাসও তৎক্ষণাৎ ইহার পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন :—

সমস্যা—“অষ্টম্যাঃ পরতস্তিথির্ন নবমী সা পৌর্ণমাসী কিল”

অষ্টমীর পরে নাহি নবমী হইল,
পূর্ণিমা আসিয়া কিন্তু বিরাজ করিল !

সায়ং সন্ধিমহোৎসবে বলিঘটারতোৎকটাস্বাদনাৎ
সৌহিত্যেন ধরাধরঙ্গভুবি সোদগারং ক্ষিপন্ত্যাং শিরঃ ।
চূড়াচন্দ্রনভঃস্থলেন্দুমিলনে নীরঙ্কৃতাসংঘটাৎ
“অষ্টম্যাঃ পরতস্তিথির্ন নবমী সা পৌর্ণমাসী কিল” ॥ •

(কালিদাসঃ)

সঙ্কটকালে সন্ধিপূজা বহু-বলি-দান,
কবিল নগেন্দ্র-বালা বলি-রক্ত-পান ।
শোণিতের তীক্ষ্ণ-স্বাদে বিবশ শরীর,
ভবানী বধন-বেগে সঙ্কালিলা শিব ;
ললাটের অর্ধচন্দ্র হ'য়ে স্থানচ্যুত
অষ্টমৌব অর্ধচন্দ্রে তইল সংযুত ।
আকাশের টাদে মিলি ললাটের চন্দ্র
কোন স্থানে না রাখিল অমাত্র বন্ধ,
অষ্টমৌব পরে নাহি নবমৌ তইল,
পূণিমা আসিয়া কিম্ব বিরাজ কবিল ।

(১)

ময়ূর সর্পের চিব-শত্রু শু ভরুক । সুতরাং ময়ূরের মস্তকে থাকিয়া সর্পের
পাঠান করা অতি অনন্তব । কথিত আছে, রাজা বিক্রমাদিত্য মহাকবি
কালিদাসকে পরাজিত কবিবার জন্য এই আশ্চর্য্য ভাবেব সমস্যাটী তাঁহাকে
পূরণ করিতে দিয়াছিলেন । কালিদাসও নিম্নলিখিত-রূপে তাহা পূরণ
করিয়াছিলেন :—

সমস্যা—“তদা ময়ূরমস্তকে জগজ্জ পন্নগঃ স্বয়ম্” ।

ময়ূরের শিবে সর্প গজ্জিল তখন ।

যদা তু জানকীপতেভূজেন খণ্ডিতং ধনু
স্তদা নগাঃ প্রকম্পিতাঃ স্মৈরুগন্দরাদয়ঃ ।
ভয়াং ভবাজ্জোহভবং ভবাক্ভাক্ সবাছন-
“স্তদা ময়ূরমস্তকে জগজ্জ পন্নগঃ স্বয়ম্” ॥

(কালিদাস)

হরধনু ভাঙ্গিলেন ত্রীরাম যখন,
স্মৈরু-মন্দর-আদি কঁাপিল তখন !

অমনি হইয়া ভীত মনুব গইলা
কার্ত্তিক শিবের কোলে বসে লুকাইল ।
শিবের ছায়ায় সর্প অমনি তুলিল
মনুব দেখিয়া কয়ে করিল গর্জন ।

(৩)

সংস্থা—“পুরঃ পত্ন্যঃ কামাৎ শত্ৰুরমিয়মালিঙ্গতি সতী”

কামাতুর হ'বে সতী শেষে মহাপুণ্ডে
শত্রে ধরিল গিয়া স্বামীর সম্মুখে !

ভপাপায়ে গোদাপরতটুবি স্বাত্মমনসি
ঐবিস্টে তৎপুরং ভগবতি যুনৌ কুন্তজমুখি ।
দ্রুতং লোপামুদ্রা স্বয়মবিকলং গন্তমুদিতা
“পুরঃ পত্ন্যঃ কামাৎ শত্ৰুরমিয়মালিঙ্গতি সতী” ॥১॥

এমকালে গোদা-পায়ে কবিত্তে বসিল
কুন্তপুত্র অগস্ত্যের ইচ্ছা হ'লো অতি ।
শেষে ঋষি জলে যবে করিল প্রবেশ,
পতিব্রতা লোপা-মুদ্রা চিহ্নিতা অশেষ ।
পতি সনে যাবে বলি দিয়া সন্তবল,
কুন্তেরে লইতে বন্ধে করিল যতন ।
কামাতুর হ'বে সতী শেষে মহাপুণ্ডে
শত্রে ধরিল গিয়া স্বামীর সম্মুখে !

(১) ব্যাখ্যা । কুন্ত অগস্ত্যের পিতা, অতএব লোপামুদ্রার স্বত্ব । “অগস্ত্যঃ কুন্তসন্তবঃ
ইত্যমরঃ ।

(৪)

সমস্যা—“পুরঃ পত্ন্যঃ কামাৎ শ্বশুরমিয়মালিস্তি সতী”

কামাতুর হ'য়ে সতী শেষে মহাস্থখে
শ্বশুরে ধরিল গিয়া স্বামীব সম্মুখে !

কদাচিৎ পাঞ্চালী বিপিনভূবি ভীমেন বহুশঃ
ক্লশাসি শ্রোত্বাহসি কণামিহ নিষীদেতি গদিতা ।
শনৈঃ শীতচ্ছায়ং তটবিটপিনং প্রাপ্য মুদিতা
“পুরঃ পত্ন্যঃ কামাৎ শ্বশুরমিয়মালিস্তি সতী” ॥ (১)

বনে বনে যুবে যুবে দিবস গামিনী
ক্লান্ত হ'য়ে পড়িলেন প্রপদ-নন্দিনী ।
ইহা দেখি ক্রমে ভীম কঠেন “প্রেমসি !
শ্রম দূর কর রেখা অগকাল বসি ।
একে স্বভাবতঃ শুব কীণ কলবর,
মহু পরিণামে তাহা হ'য়েছে কাতর ।”
ইহা শুনি নদীতীরে বসি রক্তলে
পবনে কামনা কাম ধনী কুতূহলে !
কামাতুর হ'য়ে সতী শেষে মহাস্থখে
শ্বশুরে ধরিল গিয়া স্বামীব সম্মুখে !

(৫)

সমস্যা—“যশঃ পুণ্যৈরবাধ্যতে”

পুণ্য থাকিলেই লোক মনোমাত করি !

পঞ্চভিঃ কামিতা কুন্তী তদধুরথ পঞ্চভিঃ ।
সতীং বদতি লোকোহয়ং “যশঃ পুণ্যৈরবাপ্যতে” ॥ (১)

কিবা কুন্তী, কি দ্রৌপদী, এই ছই জনে
প্রণয় বাধিয়া ছিল পঞ্চ স্বামী সনে !
তবু তাঁহাদের নাম সতী এ সংসারে,
পুণ্য থাকিলেই লোক যশোলাভ কবে !

(৬)

সমস্যা—“সিন্দুরবিন্দুবিধবাললাটে”

সিন্দুরের বিন্দু হয় বিধবার ভাল !

রে পুত্র সংসঙ্গমবাপুহি ত্ব-
মসংপ্রসঙ্গং ত্বরয়া বিহায় ।
ধন্যোহপি নিন্দাং লভতে কুসঙ্গাৎ
“সিন্দুরবিন্দুবিধবাললাটে” ॥

ওবে ছাড়িয়া কুসঙ্গ ওরে ছাড়িয়া কুসঙ্গ

ধর পুত্র ! ত্বরয়া করি সাধু-জন-সঙ্গ ।

ওবে বহু গুণ যার

ওবে বহু গুণ যার

কুসঙ্গে থাকিলে তবু নিন্দা হয় তার ।

ওরে বিধবার ভাল

ওরে বিধবার ভাল

সিন্দুরের বিন্দু নাহি পোতে কোন কালে !

(১) ব্যাধ্যা । সূর্য্য, পাণ্ডু, ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র, এই পাঁচ দেবতা কুন্তীর, এবং যুধিষ্ঠিরা, গৌতম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব এই পাঁচ জন দ্রৌপদীর প্রণয়ে আসক্ত ছিলেন ।

(৭)

সমস্তা—“উপাধিৰ্ব্যাধিরেব স্যাৎ যদি বিদ্যা ন বিদ্যতে”

উপাধি বিষম ব্যাধি স্বাক্ষ চাপে তার,
কিছুমাত্র বিদ্যা বৃদ্ধি নাহি থাকে যার !

রূপকাপি রথা নার্যা যদি সতী হুবর্জিতা ।

“উপাধিৰ্ব্যাধিরেব স্যাৎ যদি বিদ্যা ন বিদ্যতে” ॥

(৬শশিভূষণ স্মৃতিরত্না) (১)

সুন্দরী নারীর রূপে দিবা প্রয়োজন
যদি নাহি থাকে তার সতীত্ব-বতন !
উপাধি বিষম ব্যাধি স্বাক্ষ চাপে তার,
কিছুমাত্র বিদ্যা বৃদ্ধি নাহি থাকে যার !

(৮)

গোদাবরী-নদীর তীরবর্তী নেলোর-নগর-নিবাসী বেমুরী শ্রীরাম শাস্ত্রি-
নামক জনৈক ক্রান্তির সুবধি বিগত ১৩০৮ সালের প্রারম্ভে কলিকাতায়
আসিয়াছিলেন । টাকীর সুপ্রসিদ্ধ জমীদার, বরাহনগর-নিবাসী, মদীয় পরম
বন্ধু, সুপণ্ডিত বায় শ্রীমন্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ : বি, এল মহাশয় তাঁহার
কৃতিত্ব ও কবিত্ব-শক্তির পরিচয় লইবার জন্য বরাহনগরের বাটীতে তাঁহাকে
আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন । পরম-পূজ্য-পাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত

(১) মহারাজ স্থার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কে, সি, এস, আই বাহাদুরের
স্বর্গীয়া জননীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে ভারতের বহুদূর হইতে অনেক বড় বড় অধ্যাপক
আসিয়াছিলেন । সেই সময় দক্ষিণ-বিক্রমপুরের অন্তর্গত নাড়িয়া-গ্রাম-নিবাসী,
মদীয় পরম বন্ধু, শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয়, মহারাজ বাহাদুরের সভা-পণ্ডিত
তর্গাচরণ তর্করত্ন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন । আমি সেই
সময় মহারাজের উদ্যান-গৃহস্থ চতুষ্পাঠি-গৃহে বসিয়া স্মৃতিবত্ত মহাশয়কে এই
সমস্তাটি পূরণ করিতে দিগে তিনি এইরূপে ইহা পূর্ণ করিয়াছিলেন । তিনি
অকালে পরলোক গমন করায় বিক্রমপুর-পণ্ডিত সমাজ একটি অমূল্য রত্ন হারাই-
যাছেন ।

চন্দ্রকান্ততর্কালঙ্কার, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোবিন্দ শাস্ত্রী, কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন, শ্রীযুক্ত পার্শ্বভীচরণ তর্কতীর্থ, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার তর্কনিধি প্রভৃতি অনেক গুলি কৃতবিদ্য অধ্যাপক মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত তর্কালঙ্কার মহোদয়, শ্রীরাম শাস্ত্রী-মহাশয়কে প্রশ্ন করিবার দ্রুত আমাকে কঠিন সমস্যা দিতে বলেন স্বয়ং তর্কালঙ্কার মহোদয় এবং অন্যান্য অধ্যাপক মহাশয়-গণ উপস্থিত থাকিতে সমস্যা-সূচক প্রশ্ন দিলে আমার প্রকৃত পাপ আরও বলায়, তর্কালঙ্কার মহাশয় স্বয়ং কয়েকটি প্রশ্ন রচনা করেন। তিনি শ্রীরাম শাস্ত্রী-মহাশয়কে প্রথমতঃ এই প্রশ্ন করেন যে, “অশ্ববা-চন্দ্রে এমন একটি কবিতা রচনা করুন, যাহা উদ্ভট-বর্ণ-বিবর্জিত হইবে, অর্থাৎ যাহাতে শ, ষ, স, হ থাকিবে না”। এই উপলক্ষে আমি নিম্ন-লিখিত শ্লোকটি রচনা করিয়াছিলাম :—(১)

যে কলিকাতার কোথাও না গীত-বাণী, কোথাও বা রোদন-ধ্বনি হইতেছে ;
কোথাও বা পশুপ্রাণী বমনী-সমূহ কোথাও বা পিশাচী-সম নাবাসনা-গণ বিবাদ
করিতেছে ; কোথাও বা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ও শ্রীযুক্ত গোবিন্দ
শাস্ত্রী-প্রভৃতি সুপণ্ডিত ও পূর্ণচন্দ্র প্রভৃতি অজ্ঞান লোক বিরাজ করিতেছে,
সেই কলিকাতাই সর্বশ্রেষ্ঠ রাজধানী বলিয়া গণ্য ! ইহাই এই শ্লোকের বক্তব্য
বিষয় :—

(১) শ্রীযুক্ত বেমুরী শ্রীরাম শাস্ত্রী-মহাশয়কেই সমস্যা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। সমবেত পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যেও কেহ কেহ এই প্রশ্নগুলির উদ্ভট-সূচক শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বেমুরী শ্রীরাম শাস্ত্রী এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত গোবিন্দ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় এই উপলক্ষে যে বহুশ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীযুক্ত ষতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় আমাকে দিয়াছেন। কিন্তু সেই শ্লোকগুলি ছাড়া ছাড়া লিখিত হইয়াছিল বলিয়া বিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে। তাহাদিগের যথাযথ উদ্ধার-সাধন করিয়া এই স্থলে এখন একসঙ্গে দিতে না পারায় অত্যন্ত মর্ম্মাহত রহিলাম। মৎ-প্রণীত “উদ্ভট-সমুদ্রের” “প্রথম-প্রবাহ” “সমস্যা-পূর্ণ-ভবঙ্গ” সেই সমস্ত শ্লোক ও মদ্-রচিত-আবও কয়েকটি কবিতা নীচেই প্রকাশিত হইবে।—গ্রন্থকার

গীতৈবান্যৈঃ কচিৎ বা কচিদপি রুদিতৈর্ভূরিভিঃ পূর্যমাণা
কান্তাভিঃ কান্তহৃদিঃ পরপতিমতিভী রাজধানী প্রধানা ।

গোবিন্দাদৈর্যতীন্দ্রপ্রমথবিজয়যুগপার্বতীচন্দ্রকান্তৈঃ-

প্রাট্টৈঃ পূর্ণা চ পূর্ণাদিভিরপমতিভিঃ কোলিকাতা বিভাতি ॥(১)

(উদ্ভটসাগর)

কোথাও বা গীত-বাণ হইতেছে শুনি,
কোথাও বা হইতেছে ক্রন্দনের ধ্বনি ;
কোথাও বা সতী সাধবী রমণী সকল,
কোথাও পিশাচী-সম গণিকার দল ;
কোথাও গোবিন্দ শাস্ত্রী দার্শনিক-বর,
দাক্ষী-সুত বলি যিনি খ্যাত নিরন্তর ;
কোথাও বা মহারাজ যতীন্দ্র মোহন,
লক্ষ্মী সরস্বতী যাঁর গৃহে সর্বক্ষণ ;
কোথাও প্রমথ-নাথ, পণ্ডিত পিতার
অনুরূপ পুত্র বলি গণ্য অনিবার ;
কোথাও ও নৈয়ায়িক পার্বতী-চরণ
মহারাজ-সভা-গৃহে কবেন শোভন ;
কোথাও বা চন্দ্রকান্ত বিনয়-আধার,
সবিশেষ অধিকার সর্বশাস্ত্রে যাঁর
কোথাও বা পূর্ণচন্দ্র উদ্ভট-বিহ্বল,
অজ্ঞান যাহার মত বড়ই বিরল ।

(১) গোবিন্দ—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোবিন্দ শাস্ত্রী । যতীন্দ্র—মহারাজ
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর । প্রমথ - শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ ।
বিজয়—কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়বল্লভ সেন । পার্বতী—মহারাজ বাহাদুরের সভা-
পণ্ডিত নৈয়ায়িক শ্রীযুক্ত পার্বতীচরণ তর্কতীর্থ । চন্দ্রকান্ত—মহামহোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার । পূর্ণ—শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর । সভাস্থলে
মহারাজ ভিন্ন অন্য সকলে উপস্থিত ছিলেন ।

রাজধানী-শিরোমণি হেন কলিকাতা,
নানা মূর্তি রে'খেছেন খণায় বিধাতা !

(৯)

তৎপরে শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়, বেংরী শাস্ত্রি-মহাশয়কে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে আমি এই শ্লোকটী রচনা করিয়াছিলাম :—

সমস্যা—“চন্দ্রোদয়ং বাঞ্ছতি চক্রবাকী”

চক্রবাকী বাঞ্ছা করে চন্দ্রের উদয় !

দুরন্ত শত্রু পরাজিত হইলে সকলেরই পরম আনন্দ হইয়া থাকে। যতীন্দ্র-নাথের ভ্রাতৃ বংশ চন্দ্রোদয়কে শুভ্রতায় পরাজিত করুক, ইহাই এই শ্লোকে বিবদ-পীড়িতা চক্রবাকীর বাসনা :—

শত্রৌ দুরন্তে পরিভূয়মাণে;

ন কশ্চ হর্ষঃ সমুদেতি চিত্তে ।

তিরস্কৃতং হৃদযশসা যতীন্দ্র (১).

“চন্দ্রোদয়ং বাঞ্ছতি চক্রবাকী” ॥

(উদ্ভটসাগর)

বিষম দুরন্ত শত্রু পরাজিত হ'লে,

ক'র না আনন্দ হয় এই ভূমণ্ডলে ?

চন্দ্রোদয় বিরহের কিরূপ যন্ত্রণা !

চকীর হৃদয়ে তাহা আছে বেশ জানা !

কন হে যতীন্দ্র-নাথ ! স্মরণে তোমার

চন্দ্রোদয় তিরস্কৃত হোগ্ অনিবার ।

সহিতে না পারি আর বিরহ-যন্ত্রণা

চক্রবাকী তাই এই করিছে কামনা !

(১) যতীন্দ্র—রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ।

(১০)

শ্রীযুক্ত বেমুরী শ্রীবাণ শাস্ত্রি-মহাশয় একজন সুদক্ষশ্রুতিধর । উপস্থিত অধ্যাপক মহাশয়-গণ তাঁহাকে একসঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । তখন শ্রুতিধর মহাশয় অনন্তোপায় হইয়া পরীক্ষক-গণেব হস্ত হইতে নিরুত্ত-লাভেব জন্ত তাঁহাদিগকে অন্তমনস্ক রাখিবার বাসনায় এই সমস্যাটি পূরণ করিতে দিয়াছিলেন । আমি নিম্ন-লিখিত-রূপে এই সমস্যাটি পূর্ণ করিয়াছিলাম :-

সমস্যা—“নিদ্রা নৈতি নিশা ন যাতি তরুণী নায়াতি কা যাতনা”

নিদ্রা নাহি আসিতেছে, রাত্রি না পোহায়,

নাযিকাও না আসিল,—এ কি পোড়া দায় !

বর্ষাকালে নাযক ও নাযিকার মিলন যেরূপ সুখকর, বিচ্ছেদও সেইরূপ দুঃখজনক । মহাকবি কালিদাসের “মেঘদূত”—গ্রন্থ ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ-স্থল । কোনও এক নাযক বর্ষাকালের স্বাক্ষিতে কোনও এক নাযিকাকে কোনও এক স্নেহ-স্থানে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন । নাযক সমস্ত রাত্রি অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু নাযিকা আসিল না উপস্থিত হইলেন না ; অথচ নাযকেরও নিদ্রা আসিল না এবং রাত্রিও শীঘ্র অতীত হইল না ইহাই এই শ্লোকে নাযকের বন্দোবস্ত :-

বাতা বাস্ত তড়িৎ বিভাতু শিখিনঃ কুর্বন্ত কেকারবং

ধারা ঘোরতরা ধরা জলভরা ধারাবরা দুর্ভরাঃ ।।

কিন্তু স্বং হৃদয়ং বিষাদতি পরং বর্ষাসু হর্ষঃ কথং

“নিদ্রা নৈতি নিশা ন যাতি তরুণী নায়াতি কা যাতনা” ॥

(উদ্ভটসাগর)

পবন প্রবল-বেগে হোগ্ প্রবাহিত,

বিদ্যৎ করিয়া দিগ্ সবে চমকিত ;

করিতে থাকুক শব্দ মধুবের দল,

পড়ুক প্রবল-বেগে জলদের জল ;

প্লাবিত হউক ধরা বরষার জলে,
 জল-পূর্ণ থাক্ সদা জলর সকলে ;
 লোকে বলে বর্ষাকালে সুখ অতিশয়,
 বিদীর্ণ হ'তেছে কিন্তু আমার হৃদয় ;—
 নিদ্রা না আসিতেছে, রাত্রি না পোহায়,
 নারিকাত না আসিল,—একি পোড়া দায় !

(১১)

অনন্তর তর্কালঙ্কার মহাশয়, বেমুরী শাস্ত্রি-মহাশয়কে প্রশ্ন করিলেন “দৃষদুপল-
 বর্ণনং ভবতা ক্রিয়তাম্” অর্থাৎ “কোনও স্ত্রীলোক সিল নোড়া লইয়া বাটনা
 বাটিতেছে, এইরূপ কোনও বিষয়ে একটা সুন্দর ভাব দিয়া একটা কবিতা রচনা
 করুন” । এতদুপলক্ষে আমি এই শ্লোকটী রচনা কবিতা দিলাম :—

বর্ষাকালে কোনও এক বিরহিণী, প্রদাসী পতির বিরহে নিতান্ত কাতর
 হইয়া দৃষদ ও উপলব (সিল ও নোড়ার) মতো মাষ-কলায় রাগিয়া তাহা
 পেষণ করিবার ছলে মহাদেব, রামচন্দ্র, হনুমান, অরুণ, বাসুকি ও অগস্ত্যকে
 মনে মনে মহা ক্রোধভরে পেষণ করিতেছিলেন । ইহাই এই শ্লোকে কথিত
 হইয়াছে । দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিত মহাশয়-গণ এরূপ ভাবগর্ভ শ্লোককে “অন্তবা-
 লাপ” কহেন :—

কাচিৎ কান্তা বিরহবিধুরা প্রোমিতস্ত প্রিয়স্ত
 প্রাবৃট্ কালে প্রবলজলদৈঃ পীড়্যমানা পিনষ্ঠি ।
 রুদ্ধং রাম হনুমদরুণৌ বাসুকিং কুণ্ডজঞ্চ
 মধ্যে ক্ষিপ্তা দৃষদুপলয়োর্মামপেষচ্ছলেন ॥ (১)

(উদ্ভটসাগরস্ত)

(১) ব্যাখ্যা । রুদ্ধ (মহাদেব) “মদন” বিরহিণীর বিষম শত্রু । জন্তু বিরহিণী
 প্রথমতঃ মদনকেই নিন্দা করিতেছেন । মহাদেব নেত্রানলে মদনকে ভস্ম করিয়া
 পুনর্বার তাঁহাকে অনঙ্গ করিয়া রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয় শক্তিটুকু
 হরণ করিতে পারেন নাই । সেই সময় মহাদেব মদনের শক্তিটুকু নষ্ট করিলেই
 বিরহিণী-গণের এরূপ অসহ যন্ত্রণা হইত না এজন্য মহাদেবের প্রতি বিরহিণীর
 বিষম ক্রোধ !

প্রবাসি পতির ঘোর বিরহ-যন্ত্রণা
সহিতে ছিলেন এক বিরহি-ললনা !
বর্ষাকালে উপস্থিত,—জলদের দল
করিতে লাগিল ঘোর শব্দ অবিরল ।

রাম—“কোকিল” বিরহিনীর পবন শত্রু । যখন জয়ন্ত কাক সীতা-দেবীর স্তনে আঁচড় দিয়াছিল, তখন রামচন্দ্র তাহার একটীমাত্র চক্ষু নষ্ট করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন । তৎকালে জয়ন্তের প্রাণবধ করিলে কাকেব বংশ নির্মূল হইয়া যাইত । সুতবাং কোকিলগণেরও আর প্রাণে বাঁচিবার উপায় থাকিত না, এবং বিরহিনীকেও এরূপ দুর্জয় যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত না । এজন্য রামচন্দ্রের প্রতি বিরহিনীর বিষম আক্রোশ !

হনুমান—“চন্দন” বিরহিনীর পবন শত্রু । হনুমান সমস্ত পর্বত উৎপাটিত করিয়াছিল, কিন্তু মলয়-পর্বত উৎপাটিত করিতে পারে নাই । মলয়কে উৎপাটিত করিতে পারিলে মলয়জও (চন্দনও) আর কিছুতেই জন্মিতে পারিত না, এবং বিরহিনীরও এত যন্ত্রণা হইত না । এজন্য হনুমানের প্রতি বিরহিনীর বিষম কোপ !

অরুণ—“বাত্রিকাল” বিরহিনীর প্রবল শত্রু । সূর্য্য-সারথি অরুণ দিবাভাগে মেরুপ দ্রুতবেগে অশ্ব-তাড়না করিয়া তাঁহার রথ চালাইয়া থাকে, সন্ধ্যাকাল হইলেই আর মেরুপ বেগে রথ চালাইতে চাহে না । এজন্য দিবাভাগ অপেক্ষা বাত্রিকালই বিরহিনীর পক্ষে অধিকতর দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয় । অরুণ বাত্রিকালে দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইলে রাত্রিও দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইত না, এবং বিরহিনীর এত কষ্ট হইত না । এজন্য অরুণের প্রতি বিরহিনীর ভয়ঙ্কর ক্রোধ !

বাসুকি—“মলয়-বায়ু” (দক্ষিণানিল) বিরহিনীর আর এক শত্রু ; সর্পের একটী নাম “বায়ুভুক” । সর্পগণ বায়ু ভক্ষণ করিয়াও জীবিত থাকে । বিশেষতঃ বাসুকি সমস্ত সর্পের রাজা, এবং সে অল্প সমস্ত বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকে, কিন্তু মলয়-বায়ুটা কিছুতেই ভক্ষণ করিতে চাহে না । বাসুকি মলয়-বায়ু ভক্ষণ করিলে বিরহিনীর এত যন্ত্রণা হইত না এজন্য বাসুকির প্রতিবিরহিনীর বিষম আক্রোশ !

কুন্তজ (অগস্ত্য ঋষি)—“মেঘ” ও “চন্দ্র” বিরহিনীর বিষম শত্রু । কুন্ত-যোনি অগস্ত্য মুনিসমুদ্র পান করিয়াও পুনর্বার তাহা উদ্ভারণ করিয়াছিলেন । তাহা না করিলে সমুদ্র হইতে আর মেঘ ও চন্দ্রের উৎপত্তি হইত না, এবং বিরহিনীরও এরূপ যন্ত্রণা হইত না । এজন্য কুন্ত-যোনি অগস্ত্যের প্রতি বিরহিনীর বিষম

একে ত বরষা, তায় বিরহ পতির,—
 ছই দেখি বিরহিনী হ'লেন অস্থির ।
 সিল নোড়া দিয়া মাষ-পেষণের ছলে
 পেষণ করিলা এই দেবতা সকলে ;—
 মহাদেব, রামচন্দ্র, আব হনুমান,
 অরুণ, বাসুকি, পুনঃ কুন্তের সন্তান !

প্রহেলিকা-দ্বাদশকম্

(অর্ভক-বিরচিতম্)

(১)

“সরস্বতি নমস্তভ্যম্” এই মহামন্ত্রটি মুখে নিত্য উচ্চারণ করিয়া প্রত্যেক মনুষ্যেরই জীবন সার্থক করা উচিত । এই বালক-কবি আশ্চর্য্য কৌশল-সহকায়ে প্রহেলিকা-চ্ছলে এই কথাটি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে সন্নিবেশিত করিয়া পাঠক-গণকে আশীর্বাদ করিতেছেন :—

কঃ কর্ণারিপিতা কিমিচ্ছতি জনঃ কিং প্রাপ্তবান্ বামনঃ
 কো জানাতি পরেশ্বিতং বিষমগুঃ কুত্রাস্তি বা কামিনাম্ ।
 সীতা কস্য বধুঃ প্রিয়ং কিমু হরের্বর্জ্যঃ কফে কো নৃণাং
 তৎ প্রত্যাভরমধ্যমাক্ষরমহামন্ত্রো মুখে রাজতাম্ ॥ (১)

(১) ব্যাখ্যা । কর্ণশত্রু অর্জুনের পিতা কে ?—“বাসবঃ” । লোকের প্রার্থ-
 নীয় সামগ্রী কি ?—“হরত্বম্” (শিবত্বম্) । বামন-মূর্ত্তি ধরিতে গিয়া হরিকে কি
 উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল ?—“হৃষত্বম্” । অপরের মনের কথা কে বুঝিতে
 পারে ?—“মতিমান্” । কোথায় গিয়া মদন উপস্থিত হয় ?—“মনসি” । সীতাদেবী
 কাহার বধু —“রামশ্চ” হবির প্রিয় সামগ্রী কি ?—“কৌস্তভঃ” । কফের সমর
 মানুষের কি পরিত্যাগ করা উচিত ?—“অভ্যঙ্গঃ” । এখন ৮টি উত্তরে যে ৮টি
 পদ হইল, তাহাদের মধ্যমাক্ষর লইলেই “সরস্বতি নমস্তভ্যম্” এই মহামন্ত্র প্রাপ্ত
 হওয়া যাইবে ।

কর্ণের শত্রুর পিতা কেবা এ সংসারে ?
 কি ধন পাইতে লোক সদা ইচ্ছা কবে ?
 কিবা পাইলেন তরি ধামন হইয়া ?
 অপূবের অভিপ্রায় কে লয় বুঝিয়া ?
 কামীর কোথায় গিয়া জনমে মদন ?
 কাহার বা সীতাদেবী প্রিয় বধু-জন ?
 তরির পরম প্রিয় কোন্ বস্তু রয় ?
 কিবা ত্যাগ করে লোক কক্ষের সময় ?
 এ সব প্রশ্নের যোগ্য উত্তর করিয়া
 যে মন্ত্র পাইবে তুমি মধ্যবর্ণ দিয়া,
 সেট এক মহামন্ত্র বদনে তোমার

করুক নিত্য :—বাসনা আমার !

(উত্তর—“সরস্বতি নমস্তস্যহ”)

(২)

“গুরুদ্বিজ” নারায়ণেব আশীর্বাদ বিজ্ঞাপন করিয়া অঙ্কুরিত কৌশল-সহকারে
 মন্ত্র-লিখিত শ্লোকে কবি এই একটা প্রহেলিকা দিয়াছেন :—

লক্ষ্ম্যাঃ কো জনকেহিথ কো দিনমণেঃ সূতশ্চ কংসদ্বিষঃ
 কে দেবাঃ ক নু ভুঞ্জতে ক্রতুভুজোহকুরোহপি কেষু ব্রজম্
 গচ্ছন্ কৃষ্ণপদাঙ্কিতেষু বহুলপ্রেন্নাহনুষ্ঠং সন্মনি-
 র্গংপ্রশ্নোত্তরমধ্যবর্ণঘটিতো দেবো যুদে বোহস্ত সঃ ॥ (১)

(১) ব্যাখ্যা : লক্ষ্মীর জনক—সাগর । সূর্য্যোব সারথি—অক্রণ । কংসদেবী
 ক্রতুকেব আরাধা দেবতাগণ—বাড়িয়াঃ (ব্রাহ্মণ-গণ) । দেবতাগণের ভোজন স্থান—
 অক্ষব (বজ্র) । কৃষ্ণপদাঙ্কিত কোন্ বস্তুতে—ব্রজঃস্থ (ধূলির উপর) ! এই
 পাঁচটি উত্তরের মধ্যবর্ণ সংযোগ করিয়া “গুরুদ্বিজঃ” পদ নিষ্কাশ হইল । সুতরাং
 “গুরুদ্বিজ” নারায়ণই এই শ্লোকে আনন্দ-যজ্ঞনের একমাত্র কর্তা ।

লক্ষ্মীর জনক কেবা, পড়ে কি তা মনে ?
 সূর্যোর সারথি কেবা এই ত্রিভুবনে ?
 কৃষ্ণের পদম পূজ্য দেবতা কে বন্ ?
 কোথায় দেবতা-গণ কবেন ভোজন ?
 অক্রুর কৃষ্ণের ভক্ত সাধু-জন-বর
 ঘাইতে ঘাইতে ব্রজ-ধামের উপর
 কৃষ্ণ-পদ-চিহ্ন-যুক্ত কোন্ বস্তু ছিল,
 প্রেমভরে গিয়া যার উপরি পড়িল ?
 এ সব প্রশ্নের মোর উত্তর কবিয়া
 পাঠবে যাঁহার নাম মধ্যবর্ণ দিয়া,
 তোমাদের সকলের তিনি সর্বক্ষণ
 নিশ্চল আনন্দ বাশি করুন বদন !

(উদ্ভট—“গুরু-ধ্বজ”)

(৩)

এমন কি আছে, বাণ চোর নয়, অথচ সর্পস্ব ইবণ করে : বাক্স নয়, অথচ
 রক্ত শোষণ করে : সর্প নয়, অথচ গর্ভে বাস করে : ভূত প্রেত নয়, অথচ
 রাত্রি-কালেই চবিয়া বেড়ায় : বাণ নয়, অথচ মুখে তীক্ষ্ণ ধার আছে ? ইহা
 এর প্রহেলিকার জিজ্ঞাস্য বিষয়ঃ—

সর্বস্বাপহরো ন তক্ষরবরো রক্ষো ন রক্তাশনঃ
 সর্পো নৈব বিলেশয়োহখিলনিশাচারী ন ভূতোহপি চ ।
 অন্তর্দ্বানপটুর্ন সিদ্ধপুরুষো নাপ্যাশুগো মারুত-
 স্তীক্ষ্ণাশ্চো ন তু সায়কস্তমিহ যে জানন্তি তে পণ্ডিতাঃ ॥

চোর নয়, কিন্তু হায় সর্বস্বাপহর,
 রক্ষঃ (বাক্স) নয়, কিন্তু শুধে শোণিত-নিকর,
 সর্প নয়, কিন্তু থাকে গর্ভের ভিতরে,
 ভূত প্রেত নয়, কিন্তু রাত্রিকালে চরে,

অন্তর্যানে গটু, কিন্তু নয় সিদ্ধ জন,
বায়ু নয়, কিন্তু দ্রুত করয়ে গমন,
বাণ নয়, কিন্তু আছে তীক্ষ্ণ মুখখানি,
যে বলিবে, তারে আমি পণ্ডিত বাখানি !

(উত্তর—“মৎকুণ” “ছাবপোকা”)

(৪)

এমন কি বস্তু আছে, যাহা বৃক্ষাগ্রে বাস করে, অথচ পক্ষিবাজ নয় ; তিনটা
ধারণ করিয়া থাকে, অথচ মহাদেব নয় ; ত্রুগ্-বসন পরিধান করিয়া থাকে,
সিদ্ধ যোগী নয় ; জল সঞ্চয় করিয়া রাখে, অথচ কুন্ত বা মেঘ নয় ?
এই শ্লোকের প্রশ্ন

বৃক্ষাগ্রবাসী ন চ পক্ষিরাজ-
তিনেত্রধারী ন চ শূলপাণিঃ
ত্রুগ্ধধারী ন চ সিদ্ধযোগী
জলক বিভ্রং ন ঘটো ন মেঘঃ ॥

পক্ষী নয়, কিন্তু থাকে বৃক্ষের উপরি,
শিব নয়, কিন্তু থাকে তিন চক্ষুঃ ধরি ।
সর্বদাই ত্রুগ্-বসন করয়ে ধারণ,
কিন্তু তবু সিদ্ধ যোগী নহে কদাচন !
উদরে ধরিয়া রাখে জল অবিরাম,
ঘট নয়, মেঘ নয়, কিবা তার নাম ?

(উত্তর—“নারিকেল-ফল”)

(৫)

এ সংসারে এমন কি আছে, যাহা গোপাল অথচ শ্রীকৃষ্ণ নয় ? ত্রিশূলী অথচ
মহাদেব নয়, এবং চক্রপাণি অথচ নারায়ণ নয় ? ইহাই এই শ্লোকের জিজ্ঞাসা
বিষয় :—

গোপালো নৈব গোপালত্রিশূলী নৈব শঙ্করঃ ।
চক্রপাণিঃ স নো বিদুর্যো জানাতি স পণ্ডিতঃ ॥

গোপাল বটেন, কিন্তু নহেম গোপাল,
ত্রিশূলীও বটেন, কিন্তু নমু মহাকাল,
চক্রপাণি বটে, কিন্তু নমু নারায়ণ,
কিবা তাহা ? জানে শুধু পণ্ডিত যে জন ?

(উত্তর—“উৎপল বৃষ”)

(৬)

এই পৃথিবীতে এমন কি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা “চক্রী” অথচ বিষ্ণু নয়,
“ত্রিশূলী” অথচ মহাদেব নয় ; “বলিষ্ঠ” অথচ ভীম নয় ; “স্বচ্ছন্দচারী” অথচ
রাজা বা সম্রাট নয় ; এবং “সীতাবিরহী” অথচ রামচন্দ্র নয় ? ইহাই এই
স্রষ্টাকের প্রশ্ন । ৭৭ : -

চক্রী ত্রিশূলী ন হরো ন বিষ্ণু
মহাম্ বলিষ্ঠো ন ভীমসেনঃ
স্বচ্ছন্দচারী নৃপতির্ন যোগী
সীতাবিরোগী ন চ রামচন্দ্রঃ ॥

চক্রী বটে, কিন্তু কহু নয় নারায়ণ,
ত্রিশূলীও বটে, কিন্তু নয় ত্রিলোচন,
ছোট পুট দেহ তার, বহু বল তার,
কিন্তু কহু ভীম নয়, কহিষু ভোমায় ।
কিবা রাজা, কিবা যোগী, কিছুই সে নয়,
স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করে সকল সময়,
রাম নয়, কিন্তু আছে সীতার বিরহ,
এ মহত্ত্ব পায় যদি খুলে দাঙ কেহ ।

(উত্তর—“উৎপল বৃষ”)

(৭)

এমন কি স্বী-জাতি আছে, যাহা নব ও নারী হইতে উৎপন্ন অথচ তাহান
নরনারীনাট্য : মুখ নাট্য অথচ বিশঙ্গন শব্দ করে ; এং জন্মিবামাদই মৃত্যু-
ভয়ে পণ্ডিত হয় ? ইহাট এই শ্লোকেব প্রহেলিকা :—

নরনারীসমুৎপন্ন স্য স্ত্রী দেহবিবর্জিতা
অমুখী কুরুতে শব্দং জাতমাত্রা বিনশ্যতি ॥ (১)

নব নারী হ'তে জন্ম কবেছ গ্রহণ,
স্ত্রী বটে, শবীর কিছু না আছে কখন,
মুখ নাট্য, কিন্তু শব্দ কবে অনিবার,
জন্মিলেই মৃত্যু হয়—কি নাম তাহার ?

(উত্তর—“ছোটিকা” অর্থাৎ “তুড়ি”)

(৮)

এমন কি আছে, যাহা “পদশল্য” অথচ বহুদূরগামী ; “সাক্ষর” অথচ
অসাক্ষর, “নৃশল্য” অথচ স্পষ্টবক্তা ? ইহাট এই শ্লোকেব প্রশ্ন :—

অপদো দূরগামী চ সাক্ষরো ন চ পণ্ডিতঃ ।
অমুখঃ স্পষ্টবক্তা চ যো জানাতি স পণ্ডিতঃ ॥

৮৮ নাই কিন্তু বহু দূর চ'লে যায়,
স্পষ্টবক্তা নয়, কিন্তু অক্ষর তাহার
মুখ নাট্য, কিন্তু বলে অনেক বচন,
কথা তাহা ? এ অ শব্দ সুপণ্ডিত জন ।

(উত্তর—“লেখপত্র”)

(৯)

এমন কি বস্তু আছে, যাহা “বনে” জন্মিয়া ও “বনে” পবিত্যক্ত হইয়া “বনেই”
সর্বদা পাইয়া থাকে ? ইহাট এই শ্লোকেব জিজ্ঞাস্ত বিষয়ঃ

(১) ব্যাখ্যা । নব--বৃদ্ধাঙ্গুলি । নারী--মধ্যমাঙ্গুলি ।

বনে জাতা বনে ত্যক্তা বনে তিষ্ঠতি নিত্যাঃ
পণ্যস্ত্রী ন তু সা বেশ্যা যো জানাতি স পণ্ডিতঃ ॥ (১)

বনে তার জন্ম, লোকে কে'লে দেয় বনে,
বনেই সর্বদা থাকে, জানে সর্ব জনে ।
ধন দিলে সেই নাবী ভোগ করা যার,
বেশ্যা কিন্তু নহে, কেবা ব'লে দাও তার !

(উত্তর—“নৌকা”)

(১০)

এমন কি পদার্থ আছে, যা'হা “একচক্ষু” অথচ কাক নয়, “গভ্রাণেণী”
অথচ সর্প নয়; “বুদ্ধিশীল” ও “ক্ষমশীল” অথচ সমুদ্র বা চন্দ্র নয় ? ইহা'ই এই
শ্লোকের প্রশ্ন :—

একচক্ষুর্ন কাকোহয়ং বিলম্বিচ্ছেৎ ন পন্নগঃ ।
ক্ষায়তে বর্দ্ধতে চৈব ন সমুদ্রো ন চন্দ্রমাঃ ॥

কাক নয়, কিন্তু তার এক চক্ষু বয়,
গভ্র ভাল বাসে, কিন্তু সর্প কভু নয় ।
হ্রাস বুদ্ধি আছে বটে তার নিরন্তর,
কিন্তু তা'হা চন্দ্র নয় অথবা সাগর !

(উত্তর—“গাধন”)

(১১)

এমন কি আছে, যা'হাতে অনেক গর্ভ থাকে, বাহ্যর প্রথমে “বকাব”
ও শেষে “ককার” দেখিতে পাওয়া যায়; এবং বাহ্য সর্প-গণের নিবাসভূমি ?
ইহা'ই এই শ্লোকের প্রশ্ন :—

(১) ব্যাখ্যা । বনে—অরণ্যে, (গাছে) জন্মে । পণ্যস্ত্রী—বেশ্যার দ্বারা মূল্য দান
করিলেই ভোগ্য ।

অনেকস্বধিরং বাঢ়ং কান্তং চ মুনিসংজ্ঞিতম্ ।

চক্রিণা চ সদারাধ্যং যো জানাতি স পণ্ডিতঃ ॥ (১)

বহু গর্ভ বহে তায়, প্রথমে “ব”কার,
ঋষি নাম রহে তায়, শেষেও “ক”কার,
সর্প-গণ রহে তার মধ্যে অবিরাম,
পণ্ডিত হইলে তবে বলে তাঁর নাম !

(উত্তর—“বল্লীক”)

(১২)

এমন কি আছে, যুবতী-গণ যাহার কণ্ঠদেশ আশ্রয় করিয়া নিতম্বে বাজিয়া
১২ এণ্ড গুরুজনের সম্মুখে থাকিয়াও মুহুমূহঃ সঙ্কেত-ধ্বনি করে ? ইহাষ্ট
১৩ একে ভিজ্ঞাপ্ত বিষয় :-

তরুণ্যালিঙ্গিতঃ কণ্ঠে নিতম্বস্থলমাশ্রিতঃ

গুরুণাং সন্নিধানেহপি কঃ কৃজতি মুহুমূহঃ ॥

যুবতী পরিয়া কণ্ঠ করে আলিঙ্গন,
নিতম্বে রাখিয়া দেয় করিয়া যতন,
গুরু জন থাকিলেও চক্ষের উপরে
লাজ লজ্জা পরিহারি কত শব্দ করে !

(উত্তর—“কলস”)

(১) ব্যাখ্যা। অনেকস্বধিরং—বহু-গর্ভ-যুক্ত। বাঢ়ং—প্রথমে “ব”কার-বিশিষ্ট। কান্তং—শেষে, “ক”কার-যুক্ত। মুনিসংজ্ঞিত—ঋষি (বল্লীক) নাম-বিশিষ্ট। চক্রিণা সদারাধ্যা।

অপহুতি ।

(১)

বাণিক্যও সখীর কথোপকথন-জ্বলে কবি এই শ্লোকে কয়েকটি দ্বি-
তীতী অপহুতির উদাহরণ দিয়াছেন :

যো গোপীজনবল্লভঃ স্তনতটব্যাসঙ্গলক্কাস্পদ-
*ছায়াবান্ নবরক্তকো বহুগুণশ্চিত্রশ্চতুর্ভুজকঃ ।
কুমঃ সোহপি হতাশয়া ব্যপহতঃ কান্তঃ কয়াপ্যাত মে
কিং রাধে মধুসূদনো ন হি ন হি প্রাণাধিকশ্চোলকঃ ॥

বাণিক - গোপ-বল-মহা-প্রিয়, বক্ষোভ নিভানী,
ছায়াবান্, নব-রক্ত, বহু-গুণ দারী,
চিত্র. চতুর্ভুজ, কান্ত মোন কুম ধন
হস্তিল নে বোন্ পোন্-কালী একে
দশা—হ বাণিক । চবি গেছ শ্রীকৃষ্ণ নামার ?
বাণিক—না না সখি ! প্রাণাধিক “চোলক” হামার ।

(২)

একান্ত কবি ভিক্ক ৫ গৃহস্থের উক্তি-প্রত্যুক্তি-জ্বলে কয়েকটি দ্বি-
তীতী কবির নিম্ন-লিখিত শ্লোকে অপহুতির উদাহরণ দিতেছেন :—

তর্ষী চারুপয়োধরা স্তবদনা শ্যামা মনোহারিণী
নীতা নিষ্করণেন কেনচিদহো দেশান্তরাদাগতা ।

(১) টিপ্পনী । চোলকঃ—শল্কা-বাঁচুলোতি ভাষা । “কূর্পাণে চোলকঃ পুমান”
মেদিনী ।

উৎসঙ্গোচিতয়া তয়া রহিতয়া কিং জীবনং প্রেক্ষসে
ভিক্ষা তে দয়িতান্তি কিং নহি নহি প্রাণপ্রিয়া তুমিকা ॥(১)

ভিক্ষুক—তবী চারু-পয়োধরা সুরম্য-বদনী,
শ্রামা সে যে, তাহা পুনঃ মানস-মোহিনী ;
বল্ল লুব হ'তে তারে আনিলাম ঘবে,
ভায় তাহা হ'রে নিল দয়াহীন চোরে !
উৎসঙ্গে রাখিলু তারে বসিগা যতন,
তাহাবে তাজিয়া মোর আছে কি জীবন ?

গৃহস্থ—হে ভিক্ষু ! কি কাব্যেছ গৃহিনী তোমার ?
ভিক্ষুক—না না না না,—ভাষিয়েছি তুমিটী আমার !

(৩)

নায়কটী স্তম্ভ পদের প্রয়োগে নায়িকাও সখীর কণোপকথন-কালে এই খণ্ডিক
অপহৃতির উদাত্তরূপ দাঁড়ায় উঠিয়াছে :—

রাগী ভিনভি নিদ্রাং তল্লং ন জহাতি নিষ্ঠুরং দশতি ।
চতুরে কিং প্রাণেশো নহি নহি সখি মৎকুণত্রাতঃ ॥

নায়িকা—অতিশয় রাগী, দেয় ঘুম ভাঙাইয়া ;
কিছুতেই নাই যায় বিছানা ছাড়িয়া ;
একপ নিষ্ঠুর ভায় না দেখি কখন ;
দংশন করিয়া মোরে করে জালাতন !

সখী—কহ নো চতুরে ! ইনি তব প্রাণেশ্বর ?

নায়িকা - না না সখি ! তাহা নয়,—মকুণ-নিকর !

(১) টিল্লনী চারুপয়োধরা—নির্মল-জল-ধারিণী ; (পক্ষে) সুন্দর-স্তনী ;
শ্রাম—শ্রানবর্ণা ; (পক্ষে) ধোবন-স্বাস্থ্য কিংবা স্নানোত্তে সুখোৎসবরাজী গ্রীষ্মে
চ স্নানোত্তে । তপ্তকাক্ষনবর্ণাজা সা শ্রামা পরিকীর্তিতা ॥ উৎসঙ্গোচিতা—সমীপ
দৃশ্যবোধোপায়া : (পক্ষে) ক্রোড়ে ব্রজবোধ্যা । জীবনং—জলং : (পক্ষে) প্রাণাং :

গণিত-কবিতা

(১)

পরম-পূজনীয় বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ডক্টার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
সরস্বতী, এম্, এ ; ডি, এল্ , এফ্, আর, এ, এম্ ; এফ্, আব, এস, ই মহোদয়
এই শ্লোকে ১২০ অক্ষ বাহির করিবার একটি অদ্ভুত কৌশল (ফর্মিউলা)
দেখাইয়া পাঠক-গণের মঙ্গল কামনা করিতেছেন :—

ইচ্চং কার্ত্তিকদর্শনেণ গুণিতং রূপদ্রোণযুক্তং তথা
ব্রহ্মাস্যপ্রহতং জলাধিপতিনা যচ্ছেষিতং তৎ পুনঃ
বেদাঙ্গেন হতং তদবমনিশং বিশেষভক্তিব্রতা-
তিষ্ঠেয়ুর্ভুবি পাঠকাঃ সকৃতিনঃ শ্রীআশুতোষোহর্থয়ে ॥

ডক্টার শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বত্যাঃ ।

যে কোন একটি অক্ষ কবিতা গ্রহণ
যার দিয়া তাহা তুমি করহ 'গুণন' ।
গুণন করিয়া তুমি যে অক্ষ পাইবে,
এগার তাহার সঙ্গে সংযোগ করিবে ।
যোগফলে চারি দিয়া করিয়া গুণন
তাহাবে চক্ষিণ দিয়া করহ হরণ
তাহা করি ভাগশেষ যা কিছু থাকিবে,
ছয় দিয়া তাহা তুমি গুণন করিবে ।
যে অক্ষ পাইবে তাহে, হে পাঠক-গণ !
তত বর্ষ তোমাদের হৃদয় জীবন ।
হৃদয়ে পরম ব্রহ্মে করিয়া ভাবনা
স্থখে থাক,—আশুতোষ করিছে কামনা !

(২)

কোনও বিখ্যাত জ্যোতির্বিৎ কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে গণিত শাস্ত্রের
কোনও দোহাইয়া পাঠক-গণের ১২০ বৎসর-ব্যাপী পূর্ণ পরমায়ুব কামনা
বিস্তারিতেন :-

ইষ্টং শরৎ গুণিতং গুণসংযুতং তং
পঞ্চাহতং যুগহতং নিহতং করেণ ।
যচ্ছেষিতং শরকরেণ রসম্মদং
হে পাঠকা ভবতু বো বসতিধরায়াম্ ।

(মৈথিল-জ্যোতির্বিৎ শ্রীদীননাথ মিশ্র) (১)

যে কোন একটা অঙ্ক করিয়া গ্রহণ
পাঁচ দিয়া তাহা তুমি করিবে গুণন ।
পরে সেই গুণফলে তিন যোগ দিয়ৈ
পাঁচ চারি দুই গুণ কর ক্রমান্বয়ে ।
সেই গুণফল পুন করিয়া গ্রহণ
তাহারে পচিশ দিয়া করিবে হবণ ।
পরে শুধু ভাগশেষ গ্রহণ করিয়া
গুণন করিবে তাহা ছয় অঙ্ক দিয়া ।
যে অঙ্ক পাইবে তাহে, হে পাঠক-গণ !
ভূত বর্ষ এই ভবে কর বিচরণ !

(১) পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত দীননাথ মিশ্র একজন সুপণ্ডিত জ্যোতির্বিৎ
মৈথিল ব্রাহ্মণ । ইনি জ্যোতির্বিৎ-প্রবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সুধাকর
দ্বিবেদি-মহাশয়ের ছাত্র । গুরু ও শিষ্য উভয়েই একগে কালীধামস্থ গভর্ণমেন্ট
সংস্কৃত কলেজে জ্যোতিঃশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন ।

(৩)

কামণ্ড জ্যোতির্বিৎ কবি এই শ্লোকে রাজরাজেশ্বরী শ্রীমতী ভিক্টোরিয়া
মৃত্যু-শকাৎ (১৮২২) বাহির করিবার একটি অদ্ভুত কৌশল দেখাইয়াছেন :—

ইচ্চং বিংশহতঞ্চ বিশ্বসহিতং বাণেন যচ্ছেষিতং
দ্বিষ্ঠং যুক্তবিযুক্তভক্তগুণিতং কেনাথ দিগ্ভিতম্ ।
রান্নৈর্যুগ্ দ্বিশতীহতং দশশতীসংশেষিতং পূর্বত-
ন্তনিম্নং দ্বিকরৈর্যুতং স্বরগমং শাকেশ্বত্র ভিক্টোরিয়া ॥

(কানীধাম-জ্যোতির্বিৎ-কবি-শ্রীহরকুমার শাস্ত্রিণঃ) (১)

তোমার যে সংখ্যা ইচ্ছা, সেই সংখ্যা লাও,
কুড়ি দিয়া গুণ কর, তের যোগ দাও ।
পাঁচ ভাগ ক'রে যাহা উগেশেষ দেখ,
“গুণক” তাহার নাম,—দুই স্থানে রাখ ।
দুই স্থানে রেখে, তার এক স্থানে গিয়া
তোমার যে সংখ্যা ইচ্ছা, কর তাহা দিয়া
যোগ কি বিয়োগ হোক, হোক গুণ ভাগ,
যাহা তব অভিলষ, যাতে অকুরাগ ।

(১) মদীয় পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত হরকুমার শাস্ত্রি-মহাশয়, শ্রীমতী ভিক্টোরিয়া
মৃত্যু-শকাৎ গীষ্টাব্দ বাহির করিবার কৌশল-যুক্ত শ্লোক দুইটি “কানীধাম” হইতে
অমাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, এবং “হিতবাদী”তে ইহা আমি প্রকাশিত
করিয়াছিলাম । শাস্ত্রি-মহাশয়, ভট্টশ্রী-নিবাসী নৈয়ায়িক-কুল-পতি পবন-
পূজ্য-পাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ঞায়বত মহাশয়েন পুত্র । পিতা
যে রূপ পরম নৈয়ায়িক ও সুকবি, পুত্রও সেরূপ পরম জ্যোতির্বিৎ ও সুকবি ।
শাস্ত্রি-মহাশয় র্ত্ত “বৃন্দাবন-কল্প-লতিকা” ও “শঙ্করাচার্য্য” পাঠ করিলে যথাক্রমে
তাঁহার সংস্কৃত ও বাঙ্গালা-ভাষার কবিতা সিধিবার মণীষমণী শক্তি বৃদ্ধিতে পান
যান । পিতা ও পুত্র উভয়েই বারানসী-ধামে গিয়া একত্রে “বিদ্যনাথের” পাদ-পরে
আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রহিয়াছেন ।

মনোমত ক্রিয়া করি যে সংখ্যাটী পাও,
দশ দিয়া গুণ ক'রে তিন যোগ দাও ।
ছই শত সংখ্যা দিয়া গুণ কর তা'র,
গুণকল ভাগ কর সহস্র সংখ্যায় ।
ভাগশেষে যা'হা পাবে, “গুণ্য” নাম তা'র,
পূর্বেই রেখেছ ক'রে “গুণক” তাহার ।
“গুণ্য” / “গুণকেতে” গুণ করিয়া তখন
বাইশ তাহার সনে কর সংযোজন ।
পাবে যা'হা, সেই শকে ধরা শূন্য করি
পূর্ণগতা ভিক্টোরিয়া রাজরাজেশ্বরী !

(৪)

পূর্বেকৃত জ্যোতির্বিৎ কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে রাজরাজেশ্বরী শ্রীমতী
ভিক্টোরিয়া-মহাদেবী-জ্যোতির্বিৎ (১৯০১) বাহুব করিবার কৌশল দেখাইয়াছেন :—

ইন্টঃ সাদ্রাগসংযুতং স্বথযমব্যস্তং যথেশান্বিতং
পাকশাশুগভাজিতং দ্বিগুণতং যচ্ছেষিতং দৃগ্ হতম্ ।
খাকশাগ্রিসমায়ুতং শশিযুতং যৎ তত্র গৃষ্টীয়কে
বসেহস্থান্ সমপাশ্রু নাকমগমৎ ভিক্টোরিয়া ভূতলাৎ ॥

(কালীধাম-জ্যোতির্বিৎ-কবি-শ্রীহরকুমার শাস্ত্রিণঃ)

তোমার যে সংখ্যা ইচ্ছা, সেই সংখ্যা লও,
তিনটী তাহার পাশ্বে শূন্য যোগ দাও ।
ছই শত বাদ দিয়া সংখ্যা থাকে যত,
তাব সহ যোগ কর একাদশ শত ।
পাঁচ শত দিয়া পুনঃ ভাগ কর তা'রে,
ভাগশেষ লও তাব ছই গুণ ক'রে ।
তাহারে দ্বিগুণ করি যা'হা তুমি পাও,
তাহে তিন শত পুনঃ এক যোগ দাও ।

যে গুটীক পাবে, তাহে ধরা শূন্য করি
স্বর্গগতা ভিক্টোরিয়া রাজবাঞ্ছনবী !

(৫)

নিম্ন-লিখিত শ্লোকে অঙ্ক-শাস্ত্রের একটি সুন্দর কৌশল দেখাইয়া পাঠক-
গণের ১০০০ (সহস্র) বৎসর পবিত্র কামনা করা বাইতেছে :—

ইক্টং শিবাস্ত্রগুণিতং নিধিনা সমেতং
কৃষ্ণাবতারনিহতং বিয়দিল্প্রিয়েণ ।
যচ্ছেষিতং শরকরেণ হতং তদকং
হে পাঠক! বিহরত স্বজনৈং পৃথিব্যাম্ ॥

(এম্-এ-উপাধিধারিণঃ শ্রীবটুকদেব মুখোপাধ্যায়স্ত) (১)

যে কোন একটি অঙ্ক গ্রহণ করিয়া
গুণন করত তাহে পাঁচ অঙ্ক দিয়া ।
সেই গুণকলে নয় অঙ্ক যোগ দিলে,
যোগকলে দশ দিয়া গুণন করিলে ।
তাহারে পঞ্চাশ দিয়া করিয়া হরণ,
ভাগশেষ লবে তুমি তাহার তখন ।
তাহারে পঁচিশ দিয়া গুণন করিলে
যত হবে, তত বর্ষ এই ভূমণ্ডলে
আত্মীয় জনের সনে, হে পাঠক-গণ ।
সুখ শান্তি সহ নিত্য, কর বিচরণ !

(১) প্রাচীনস্মরণীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়, শ্রীমন্ত গোবিন্দদেব ও শ্রীমন্ত মৃদুন্দেব
নামক দুইটি অনুরূপ সুপণ্ডিত গুণশালী পুত্র রাখিয়া গিয়াছিলেন । কিন্তু শ্রীমন্ত গোবিন্দদেব
অকালে কালক্রান্ত পতিত হইয়াছেন । তাঁহার সুপণ্ডিত বুদ্ধিমান গণিতজ্ঞ পুত্র শ্রীমন্ত বাবুদেব
মুখোপাধ্যায় এম্-এ মহাশয় এই কৌশলটি বাহির করিয়াছেন ।

(৬),

কোনও এক গণিতজ্ঞ প্রাচীন কবি এই শ্লোকে কোশল-সহকাৰে কোনও
বাজার ১২০ বৎসর-ব্যাপী পূর্ণ পরমায়ুর কামনা করিতেছেন :—

ইকং ঋচন্দ্রগুণিতং শশিনা সমেতং
রামান্বিতং যুগযুতং নিহতং শরেণ ।
যচ্ছেষিতং শরকরেণ বস্তুস্বমব্দং
ত্বং জীব ভূপ তনয়েঃ সহ কামিনীভিঃ ॥

যে কোন একটা অঙ্ক করিয়া গ্রহণ,
দশ দিয়া তাহা তুমি করহ গুণন ।
তাহাতে পাহবে তুমি গুণফল বাহা,
এক তিন চারি সনে যোগ কর তাহা ।
যোগফলে পাঁচ দিয়া করিয়া গুণন
তাহারে পঁচিশ দিয়া করহ হরণ ।
পরে শুধু ভাগশেষ গ্রহণ করিয়া
গুণন করহ তাহা আট অঙ্ক দিয়া ।
যত হবে, তত বর্ষ, ওহে মহারাজ !
ক্ৰী-পুত্র লইয়া সুখে করুন বিরাজ !

চাটু-কবিতা ।

(১)

কথিত আছে, প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কালীমূর্তি স্থাপিত কবিধা তাঁহার সেবার জন্ত হরনাথ-নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে পুরোহিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন । “কালীমূর্তি-খানি নানাবিধ বল্মমূল্য মণি-কাঞ্চনে মণ্ডিত থাকিত । কিছুদিন ধরে ভগবতীর মন্তকস্থিত একখানি মহামূল্য মুকুট চুরি বাস ! অনেকে পুরোহিত-ঠাকুরের উপর সন্দেহ করায়, মহারাজ তাঁহান প্রতি কোনও এক কঠিন দণ্ডের আদেশ করেন । তখন মহারাজের কৰ্মচারি-গণ ব্রাহ্মণকে পরামর্শ দিলেন যে, যদি আপনি মহারাজের পরম প্রিয় সত্য-পণ্ডিত গুপ্তিপাড়া-নিবাসী বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নিকট হইতে একখানি অনুরোধ-পত্র লইয়া আসিতে পারেন তাহা হইলেই আপনার দণ্ড রহিত হইয়া যাইতে পাবে । তখন পুরোহিত-ঠাকুর, বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের বাটী গিয়া আপনার দুঃখের কথা জানাইলে, পরম সুকবি বিদ্যালঙ্কার মহাশয় যুগপৎ ভক্তি ও কোতুক সহকারে নিম্ন-লিখিত শ্লোকটা মহাবাক্যকে লিখিয়া দিয়াছিলেন । (এই শ্লোকটির সম্বন্ধে অন্তরূপ প্রস্তাবও শুনিতে পাওয়া যায় । সে ষা হা হউক, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যেরূপ উদারচেতাঃ ও বিদ্যালঙ্কার বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ও সেইরূপ একজন প্রত্যাংগ-মতি সুকবি ছিলেন । ইহা এই শ্লোকে বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়)

জলে লবণবল্লীনং মানসং তন্মনোহরম্ ।

মনোজিহীর্ষয়া দেব্যাঃ কিরীটং হরতে হরঃ ॥ (১)

(বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারঃ)

(১) টীকা ।—মানসং মদীয়ং ইতি শেষঃ জলে লবণবৎ দেব্যাং লীমং তন্ময়ং অসীৎ । অতন্তুং প্রতিহর্তুং ন শক্লোমি, ইতি পরাভবং প্রতিকর্তুং হবঃ যদ্বাদেবঃ (পক্ষে) হর-নামকঃ পুরোহিতঃ দেব্যা মনোজিহীর্ষয়া চিত্ত-হর্তু-মিচ্ছয়া তন্মনোহরং তজ্জা দেব্যা মনোহরং চিত্তাকর্ষকং কিরীটং মুকুটং হরতে চৌরয়তি ।

জীবন পড়িলে জলে ক্রমশঃ যেমন
তাহাতেই নীন হ'য়ে রহে সর্বক্ষণ,
সেইরূপ “হরের” মন দেবীর উপর
তন্ময় হইয়া পড়ে ছিল নিরন্তর।
দেবীও ফেরৎ নাহি দিলেন সে মন,
চিন্তিত থাকিয়া তাই “হব” অনুক্ষণ
অবশেষে মনে মনে দেখিল বিচারি
আমিও দেবীর মন লব চুঁবি করি ;
দেবীর মনটা কিন্তু দেবীতেও নাহি,-
মহামূঢ়া মুকুটেই র'য়েছে সদাই,
সে মুকুট গানি যদি লই এ সময়,
দেবীর মনটা আমি পাইব নিশ্চয়।
মুকুটের তরে নয়, মনটাব তরে,
মুকুট লয়েছে “হর” পড়িয়া কাঁপ ধরে

(২)

দান-সাগর-কালে ভূমি, স্বর্ণ, হস্তী প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য সম্পত্তি দান করিতে
লগিল। তদনুসারে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একদিন শীতকালে স্বর্গীয়া জননীর
দান-সাগর-উপলক্ষে বহুবিধ মূল্যবৎ বস্তু ও বহুসংখ্যক হস্তীকে দান করাইয়া তাহা
সভামঙ্গলে সজ্জিত করিয়া রাখিলে, হস্তিগণ শীতেব বস্ত্রণায় অস্থির হইয়া কাঁপিতে
ছিল। তখন মহারাজ স্বীয় সভাপণ্ডিত কবিবর বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে
ইহার কারণ প্রিজ্ঞাসা করিলে বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তদন্তরে কহিয়াছিলেন :—

হস্তান্তকুশোদকে ত্বয়ি ন ভূঃ সর্বংসহা কম্পাতে
দেবাগারভ্যৈব কাকনগিরিচিহ্নে ন যন্তে ভয়ম্।

অজ্ঞাতদ্বিপভক্ষ্যভিক্ষুভবনপ্রস্থানদুঃস্থশায়া

বেপন্তে মদদন্তিনঃ পরময়ী ভূমীপতে ভাবকাঃ ॥

(বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার)

বাসনা ক'রেছ ;—হস্তে কুশোদক ল'য়ে
সর্ব্ব করিব দান কল্পতরু হ'য়ে ।
শুনিয়া দানের কথা কাঁপিত মোঁদিনী,
কিন্তু সর্ব্বসভা ব'লে কাঁপিছে না :—জানি !
স্বর্গগিণি সুরম্যরূপে থাকে দেবগণ,
একল সুরম্য নাহি কাঁপিছে এখন ।
কিন্তু রাজভোগ ছাড়ি, দরিদ্রের ঘবে
কি খাদ্য খাইয়া মোরা বর প্রাণ ধ'রে,
এই ভয় পে'য়ে মনে তাই মহাবাজ !
মদমত্ত হস্তিগণ কাঁপিতেছে আজ !

(৩)

শুনিলে পাণ্ডব! যায, কবিবর ভারতচন্দ্র রায় “বিদ্যানন্দন” রচনা করিয়া
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে উপহার প্রদান করিলে, মহারাজ সেই গ্রন্থপাঠে পবন লাভ
হইয়া তাঁচাকে কহিয়াছিলেন, “ভারতচন্দ্র ! আপনি যথার্থই ভারতের চন্দ্র” ।
ইহা শুনিয়া সুরসিক ও সুপণ্ডিত কবি ভারতচন্দ্র তত্বতরে বলিয়াছিলেন,
“মহারাজ ! আমি ভারতের চন্দ্র হইতে পারি, কিন্তু এই সমগ্র ত্রিভুবনে যদি
কোনও অপকৃপ চন্দ্র থাকে, তবে সে স্বয়ং আপনি ।” এই কথা বলিয়া ভারতচন্দ্র
ভৎসল্যাৎ এই শ্লোকটী রচনা করিয়া মহারাজকে উপহার দিয়াছিলেন । কথিত
আছে, এই শ্লোকটী উপহার পাইবার পরেই মহারাজ ভারতচন্দ্রকে “পুণ্ডরীক”
উপাধি প্রদান করেন :—

নিষ্কলঙ্ক নিরাতঙ্কঃ পদ্মিনীপ্রাণবল্লভঃ ।

চতুঃষষ্টিকলঃ কৃষ্ণচন্দ্রে ভাতি মদা ভুবি ॥ (১)

(ভারতচন্দ্র রায় ঙ্গাকরশ্চ)

এক চন্দ্র দেখি বটে আকাশ উপরি,
কিন্তু এই কৃষ্ণচন্দ্রে অপকৃপ হেরি !
কলঙ্ক ইহার দেহে নাহি বিদ্যমান,
আতঙ্ক ইহার মনে নাহি পায় স্থান !
পদ্মিনী-গণের ইনি প্রাণ-প্রিয় ধন,
চৌষটি কলায় ইনি পূর্ণ অকুক্ষণ !
দুই পক্ষে দিবা নিশি কিরণ ইহার,
পৃথিবীর পৃষ্ঠে ইনি করেন বিহার !

(৪)

একগ জনশ্রুতি আছে যে, পূর্ব-বঙ্গ-নিবাসী কোনও এক ব্রাহ্মণ-সন্তান দ্বিবেণী-নিবাসী প্রসিদ্ধ স্মার্ত, নৈয়ায়িক ও শ্রুতিধর অগমাত্ম তর্কপঞ্চাননের নিকট দ্বারশাস্ত্র পড়িতে গিয়াছিলেন। ছাত্রটির রূপ ও গুণ দুইটাই সমান : তাঁহার বুদ্ধিটুকু বেক্রপ স্থল, দেহখানিও সেইরূপ বাবতীয় জল-দোব-রোগে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এই কারণে চতুর্পাঠীই অসম্ভব ছাত্রগণ তাঁহাকে অত্যন্ত বিক্রপ করিত, এবং কুশাগ্রীয়-বুদ্ধি তর্কপঞ্চানন মহাশয়ও তাঁহাকে পড়াইয়া স্থল

(১) ব্যাখ্যা। আকাশের চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, রাহু-ভয় আছে ও পদ্মিনীর (পদ্মিনী নামক পুষ্পের) সহিত অপ্রণয় আছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রে কলঙ্ক নাই কোনও রূপ ভয় নাই, এবং তিনি পদ্মিনীর (পদ্মিনী-জাতিয়া রমণীর) প্রাণপ্রিয় ধন। আকাশের চন্দ্রে ষোড়শ কলা মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহার হাসও আছে ; কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রে চৌষটি কলায় পরিপূর্ণ এবং তাহার কিছুমাত্র হাস নাই। আকাশের চন্দ্র দিবাভাগে ও কৃষ্ণপক্ষে অদৃশ্য থাকে, কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কি দিন, কি বাত্রি কি শুক্লপক্ষ ও কি কৃষ্ণপক্ষ সকল সময়েই বিরাজমান আছেন। আকাশের চন্দ্র আকাশে থাকায় সকলেরই দূর্লভ, কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পৃথিবীর পৃষ্ঠে থাকায় সকলেরই সুলভ।

পাইতেন না। অবশেষে একদিন বিরক্ত হইয়া ছাত্রটি গুরু-বেবের নিকটে গিয়া কহিলেন, “আমি আর ত্রিবেণীতে বাস করিব না। মহারাজ নবরুপ আপনাব বন্ধু ; আপনি একখানি সুপারিস-পত্র দিন ; আমি তাহা ‘দণ্ডাটর’ মহারাজের নিকটে হইতে কিঞ্চিৎ ভ্রমী লইয়া কলিকাতায় বাস করিব।” ইহা শুনিয়া তর্কপঞ্চানন মহাশয় তাহাকে এই শ্লোকটি লিখিয়া দিয়াছিলেন :—

দ্বিতীয়ভূতভূয়িষ্ঠা মূর্তিরঙ্গাদ্রাসম্ভবা ।

অম্ভাঃ পার্থিবমব্রহ্মো যত্ননীয়ঃ ক্ষিতীশ্বরৈঃ ॥

(জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননশ্চ)

ভূমি জল অগ্নি বায়ু এবং আকাশ,
এ পঞ্চ ভূতের নিত্য র’য়েছে বিকাশ।
এই পঞ্চ ভূতগণে কবি উপাদান,
ঈশ্বর মানব-দেহ কবেন নির্মাণ ;
ভূমি-অংশ বেশী থাকে, জল অংশ কম,
ইহাই মানব-দেহে তাঁহার নিয়ম।
কিন্তু এই নিবেদন, ওহে মহারাজ !
এই মূর্তিখানি আমি পাঠাইনু আজ ;—
ইহাতে ভূমির অংশ বড়ই বিরল,
কেবল জলের অংশ ব’য়েছে প্রবল।
তিনিও ঈশ্বর এক কবেন বিরাজ,
ভূমিও ত ভূমীশ্বর, ওহে মহারাজ !
সেই ঈশ্বরের ভ্রম হ’লেও কখন,
অবশ্য উচিত তব তাহার শোধন।
এই ব্রাহ্মণের মনে সদা অসন্তোষ,
তোমার বিনা কেবা তাব নাশে জলদোষ ?
ওহে ভূমীশ্বর ! তাই কিছু ভূমি দিয়া,
জলদোষ টুকু তাঁর দাও কাটাঁইয়া !

(৫)

কোনও কবি নিম্ন-লিখিত দুইটি শ্লোক মহারাজ প্রতাপাদিত্যের দান, দশ ও
সংগ্রহ বর্ণন করিয়াছিলেন :—

দানান্বুসেকশীতার্জা যশোবসনবেষ্টিতা ।

ত্রিলোকী তে প্রতাপার্কং প্রতাপাদিত্য সেবতে ॥

(অবিলম্ব-সরস্বত্যাঃ) (১)

শুন হে প্রতাপাদিত্য রাজন্ ! প্রবল,
তব দান-জল-ধারা পরম শীতল ।
যে বেত তাহাবে নিজ অঙ্গে পরশিল,
গব্ গব্ করি শীতে কাপিতে লাগিল ।
তাই তব যশো-বস্ত্র দেহে জড়াইয়া,
এত শীত কিসে থাকে দেখিল ভাবিয়া,—
দেখিল উপায় এক সবে অতঃপর,—
তোমার প্রতাপ-সূর্য্য মহা খরতর ।
ত্রিলোকের লোক তাই শীত-নাশ করে,
আশ্রয় ল'সেছে তার প্রকুল-অন্তরে ।

(৬)

প্রতাপাদিত্য ভূপাল ভালং মম নিভালয়

যেদেন প্রোঙ্খিতাঃ সন্তু বিধেত্ লেখপংক্তয়ঃ ॥

(অবিলম্ব-সরস্বত্যাঃ)

কি কব প্রতাপাদিত্য ! প্রতাপ তোমার,
তোমার কপালের দিকে চাহ একবার ।

(১) অবলম্বী-সরস্বতী, মহাবাহু প্রতাপাদিত্যের সভাপণ্ডিত ও পুরোহিত
উদেন্দ্র এরূপ জনশ্রুতি আছে । তিনি সংস্কৃত কবিতা অতি দ্রুত লিখিতে
পারিতেন বলিয়া “অবিলম্ব-সরস্বতী” তাঁহার উপাধি ছিল, এরূপ শুনিতে পাওয়া
গোহার প্রকৃত নাম কি, তাহা বলা যায় না ।

দর দর করি ঘর্ম-বিন্দু দিগ্‌ দেখা,
যুচে যাগ্‌ যত পোড়া বিধাতার লেখা !

(৭)

কথিত আছে, সুপ্রসিদ্ধ গায়ক “নায়ক-গোপাল” আকবর বাদসাহের দরবারে থাকিয়া তাঁহাকে সঙ্গীত শুনাইতেন। একপ জনপ্রতি আছে যে, আকবর চিত্তোর জয় করিলে “নায়ক-গোপাল” তাঁহাব প্রতাপ-সূচক এই কবিতাটি তাঁহাকে উপহাস দিয়াছিলেন :—

বিধিনা তুলিতাবেতো সেকন্দরপুরন্দরৌ

গুরুঃ সেকেন্দরঃ পৃথ্বীং লঘুরিন্দ্রো দিবং যযৌ ॥

নায়ক-গোপালস্ত্র ;

সেকন্দর বাদসাহ, দেব পুরন্দর,
এ ভয়ের কেবা বড় না বুঝিল নব !
তুলা-চণ্ড দ'য়ে তাই বিবাহ! তখন
ভুই দিকে ভুই জলে ববেন ওজন ।
সেকেন্দর ভরী বড় বহেন দনায়,
পুরন্দর নব নলি স্বর্গ-পূবে যায় !

(৮)

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গতী সুসাম্প্রদায়িক মহাবাজ রাজসিংহ সিংহ শর্ম্ম-বাহাদুর সংস্কৃত-ভাষায় সর্বিশেষ অপরূপাণ্ডিত স্বয়ং একজন সুকবি ছিলেন। সমগ্র বাঙ্গাল দেশের অধ্যাপকদিগকে আহ্বান করিয়া শাস্ত্র-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে তিনি অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিতেন। দানকাণ্ডে ও তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন বলায় তাহার রাজবাটী, পণ্ডিতগণের একটা আশ্রয়-ভূমি হইয়াছিল। তাঁহার বাটীতে কোনও একটা বহু-ব্যয়-সাপেক্ষ কার্যোৎসাহকে বহুসংখ্যক অধ্যাপকের সমাগম হইয়াছিল। কথিত আছে, ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ইদিলপুর-নিবাসী, পণ্ডিত-প্রবর সুকবি চন্দ্রশক্তি ঠাডুয়র মহাশয় নির্মিত ইহা মহারাজের সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া

মহাশয়, “মহারাজ ! আমি আপনার ক্রিয়া-কলাপের সমস্ত কলাই পণ্ডিত।
একটা চক্রবাক ও চক্রবাকীর মুখে শুনিয়া আসিলাম।” ইহা কহিয়াই আয়ত্মবর্ণ
মহাশয় মহারাজকে এই শ্লোকটি শুনাইয়া ছিলেন :

ইতু্যচে চক্রবাকং বচনমনুদিনং দুঃখভাক্ চক্রবাকী
অন্ত্যেষ কপি দেশো ন ভবতি রজনী যত্র বৈ প্রাণনাথ ।
কান্তে চিন্তাং ত্যজ ত্বং দিনকরকিরণাচ্ছাদকশ্রাদ্ধ মেয়ো-
মূলে দদ্ধান্তি হস্তং বিবিধকৃতিমুদে রাজসিংহঃ প্রদাতা ॥

(চন্দ্রমণি আয়ত্মবর্ণ)

কবি—বাত্রিতে বিরহ-জানা বিরূপ ভীষণ,
চক্রবাকী বৃঝিয়াছে তাহা বিলম্বণ
চক্রবাকী হেন আলা কতই গতিত
অবশেষে চক্রবাকে কহিতে লাগিল,—

(১) সুসঙ্গের মহারাজ-গণেব সন্নিম্বল বংশ অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। ইহারা
পাঠান সম্রাটদিগেব রাজত্বকালে কালকুল হইতে আসিয়া সুসঙ্গে অবস্থিতি
কহিতে আরম্ভ করেন। মহারা মহারাজ কিশোর সিংহ ও রাজসিংহই এই বংশ
সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিশোর সিংহ পরলোক গমন করিলে রাজসিংহই
বাজকার্য্য পরিদর্শন করিতেন। রাজসিংহেব প্রপৌত্র পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত
কমলকমল সিংহ শম্ভু-মহোদয় এখন এই বংশের অভিভাবক। ইনি পরম উদার-
চেতাঃ ও সুপণ্ডিত। সংস্কৃত ভাষায় ইহার সবিশেষ অধিকার আছে। ইহার মুখ
শুনিয়াছি যে, পাঠান সম্রাটদিগের রাজত্ব-কাল হইতে জাহাঙ্গীরের রাজত্ব-কাল
পর্য্যন্ত ইহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজা ছিলেন। মোগল-সম্রাটদিগের নানাবিধ সনন্দ ও
ইহাদের বাটীতে অত্যাধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। জাহাঙ্গীরের পর হইতে নবাবী
আমল পর্য্যন্ত ইহারা যৎকিঞ্চিৎ কর-দান করিয়া আসিতে ছিলেন। সুকবি মহারাজ
রাজসিংহ, “রাগ-মালা”, “সংক্ষিপ্ত-মনসা-পাঁচালী”, “ভারতী মঙ্গল” প্রভৃতি
কবিত্বকথানি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি উপরি-উক্ত কবিতাটি শুনিয়া
প্রীতিবশতঃ আয়ত্মবর্ণ মহাশয়কে একটি সুবহু উৎকৃষ্ট হস্তী উপহার প্রদান
করিয়াছিলেন।

চক্রবাকী—এ জগতে হেন স্থান কোথা প্রাণেশ্বর !

রাত্রি নাহি হয় যথা,—দিন নিরন্তর ?

চক্রবাক—শুন ওলো প্রাণেশ্বর ! চিন্তা কেন আর ?

নিশ্চয় পূরিবে আজ বাসনা তোমার ।

যে সুবর্ণ মেরু—শৃঙ্গ ঢাকে দিবাকরে,

অপদ-বস্তুরে তার সামন্দ-অন্তবে

কল্প-তরু-সম “রাজসিংহ মহারাজ”

সুপণ্ডিত জনে দান করিবেন আজ !

চিত্র-কবিতা

(১)

সংস্কৃত ভাষার শক্তি বিরূপ বলবতী, তাহা এই শ্লোকটী পাঠ করিলেই
দৃষ্টিতে পারা যায়। ঠিক একরূপ শব্দ-সোজনা করিয়াই চারি চরণে শ্লোকটি
বসিত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রত্যেক চরণেই বিভিন্ন অর্থ।

বালা নব্যজনং মনোজবিহিতে তাপে হিতং মন্যতে

বালা নব্যজনং মনোজবিহিতে তাপ হিতং মন্যতে

বালা নব্যজনং মনোজাবহিতে তাপে হিতং মন্যতে

বালা নব্যজনং মনোজবিহিতে তাপে হিতং মন্যতে ॥ (১)

(১) টীকা।—শ্লোকস্তায় পাদচতুষ্টয়ং সমানরূপমশি ভিন্নার্থমেব প্রतीयতে ।
প্রথমতঃ—মনোজবিহিতে মদনজনিতে তাপে সতি বালা নববৌবনা কামিনী নব্য-
জনং যুব্যজনং হিতং সুখজনকং মন্যতে নিশ্চিনোতি । মদনপীড়িতায়া নবযুবত্যা
দজনসঙ্গমঃ পীড়াশান্তি কারকঃ সুখজনকশ্চ এব । দ্বিতীয়তঃ—মনোজবিহিতে
তাপে সতি বালা ব্যজনং তালবৃন্তাদি সঞ্চালনং হিতং ন মন্যতে । মদনতাপোত্তপ্তায়া
নববৌবনায়া রমণ্যাঃ তালবৃন্তাদিসঞ্চালনেন তাপোপশমনং ব্যর্থমেব ইত্যর্থঃ ।
তৃতীয়তঃ—মনসি ন জায়তে যৎ তৎ মনোহরং তেন বিহিতং দৈহিকমিত্যর্থঃ ।
মনোজবিহিতে দৈহিকে তাপে সতি বালা নব্যজনং অহিতং (লুপ্তকারচিহ্ন)

যে বাল্য মদন-তাপে পরিতপ্ত হয়,
সেই ভাবে নব্য জনে সুখের নিলয় ।
মনেন তাপে তপ্ত হয় যে যুবতী,
নাহি তার অনুরাগ ব্যাক্তনের প্রতি ।
দেহ ব্যাধিতে বাল্য যদি তপ্ত হয়,
নব্যজন তার কাছে কভু প্রিয় নয় ।
দেহ ব্যাধির তাপে তপ্ত যে যুবতী
নব্যজন তাহান'পক্ষে সুখকর অতি । (১)

(২)

সংস্কৃত ভাষায় এক একটা শব্দের শক্তি অতি আশ্চর্য্য ! একই শব্দের নানা অর্থ থাকায় একই শ্লোক নানারূপ অর্থ-সংঘটন করা যাইতে পারে । কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকটীতে একটা কো' শব্দের সঠিত শব্দ-বিশ্লেষণ ও ব্যাকরণ-বৈচিত্র্য-প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহার তিনটি পৃথক পৃথক অর্থ ওপুভাবে নিহিত বহিষাছেন :—

দৈবল্লিকত্বাং) মনোভেদ : দৈহিকতাপোত্তপ্তায়া বয়স্য নব্যজনঃ কদাচিদপি ন
সুখকরঃ ইতি ভাবঃ । চতুর্থতঃ—মনোজবিহিতে দৈহিকে তাপে সতি বাল্য
বাক্তনং ন অতিতং মনোভেদে অপি তু হিতমেব মনোভেদে । দৈহিকতাপেন তপ্তায়া
বয়স্যায়ালব্ধাদি সংঘটনং সুখকরমেব ইত্যর্থঃ ।

(১) প্রসিদ্ধ “হিতবাদী”-পত্র-সম্পাদক পবন-পূজ্য-পাদ মদীয় পবন-হিতৈষী সুপণ্ডিত “কালীপ্রসন্ন কবাবিশাবদ মহাশয়, “উদ্ভট-সমুদ্র” এই নাম দিয়া মদন্ত বহুসংখ্যক উদ্ভট-শ্লোক সংকলিত পঞ্চান্নবাদ সহ “হিতবাদী”তে প্রকাশিত করিয়াছিলেন । কয়েক বৎসর ধরিয়া এই সব শ্লোক বাহির হইয়াছিল । কাব্য-নিশারদ মহাশয় সংস্কৃত-ভাষার সবিশেষ অভিজ্ঞ এবং বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষার কবিতা লিখিতে সিদ্ধহস্ত । তিনিই স্বয়ং এই শ্লোকটীর বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন । আমি যে সকল শ্লোক “হিতবাদী”তে বাহির করিতাম তাহা তিনি স্বয়ং এবং মদীয় পবন বন্ধু শ্রীমুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় সবিশেষ বহু কবিতা দেখিয়া দিতেন । এই সংস্কৃত কবিতাটির প্রত্যেক চরণে যেকোন স্বতন্ত্র অর্থ আছে, পঞ্চান্নবাদেও ঠিক তদ্রূপ অর্থ প্রাপ্ত ও সুললিত-ভাবে বক্ষিত হইয়াছে ।

থাকিতেও চক্ষুঃ-জিহ্বা-প্রভৃতি ইন্দ্রিয়,
 রূপ-বস-আদি যাঁর নাহি ছিল প্রিয় ;
 কিবা শক্তি, কিবা শান্তি, নীতি-শিক্ষা আদি,
 এই সব দান ছিল বিধান যাঁহার ;
 কখনই না হইয়া পরের অধীন
 স্বাধীন-ভাৱেই যিনি যাপিতেন দিন ;
 হেন এক গুণগ্রামী জন নিরন্তর
 প্রসন্ন ছিলেন কোন গুণীৰ উপর ;—
 বেদে তাঁর অধিকার ছিল বিলক্ষণ,
 মুখে তাঁর ছিল সদা মধুব বচন ,

(১) টীকা । স কश्चित্ গুণগ্রামী জনো বস্ত্রে কश्चित্ গুণবতি জনে ননক । “জাতো জাতো বহুংকৃষ্টং তদভিমতি কথ্যতে” । স কৌদশঃ ? ন মোদন্তে প্রমোদঃ ন বাস্তীত্যমুন্দি অক্ষণীন্দ্রিযাণি যন্ত সোহনুদক্ষো জিতেন্দ্রিযঃ । তথা বঃ দমনয়দঃ শত্রু্যপশমনীতিদাতা । তথা সেবায়াং পরপ্রণতো সর্গঃ উৎসাহঃ-
 শ্রম্যাৎ উদন্তো নিবৃত্তঃ স্বাধীন ইত্যর্থঃ । বস্ত্রে কৌদশে ? বেদানাপন্নো বেদাপন্নস্তদ-
 অধীতবেদে ইত্যর্থঃ । তথা শত্রে প্রিয়ংবদে । তথা বচিতঃ ক্রতো নিজাসা কদো-
 রাগদেষাঙ্গিকায় বাধায়া উচ্ছেদে উন্মূহনে যন্তো যেন তস্মিন্ রচিতনিজরু গুচ্ছেদ-
 যন্তো । তথা ন রমন্তে স্রজনেষু ধর্ম্মে বা যে তে অবমা দুর্জনাস্তানীরয়তি দূরী-
 করোতি বস্তস্মিন্ অরমেরে দুর্জনদূরীকাককে ইত্যর্থঃ । তথা দেবেষু আসক্তো দেবা-
 সক্রস্তস্মিন দেবাসক্তে দেবপূজানিরতে ইত্যর্থঃ । তথা তোদশ্র ব্যথায়া দুর্গাঃ
 দুর্গমাঃ পরানভিভূতাস্তানপাশ্রস্তি কিপন্তীতি তোদদুর্গাসান্তেষাং বাসে নিকেতনে ;
 শৃবাণামপি শৃবা যমাপ্রিতাঃ তস্মিন্ ইত্যর্থঃ । তথা দমনং দানং রক্ষা বা, তেন যো
 মদন্তবো গর্হকণিকা তেন যঃ মোদঃ পরিবেদনং তেন যুক্তে বহিতে, প্রিয়ঃ
 কুতাপি অগর্হিত ইত্যর্থঃ । তথা বাচেন সহ বর্ততে সবাদস্তস্মিন্ প্রমাণ-শাস্ত্রে
 ইত্যর্থঃ । তথা অযন্ অগচ্চন্ অচ্ছো নির্মালতা যম্যাৎ তস্মিন্ অযদচ্ছো শুদ্ধিমতী-
 ত্যর্থঃ । তথা গুরুভিঃ গুরুসেবাভির্দ্র'নিতো যশ্চিবং ক্লেশঃ শ্রমস্তেনৈব সন্তে শ্রান্তে,
 অদবা সন্ন আসক্তে । তথা অপদান্ পদভ্রষ্টান্ অবতীতি অপদাবঃ, যদা অপগতৌ
 দাবঃ উপতাপো যম্যাৎ তস্মিন্নিতি ।

আঁখার রাগ-দ্বেষ-বোগ-নিবাবণে
 তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল মেন মনে ;
 দুর্জনের দৰ্প তিনি করিতেন হত,
 ঈশ্বর-সেবায় তিনি থাকিতেন রত ;
 শত্রু-সুদুর্জয় অনেকা বা কবে জয়,
 নারায়ণে লইত সদা তাঁহার আশ্রয় .
 লত দান করিয়াও সদা দুঃখি-জনে
 শমাত্র গরু তাঁব না হইত মনে ;
 প্রমাণ-শাস্ত্রের তিনি ছিলেন সত্যত,
 মন তাঁব সুনিয়ম থাকিত নিয়ত,
 গুরু-সেবা-শ্রমে তাঁব সুখ হ'ত মনে ;
 রক্ষা করিতেন তিনি পদদ্রষ্ট জনে !

মেঘ-দশকম্

(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-বিরচিতম্)

(১)

প্রায়ঃ সহায়যোগাৎ সম্পদমধিকর্তৃমীশতে সর্বে ।
 জলদাঃ প্রাবুড়পায়ে পরিহীযন্তে শ্রিয়া নিতরাম্ ॥

যে সব লোকের থাকে পরম সহায়,
 সম্পদের অধিকারী তাহারাই প্রায় ।
 বর্ষাকাল চ'লে যদি যায় একবার,
 মেঘের তেমন শোভা নাহি থাকে আর !

(২)

কিং নিম্নগা জলদমণ্ডলবর্জিতেন
 ভোয়েন বুদ্ধিমূগস্তমদীশতে তাম্ ॥

ন স্যাদজজ্জগলিতং যদি পাস্থ্যুনাঃ
সাহায্যকাম্য কিম নিশ্চলমশ্রুদ্যম্ ॥

কেবল তেষের জ্ঞে জ্যোতিষতী-১৮
এতদুব বুদ্ধি প্রাপ্ত হয় কি কোন
যদি না বিরহ-ক্লিষ্ট পাণ্ড-যুব-জন
অনিশ্চল নেত্র-নীর কবিত্ত বর্ষণ ?

(৮)

কাস্তাভিসারসলোলুপমানমানা
অতঙ্ককম্পিতদৃশামভিসারিকানাশু :
ষদ্ বিঘ্নকৃদ্ হুরিতমর্জিতবানজজ্জ
কেনাধুন। যন তরিম্যসি তন্ন বিদাঃ ॥

ভুক্তিব কাণ্ডেব সজ-সুখ অবিনশ,
ইহা ভাবিসাই অভিসারিকা সকল
উৎসুক হ'য় সব মহা হর্ষভনে
গৃহের বাহিরে যায় অভিসার তবে,
তখন করিয়া তুমি গভীর গর্জনে
তাদের বিষম বিঘ্ন কর উৎপাদন !
হে মেঘ ! এ বিষে তন্ন যে পাণ তোমার,
কিসে যে করিবে তারে বুঝে উঠা ভার !

(৯)

ক্ষীণং প্রিয়াবিরহকাতরমানসং মাং
নো নির্দয়ং ব্যথয় বারিদ নাত্মবেদিন্ ।
ক্ষীণো ভবিষ্যসি হি কালবশং গতঃ সন্
অসু তবাপি নিয়তস্তুড়িতা বিয়োগঃ ॥

প্রিয়্যাব বিরহে মোর জলিছে অন্তর,
ক্ষীণ হ'য়ে পড়িয়াছে এই কলেবর ।
নিজের অবস্থা তুমি না কর শ্রবণ,
আব কবিও না মোরে এত নিপীড়ন ।
আসিবে কালের বশে হেন এক দিন,
হে দিন তুমিও হবে অতিশয় ক্ষীণ ।
বিদ্যাতের সুবিষম বিরহ-ব্যাপার
তুমিও ব্যথিত হবে, অন্তথা কি ভায় ৷

(৫)

সর্বত্র সম্মতদন্তটিনীশরীর-
সংবদ্ধকন্তুভূতাং শমিতোপতাপঃ ।
গচ্ছাতকেষু করুণাবিমুখোহসি নিত্যং
নায়ং মতো জলদ কিং তব পক্ষপাতঃ ॥

সম্মত অমৃত তুমি কর বিতরণ,
নদীর শরীর থানি করহ বর্ধন,
দেহীর দেহের তাপ করহ সংহার,
এ কি নয় পক্ষপাত হে মেঘ তোমার ?
যে চাতক দাঁড়াইছে তোমার আশ্রয়,
তাহার উপরি তুমি বড়ই নির্দয় !

(৬)

লোকোত্তরা যদি চ তোয়দ তে প্রবৃতি-
রেয়া বদক্লিসরিতোরসি সঙ্গহেতুঃ ।
জাগর্তি সজ্জনসভাসু তথাপি ঘোরং
তৎ কল্মষং কুপণপান্ধুবধুবধোথম্ ॥

নদী সনে সাগরের স্মৃতি সঞ্চিত
 তোমারি কৃপায় হয়, জানে সর্বজন ।
 এরূপ প্রকৃতি তব অলৌকিক ভবে,
 কিন্তু এক কথা বলি, শুন মেঘ ! তবে.—
 বধ করি দীন-হীন-পাশু-বধু-গণ
 যে বিষম পাপ তুমি করহ অর্জন,
 সে পাপের কিছুমাত্র ক্ষয় নাহি হবে,
 সাধুগণ নিত্য তাহা ঘোষণা করিবে !

(৭)

ত্বং হি স্বভাবমলিনস্তব নাশ্চমজ্জঃ
 ত্বদগর্জিতং বিরহিবর্গনিসর্গং বৈরি ।
 কৃত্বাং স্তুবীত বদ তোয়দ লোকসিদ্ধাং
 প্রেক্ষামহে ন যদি জীবনদায়িতাং তে ॥

স্বভাবতঃ স্তম্ভন প্রকৃতি তোমাব,
 পদ্মিনীর প্রাণ তুমি করহ সংহার ।
 বিরহি-জনের প্রতি তোমাব গর্জন
 স্বভাবতঃ বৈরি-ভাব করে প্রদর্শন ।
 তুমিই জীবন-দাতা এই ত্রিভুবনে,
 সর্বদাই এই কথা কহে সর্ব জনে ;
 জীবন প্রদান যদি না করিতে তুমি,
 কে করিত স্তুতি তব, নাহি বুঝি আমি !

(৮)

কান্ত্যাবিযোগবিষজর্জরপাশ্বযূনাং
 ত্বং জীবনাপহরণব্রতদীক্ষিতোহসি ।

ভ্রাম্যামনাস্তু ঘন জীবনদায়িনং যৎ
কিং স ভ্রমো ন বদ তৎ স্বয়মেব বৃদ্ধা ॥

প্রিয়ার নিরহ-বিষে পান্থ-সুখ-গণ
জজ্ঞরিত হইয়াই রহে অনুক্ষণ ;
তাদের জীবন-নাশ করিবার তরে
বিষক্ষণ দক্ষ তুমি আছ এ সংসারে ।
তুমিই জীবন-দাতা, বলে সর্ব জনে,
এ কথা কি ভ্রান্তি নয় ?—ভেবে দেখ মনে !

৯)

গর্জন্তু ভূশঃ তত ইতঃ সততং বৃথা কিং
নো লজ্জাস জলদ পান্থনিভাস্তশজ্রো ।
হাস্তে হি নান্যগতিচাতকপোতচক্ষু-
সম্পূরণেহপি বত যশ্চ ন শক্তিদোগঃ ॥

নিবেদন করি, শুন ওহে জলধর !
পথিক-গণের তুমি শত্রু ঘোরতর !
সকদাই কর বৃথা বিষম গর্জন,
তানাহে কি লজ্জা তব না হয় কখন ?
চাতক-শিশুর তুমি একমাত্র গতি,
তার চক্ষু পূৰ্বিতেও না ধর শক্তি !

(১০)

জীমূত চাতকগণং ননু বক্ষয়িত্বা
মাং মুক্ধ বারি সরসীসরিদর্গবেষু ।
কণ বা শুণং শিরসি সংস্রুততৈললেপে
তৈলপ্রদাননিধিনা লভতেহত্র লোকঃ ॥

[২৯]

২

শুন ওহে জনধর ! কলি নিবেদন,
 চাতক-শিশুরে তুমি কবিতা বধন
 সমুদ্র সগির কিংবা গবোবদে আব
 বৃষ্টিপাত কবা নয় কন্ডব্য তোমার ।
 তেল ঢেঁলে দেয় তেল-মাখায় যে জন,
 তাহাতে কি গুণ তাব, না বুঝি কখন !

শিব-স্তোত্রম্

(হরকুমার ঠাকুর-বিবচিত্রম্)

(:)

ভগদ্বিতং ত্রিলোচনং ত্রিশূলিনং মহেশ্বরম্
 ভবাক্ষিপারনাবিকং শিবং ভজে শিবং ভজে ॥

* স্বনাম-ধন্য প্রোক্তঃস্বামীশ্বর মশায়। “হরকুমার ঠাকুর মহোদয়ের বিশেষ পরিচয় দেওয়া নিম্নপ্রয়োজন। তঁর তৎ-সম্বন্ধে ৬৮ একটী কথা বলাও গ্রন্থকারের কর্তব্য। তিনি পণ্ডিত-পুণ্ডিত্য এবং মাননীয় মশায়। “গণপীঠোদ্বাহন ঠাকুর মহাশয়ের পঞ্চম পুত্র; এবং মহাশয় তাঁর ছাত্র শ্রীমুক্ত বটোদ্রমোদন ঠাকুর কে, সি, এ., আই ও সুপ্রসিদ্ধ মিউজিক-ডক্টর রাজা শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রনোহন ঠাকুর মহোদয়ের স্বর্গীয় পিতা। “হরকুমার ঠাকুর মহাশয় বালা-কালে বিলক্ষণ সংস্কৃত শাস্ত্র-চর্চা করিয়াছিলেন। “শিলাচক্রার্গ-বোধিনী”, “হরহর-দীপ্তি”, “পুনশ্চরণ-বোধিনী” প্রভৃতি এমন কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন যে, তাহা অতি মূল্যবান পদার্থ। তিনি স্বয়ং একজন সুকাবি ছিলেন। মূল্যবোধেব দেবালয়ে ও সংস্কৃত কলেজে তাঁহার অক্ষয় কীর্তি বিবাজিত রহিয়াছে। ছইটী মন্দিরের সম্মুখে ছইটী দীর্ঘচ্ছন্দেব কবিতা অত্যাধি দোখতে পাওয়া যায়। ইহা তাঁহারই রচিত। কবিতা ছইটীর ভাব অতি সুন্দর। ইহা মৎ-প্রণীত “উদ্ভট-সমুদ্র” গ্রন্থে “প্রথম-প্রবাসে” “দেবতা-তরঙ্গে” শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। হরকুমার একজন পলম লক্ষণিষ্ঠ সাহিত্যিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। দেব-পূজাতেই তাঁহার প্রায় সমস্ত দিন অতিবাহিত হইত। অনেকগুলি শ্লোক, “প্রমাণিকা” ছন্দে রচিত এই “শিব-স্তোত্র”টীও অন্তর্নিহিত ছিল। এমন ৬টা মান কবিতা প্রাপ্ত হইল।

জগতেন হিতে যিনি বত নিরন্তর,
ত্রিলোচন, শূন্যধারী, যিনি মহেশ্বর,
এই ভব-সমুদ্র যিনি কণ্ঠধার,
ভক্তিহবে সেই শিবে ভজি অনিবার।

(২)

বিরিক্ণিবিকুবলিতং ব্রহ্মরাজং শুভঙ্করম্ ।
গিরীন্দ্রজার্দ্রদেহকং শিবং ভজে শিবং ভজে ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু পূজে যাব পদ নিরন্তর,
ব্রহ্ম-বাক্তন যিনি, যিনি শুভঙ্কর,
পার্দ্রদেহ অর্দ্রদেহ বামভাগে যাব,
ভক্তিহবে সেই শিবে ভজি অনিবার।

(৩)

অনন্তনাগভূষণং বিভীষণং কপর্দিনম্ ।
গলাস্থিমাল্যরঞ্জিতং শিবং ভজে শিব ভজে ॥

শেষ নাগ ভূষা যাব, যিনি ভয়ঙ্কর
জটাজুট শোভে যাব শিবে নিরন্তর,
অস্থিমাল্য শোভা পায় গলদেশে যাব,
ভক্তিহবে সেই শিবে ভজি অনিবার।

(৪)

ত্রিতাপসংহরং হরং সুরাসুরপ্রপূজিতম্ ।
সদৈব ভক্তবৎসলং শিবং ভজে শিবং ভজে ॥

গিয়াছেন। সুকবি হরকুমার এই কবিতাগুলি স্বয়ং “সারঙ্গ-রাগিনী”তে গান করিতেন। এজন্য মিউজিক-ডক্টর রাজা শ্রীর ত্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয় “সারঙ্গ-রাগিনী”তে এই ৬টি শ্লোকের স্বরলিপি করিয়াছেন। অনেকগুলি চিরস্থায়িনী কীর্তি রাখিয়া হরকুমার ঠাকুর মহাশয় ১২৬৫ সালের ৩০ বৈশাখ (১৮৫৮ খ্রষ্টাব্দের মে মাসে) পরলোক গত হইয়াছেন।

ত্রিতাপ-নাশন হেতু, হর যাঁর নাম,
 দেব নৈত্য পূজে যাঁর পদ অবিদ্যম-
 ত্রেক্ষেব উপরি সঙ্গ! করুণা যাঁহাব,
 ভক্তিভরে সেই শিবে ভজি অনিবার !

(৫)

গুরুং বিভুং ভবং ক্রবং দিগম্বরং পিনাকিনম্ ।
 শূশানপাংশুচন্দনং শিবং ভজে শিবং ভজে ॥

যাঁন গুরু ভি ভু ভব ক্রব দিগম্বর,
 পিনাক-কামুক যাঁর করে নিরস্তব,
 চিত্রা-ভগ্নে চন্দনেব জ্ঞান রহে যাঁব,
 ভক্তিভরে সেই শিবে ভজি অনিবার !

(৬)

পরাম্পরং মহার্চিষং ত্রিলোকতাত্মশ্বরম্ ।
 ভাৰ্ভাতিদং বরপ্রদং শিবং ভজে শিবং ভজে ॥

যিনি ত্রিলোকের পিতা, স্বয়ং ঈশ্বর,
 পরম তেজস্বী, যিনি পূজা পরাম্পর,
 বরাভর দান করা বিধান যাঁহাব,
 ভক্তিভরে সেই শিবে ভজি অনিবার !

ব্রহ্মময়ী-স্তোত্রম্

(মহারাজ বাহাদুর শ্রী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর-বিরচিতম্) *

(১)

ন কৃতং স্কৃতং কিঞ্চিৎ বহুশো দুষ্কৃতং কৃতম্ ।

ন জানে কালিকে কালপ্রশ্নে কিং দেয়মন্তরম্ ॥

* পরম-পূজ্য-পাদ শ্রী শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুর শ্রী যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কে, সি, এস, আই মহোদয় এই ভক্তিরসাত্মক “ব্রহ্মময়ী-স্তোত্র”টির রচয়িতা । যিনি অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হইয়াও প্রাকৃত জনের জ্ঞান সাধারণ লোকের সহিত অকুণ্ঠিত-চিত্তে সদালাপ করিতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকেন ; যিনি গুণীর গুণ, মানীর মান ও পণ্ডিতের সমাদর কবিত্তে নিরন্তর তৎপর থাকেন ; যিনি চির-বিরোধিনী লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে স্বীয় রাজভবনে আনিয়া, তাঁহাদের চির-বিরোধ-ভঞ্জন ও পরস্পর প্রণয়-সংঘটন কবিয়া দিয়াছেন ; ফলতঃ যিনি ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, রূপ, গুণ প্রভৃতি বাবতীয় স্পৃহণীয় লৌকিক গুণ-সমূহের একমাত্র আধার হইয়া এবং এই অসার সংসারের অনিত্যতা-নিরূপণ ও সেই সনাতনী পূর্ণশক্তি ব্রহ্মময়ীর সারবত্তা ও মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া তাঁহারই পদে এই কয়েকটি শ্লোক-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন, সেই মহারাজ বাহাদুরকে একটি মহাপুরুষ বলিলে অত্যাশ্চর্য্য হয় না । ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার আছে । প্রথমেই দুই ভাষায় তিনি কয়েকখানি সুন্দর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । তাঁহার বাল্যকালেই রচনা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয় । তাঁহার রচিত এই “ব্রহ্মময়ী-স্তোত্র” ভক্তিরসাত্মক । তিনি স্বয়ং যেরূপ ভক্তিনিষ্ঠ ও স্বদয়বান্ ব্রাহ্মণ, এই স্তবটীও তাঁহার যথার্থ অনুরূপ । প্রত্যেক শ্লোকেই মহারাজ, পাপপূর্ণ প্রলোভনময় সংসারের অসারতা বর্ণনা করিয়া, একমাত্র ব্রহ্মময়ীকেই সার বস্তু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । মহারাজ বাহাদুর স্বয়ং এক জন সুকবি । সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্রে তাঁহার সর্বিশেষ অধিকার আছে । আর্য্যছন্দঃ মাত্রাত্মক বহিরা অত্যন্ত দুর্লভ । বর্ণ-ছন্দঃ-পতন শ্রবণমাত্রেই বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু মাত্রা-ছন্দঃ-পতন শ্রবণমাত্রেই বুঝিয়া লওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে । মহারাজ এই ছন্দে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর সুললিত সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়াছেন । ছন্দঃশাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞানব কণা শুনিলে অবাক হইয়া থাকিতে হয় । পরম-পূজ্য-পাদ জৈনবচন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কয়েকটি অতি উত্তম কবিতা সংগ্রহ করিয়াছি । মহারাজ ইহা শুনিয়া প্রীতি-সহকারে আমায় দুই একটি দিবারে শুনাতে বলেন । তদনুসারে একটি আখ্যাচ্ছন্দের

ওমা ব্রহ্মযি। এই সংসাবে আসিরা
করেছি কতহ পাপ, না পাই ভাবিরা !
পুণ্যের কথাও মাগো। কি কহিব আর,
ভুলেও না কবিয়াছি তাহা একবার !
অস্ত্রিমে যখন কাল দ্বিজাসিবে মোনে
“কি কার্য্য ক’বেছ তুমি থাকিয়া সংসাবে” ?
কি উত্তর দিব তাবে জননি তখন,
সেই বড় ভয় মোব হ’তেছে এখন !

কবিতা তাঁহাকে শুনাইয়াছিলাম। আনুভূতি করিবার সময় প্রমাদ-বশতঃ একটা মাত্র “চ” অক্ষর ত্যাগ করায় তিনি আমাকে পুনর্বার ইহা আনুভূতি কলিতে বলেন। আমিও আনুভূতি করিবার সময় “চ” অক্ষরটী সংযোগ-পূর্বক বিস্তৃত ভাবে পঠ্য করিয়া বলিয়াছিলাম “আমার ছন্দঃপতন মহারাজের শ্রুতিশক্তি অতিক্রম কলিতে পারিল না।” তখন মহারাজ অতি মধুর ও বিনীত-ভাবে একটু হাস্য করিয়া কহিলেন “আমি বিষয়ী লোক ; সংস্কৃত ভাষায় আমার জ্ঞান অতি অল্প, তাহা কিঞ্চিৎ অমুরাগ আছে মাত্র।” মহারাজের প্রকৃতি অতি সরল ও মধুর ; এবং তিনি অত্যন্ত সুরসিক ও সুপণ্ডিত। এই সাহসেই আমি একটু আনন্দ করিয়া অতি বিনীত-ভাবে তাঁহাকে এই উত্তর দিয়াছিলাম যে, “মহারাজ বিষয়ী লোক হইলেও সংস্কৃত ভাষায় মহারাজের অধিকার আছে কি না, তাহা একটীমাত্র “চ” অক্ষরেই আমি বুঝিতে পারিয়াছি।” ইহা শুনিয়া সভাস্থ কেহই হাস্য সংবরণ করিতে পাবেন নাই। আর একদিন “বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ও “রামপ্রসাদ সেনের কবিতা শুনাইবার ক্ষণে তিনি আমাকে অনুমতি করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় উপস্থিত থাকিয়া এই দুই মহাত্মা সুকবি, ভগবতীর সম্মুখে যে দুইটা পদস্পর্ষ মন্ত বিকৃত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাকে শুনাইয়াছিলাম। “রামপ্রসাদ সেনের কবিতাটী “ভৃঙ্গ-প্রয়াত”-ছন্দে রচিত। ইহা পাঠ করিবার সময় বাণ্যসংস্কার-বশতঃ “পাদ” শব্দ স্থানে “পাদ” শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলাম। “ভৃঙ্গ-প্রয়াত” ছন্দে প্রথম বর্ণটির লঘুত্ব আবশ্যক। কিন্তু গুরুত্ব রাখিয়া বাণ্যায় এবাবেও মহারাজের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি-লাভ কলিতে পারি নাই। তিনি সংস্কৃত উদ্ভট-কবিতার সর্বশেষ অঙ্গগণী। বহুসংখ্যক উদ্ভট-কবিতা তাঁহার কণ্ঠস্থ আছে। তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে কয়েকটি প্রাচীন কবিতা ও স্ববচিত কয়েকটি সুন্দর শ্লোক দিয়াছেন। ইহা মৎ প্রণীত “উদ্ভটসমুদ্র” গ্রন্থের “দেবতা প্রবাহে” ত্রিভিন্ন ভিন্ন “তরঙ্গে” শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। মহারাজ একটা পাকা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। তাঁহার আনুভূতি কাণ পাতিয়া শুনিতে ইচ্ছা হয়। তাঁহার পঠিত কবিতা

(২)

অসীমং মম পাপঞ্চ অসীমা করুণা তব ।

ভয়ং কালি পশ্যামি কং কো বা পরিলজ্জয়েৎ ॥

আমার অসীম পাপ, ওন গো ছননি ।

তোমারো অসীম কৃপা, তাও মনে জানি ।

তাই মাগো ! এই মোর হইতেছে ভয়,

না জানি কাহারে কেবা করে পরাজয় !

(৩)

দদাসি দুঃখং হৃদি কালি নিত্যং

তথাপি নো তে চরণং ত্যজ্যামি ।

সন্তাড়িতাশ্চেৎ শিশবো জনন্যা

অক্লং জনন্যাশ্চ সমাপ্রয়ন্তি ॥

ব্যাকরণ, ছন্দঃ ও অলঙ্কার-দোষের লেশমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না । যিনি মহারাজ বাহাদুরের সহিত একদিন মাত্রও সংস্কৃত কবিতা-সম্বন্ধে আলোচন করিয়া ছেন, তিনিই তাঁহার বিপুল শক্তির পরিচয় পাইয়াছেন । অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হইয়াও যে সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান তিনি এতদূর পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা আর সুখের বিষয় কি হইতে পারে !

উপসংহার-কালে আব একটা বক্তব্য আছে । মূল্যঘোড়ে “ব্রহ্মময়ী” প্রতিমার পদতলে যে একখানি সুরহং রৌপ্য-ফলকে ৯টী কবিতা ক্ষোদিত আছে, মহারাজ বাহাদুরের নিকট শুনিয়াছি, তাহার প্রথম শ্লোকটা তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেব “হরকুমার ঠাকুর মহোদয়ের বচিত । অবশিষ্ট ৮টী কবিতা মহারাজ বাহাদুর স্বয়ং রচনা করিয়াছেন । ৪র্থ হইতে ৮ম পর্য্যন্ত এই পাঁচটা শ্লোকে মহারাজ স্বীয় নামের ভণিতা দিয়া “ব্রহ্মময়ীর নিকট আশ্রয়স্থ নিবেদন করিয়াছেন । এ কারণ-বশতই ৯ম শ্লোকটিতে “পঞ্চ-পুষ্পাঞ্জলি-স্তোত্রম্” এই নামের ধ্বনি রহিয়াছে । ১ম শ্লোকটি “পিতৃদেবের রচিত বলিয়া মহারাজ বাহাদুর সর্বপ্রথমেই ইহা স্থাপন করিয়াছেন । এক্ষণে এই ভক্তিরসাত্মক “ব্রহ্মময়ী-স্তোত্র”টা যথাশক্তি অনুবাদ করিয়া ও ইহা মহারাজ বাহাদুরের শ্রীকব-কমলে উপহার দিয়া “গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা” করিলাম ।

যতই দাও মা ! হৃৎ হৃদয়ে আমার,
তথাপি না ছাড়িব মা ! চরণ তোমার ;
মহা ক্রোধভরে যদি মাতাও কখন
আপনাব শিশুকেও করেন তাড়ন,
তবু তাঁর সেই শিশু না দেখি উপায়
অবশেষে মা মা বলে তাঁরি কোলে যায় !

(৪)

ন পূজাং ন মন্ত্রং ন বা যাগযজ্ঞং
ন জানে প্রয়োগং ন বা যোগসিদ্ধিঞ্চ
তদীয়ং পদাঙ্কং মমৈকাবলম্ব্যং
প্রসাদ প্রপন্নো যতীন্দ্রেহতিদীনে ।

কারে পূজা-মন্ত্র, কারে যাগ-যজ্ঞ বলে,
তাহাও না জানিলাম আসিয়া ভূতলে ।
কারে বা প্রয়োগ বলে, যোগ-সিদ্ধি কারে,
কিছুই না বুঝিলাম জন্মিয়া সংসারে ।
তোমার শ্রীপাদ-পদ্ম একমাত্র সার,
তাই ত ল'য়েছি মাগো ! আশ্রয় তাহার
অতি দীন-দীন আমি যতীন্দ্রমোহন !
বিপদে হইতে মোরে রাখ মা এখন ॥

(৫)

শরীরং তথা মে মনো জ্ঞানবুদ্ধী
সমস্তং প্রদত্তং তব শ্রীপদান্তে ।
ন পুণ্যং ন ধর্মো মমৈবাস্তি কিঞ্চিৎ
প্রসাদ প্রপন্নো যতীন্দ্রেহতিদীনে ॥

কিবা মোর এষ্ট দেহ, কিবা মন আর,
কিবা মোর জ্ঞান বুদ্ধি, যা কিছু আমার,
সকলি শ্রীপদে তব অর্পণ করিয়া
সর্বদাই আছি মাগো ! নিশ্চিত হইয়া ।
কিবা পুণ্যকর্ম, কিবা ধর্মকর্ম আর
দেশমাত্র নাই তার কদাপি আমার ।
অতি দীনহীন আমি যতীন্দ্রমোহন !
বিপদ হইতে মোরে রাখ মা এখন !

(৬)

ন চান্ধ্য গতির্মে বিনা পাদযুগ্মং
কুরু ত্বং শরণ্যে যথেষ্টং হি কালি ।
প্রপশ্যাম্যদূরে মহাঘোরকালং
প্রসাদ প্রপন্নে যতীন্দ্রেহতিদীনে ॥

তব পাদ-পদ্ম বিনা জননি ! আমার
অন্য কোন গতি নাই, বুঝিয়াছি সার ।
তাইত স'য়েছি মাগো ! তোমারি শরণ,
যাহা ইচ্ছা হয়, তাহা কর মা এখন ।
সম্মুখে ব'য়েছে কাল মহা ভয়ঙ্কর,
ক্রকুটী দেখিয়া তার পাইতেছি ডর ।
অতি দীনহীন আমি যতীন্দ্রমোহন !
বিপদ হইতে মোরে রাখ মা এখন !

(৭)

গতং যৌবনক্কাতিভোগাভিলাষৈ-
রিদানীঃ জরা হ'গতা দেহমণ্ডে ।
[১/৪]

ন পশ্যামি মাতঃ পরিত্রাণহেতুঃ
প্রসীদ প্রপন্নৈ যতীন্দ্রেহতিদীনে

ভোগ-সুখ-অভিলাষে উন্মত্ত হইয়া
বিফলে যৌবন-কাল দিখু কাটাইয়া ।
হুজুর বার্কক্য মোর আসিয়া শরীরে
চাপিয়া ধরিল মাগো ! এতদিন পরে ।
দেখিতে না পাই আর রক্ষার উপায়,
তুমি না রাখিলে মাগো ! কে রাখে আমার ।
অতি দীনহীন আমি যতীন্দ্রমোহন !
বিপদ হইতে মোরে রাখ মা এখন !

(৮)

সদা ভীতচিত্তঃ সদা ব্যাকুলাত্মা
ন জানে গতিঃ কা ভবেজ্জীবনান্তে
অপারো কৃপা তে দৃঢ়জ্ঞানমেতৎ
প্রসীদ প্রপন্নৈ যতীন্দ্রেহতিদীনে ॥

সর্বদাই মহাভয় মনের ভিতর,
বিষম ব্যাকুল সদা আমার অন্তর ।
না জানি তখন মোর কি উপায় হ'বে,
যখন এ দেহ ছাড়ি প্রাণ-বায়ু যাবে ।
তোমার করুণা-সিঁদু অগাধ । অপার,
তাহাই ভরসা স্থল জননি আমার !
অতি দীনহীন আমি যতীন্দ্রমোহন !
বিপদ হইতে মোরে রাখ মা এখন !

(৯)

দত্তা ব্রহ্মময়ীপাদে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীনিমান্
তদাশ্রয়ং চিরং যাচে যতীন্দ্রঃ শরণাগতঃ ॥

ব্রহ্মময়ী-পদে মন করি সমর্পণ
এই পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি করিনু অর্পণ ।
অতি দীনহীন আমি যতীন্দ্রমোহন,
শরণ লইনু তাই তাঁহারি চরণ ।
তাঁহারি চরণ-তলে স্থান যেন পাই,
এই ভিক্ষা করি,—আর কিছু নাহি চাই !

TEN COMMANDMENTS

(আদেশ-দশকম্) *

(উদ্ভটসাগরানুদিতম্)

(এই ঘোর কলিকালে প্রায় সকল দেশেরই রমণী-গণ স্বামি-গণের উপরি কণ্ঠে প্রকাশ করিয়া থাকে । এজন্য কোনও এক সুরসিক ও সুপণ্ডিত কবি তাহাদিগের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া ইংরাজী ভাষায় নিম্ন-লিখিত শ্লোক-গুলি বচনা করিয়াছেন । সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় এই শ্লোকগুলির পদ্যানুবাদ প্রদত্ত হইল)

* পরম-পূজ্য-পাদ মহাবাহু বাহাদুর শ্যাম শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কেমি, এস, আই মহোদয়, এই ইংরাজী কবিতাগুলির “আদেশ-দশকম্” নামক সংস্কৃত পদ্যানুবাদের স্থানে স্থানে কয়েকটি স্থিতি স্থলব পরিবর্তন করিয়া দিয়াছেন । এজন্য তাঁহার নিকট আজীবন পবন অনুগৃহীত রহিলান ।—প্রণকর ।

(১)

Remember that I am thy wife
Whom thou must cherish all thy life.

ভার্য্যাহং তব হে নাথ ত্বয়ৈব স্মর্য্যতামিতি ।
দাবজ্জীবসি তাবন্মাং সংবর্দ্ধয়িতুমর্হসি ।

ভার্য্যক্ৰমে তুমি মোরে ক'নছ প্রাণ,—
মনে মনে ইহা সদা করিও স্মরণ
এ সংসারে যত দিন ব্যতিয়া বতিবে,
আমার তানাজ্ তুমি অরুণ করিবে !

(২)

Thou shalt not stay out late at night
When lodgers, friends and clubs invite.

মুজদ্বির্বা সভাসদ্বিঃ পরনেশ্বনিবাসিভিঃ ।
দাহুতোহনিকষানিষ্ঠাং মা তিষ্ঠ ত্বং গৃহাদ বহিঃ ॥

দক্ষ সভাসৎ পর গৃহ-বাসী জন
মে কেহ করুক কভু তব নিমন্ত্রণ,
যখন অধিক রাত্রি হইয়া পড়িবে,
গরের বাহিবে তুমি কিছুতে না রবে ।

(৩)

Thou shalt not smoke in doors and out
Or chew tobacco round about.

ধূমপানং ন কর্তব্যং গৃহান্তে বা গৃহাৎ বহিঃ ।
তাত্রকূটং সমস্তাৎ বা চর্কণীয়ং কদাপি ন ॥

বাটীর ভিতরে কিংবা বাটীর বাহিরে
ধূমপানে জ্বলজ্বলি দিবে একেবারে ।
কিংবা তাম্রকূট নামে রহে যেই ধন,
কিছুতেই তাহা নাহি করিবে চর্ষণ !

(৪)

Thou shalt not praise nor receive my foes
Nor pastry made by me dispose.

ন প্রশস্তা ন চ ভ্যর্থ্যাঃ শত্রবো মে ত্বয়া কচিৎ ।
অংকুতং পিষ্টকং তেভ্যো ন দাতব্যং কদাচন ॥

যাহাকে আমার শত্রু বলিয়া জানিবে,
তার স্তুতি অভ্যর্থনা কভু না করিবে ।
নিজ-হস্তে যে পিষ্টক করিব রচন,
না দিবে তাহাকে তাহা কিছুতে কখন !

(৫)

My mother thou shalt strive to please
And let her live with us at ease.

যতশ্চ সর্বথা নাথ মাতুর্মে চিত্ততোষণে ।
আবাভ্যাং সহ তাং নিত্যং বাসয় ত্বং যথাস্থখম্ ॥

আমার মাতার মন তুষ্ট বাহে রয়,
বিধিমতে সেই চেষ্টা করিবে নিশ্চয় ;
বাহাতে পরম স্থখে আমাদের সনে
ধর্মকৃতে পাবেন তিনি রেখো তাহা মনে !

(6)

Remember 'tis thy duty clear
To dress me well throughout the year.

হে নাথ বৎসরং ব্যাপ্য নানাবসনভূষণৈঃ ।
অমালঙ্করণং কার্যমবশ্যং স্মর্যতামিতি ॥

বিচিত্র বসনে আর বিচিত্র ভূষণে
সংবৎসর ধরিয়াই পরম যতনে
আমারে সুন্দর-রূপে রেখে সাজাইয়া,—
কিছুতে এ কথা বেন না যাও ভুলিয়া !

(7)

Thou shalt in manner mild and meek
Give me thy wages every week.

সমালম্ব্য মহাশাস্তুশিষ্টাচারং নিরন্তরম্ ।
হস্তৃতিং প্রতিসপ্তাহং প্রদাতুং মে ত্বমইসি ॥

অতি শাস্তু-শিষ্ট-ভাব আমার উপর
প্রকাশ করিয়া তুমি রবে নিরন্তর ।
প্রতি সপ্তাহেই যাহা করিবে অর্জন,
তাহাই আমার করে করিবে অর্পণ !

(8)

Thou shalt not be a drinking man
But live in strict tee-total plan.

কিঞ্চিদপি সুরাপানং ন কৰ্ত্তব্যং কদাচন ।
মাদকদ্রব্যমশুচ স্বেব্যতাং ন ত্বয়া কচিৎ ॥

অবধান কর,—এক কথা বলি আমি,
কিছুমাত্র সুরাপান না করিবে তুমি ।
এ সংসারে ষত দিন জীবিত রহিবে,
কিছুতে মাদক দ্রব্য কভু না সেবিবে !

(9)

Thou must not flirt but must allow
Thy wife some freedom any how,

অন্যভিঃ প্রমদাভিস্বঃ ন প্রেমললিতং কুরু ।
ভার্য্যায়ৈ তে প্রদাতব্যং স্বাভাব্যং কথঞ্চন ॥

যোগাবার তরে অণু রমণীর মন
কোনরূপ কার্যা নাহি করিবে কখন ।
যে কোন প্রকারে হোগ্, ভার্য্যারে তোমাব
স্বাধীনতা—মুখে রত রেখো অনিবার !

(10)

'Thou shalt get up, when baby cries,
And try the child to tranquillise.

রোদনে শ্রুতিমাপনৈ স্তনপশু শিশোর্মম ।
ত্বৈব সান্ত্বনীয়ঃ স নিদ্রাং বিমুচ্য তৎক্ষণাৎ ॥

স্তনপায়ী শিশু মোর যখনি কাঁদিবে,
ক্রন্দনের ধ্বনি তার তখনি শুনিবে ।
নিদ্রা ত্যাগ করিয়াই অমনি তখন
অবশ্য করিবে তাব সান্ত্বনা-সাধন !

সমাপ্ত ।

(১)

পৃথ্যাং প্রোয়তপাপপৰ্জতপবী পাঁপাকিপারপ্ৰবৌ
পাপপ্রান্তরপাংপকপথিকপ্রাণপ্রদৌ পাদপৌ ।
পাপপ্রাজ্যপয়োদপালিপবনৌ পাপেতপঞ্চাননৌ
পাদৌ পাণ্ডপাতৌ প্রপশ্ত পরমৌ প্রাক্ পূর্ণচক্রে প্রগে ॥

(২)

জনকঃ কৃষ্ণচক্রে মে জননী বিজ্ঞ্যবাসিনী ।
সার্থকচক্রপুত্রশ্চ রামচক্রে পিতামহঃ ।

(৩)

সংসারেহম্মিসারে কাঃ কলুষহরে ভাস্বরে সৌধনীরে
সকলস্থানৈকসারে সকলসুখকরে জাহ্নবীপুণ্যতীরে ।
যস্তাং ভূতালিপালী মিস্রতি নিতরাং গিঙ্গশালী কপালী
হৃগ্‌লীজ্জেলান্তরে সা মম হি জননভু“উদ্রকালী” সুখালী ॥

(৪)

রসান্নিগুরুভূশাকে কথ্যারামিং গতে রবৌ ।
দশম্যাং গুরুপক্ষশ্চ দিননাথদিনে দ্বিমে ॥

(৫)

উদ্রটপ্লোকমালেয়ং সূমনঃসূমনোভবা ।
গুপ্তিতা গুণহীনেন পূর্ণচক্রেণ কেনচিৎ ।

